উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সোমনাথের শৌর্যে হিন্দুত্বে শান নমোর ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১১°	২৭°	১১°	২৬°	১১°	২৫°	১২°

কিউবাকে সতর্কবার্তা ট্রাম্পের ৭

৩৫৬ নয়, ভোটে আস্থা সরকারকে উচ্ছেদের ডাক দিয়ে মিছিল শুভেন্দুর ৫

২৭ পৌষ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 12 January 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 234

ময়নাগুড়ি আসনে তৃণমূলের অঙ্ক আরও জটিল

সপরিবারে পদ্মে বসুনিয়ারা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : বিজেপিতে যোগ দিল ময়নাগুড়ির বসুনিয়া পরিবার। রবিবার ময়নাগুড়ি শহরে এসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তই শশাঙ্ক রায় বসুনিয়াদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন। এর ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ময়নাগুড়িতে বড়সড়ো ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস। ময়নাগুড়ি আসন জয়ের ক্ষেত্রে এবার তৃণমূলকে বেগ পেতে হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

রবিবার ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজারে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা এবং মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সেচ দপ্তরের অফিসের সামনে থেকে মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে নতুন বাজারে আসে। সেখানে পথসভা হয়। এদিনের মূল বক্তা ছিলেন সুকান্ত। সেই সভা শুরুর আগেই হাজির হন শশাঙ্ক রায় বসুনিয়া, স্ত্রী মীরা রায় বসুনিয়া এবং ছেলে শিবম রায় বসুনিয়া। শশাঙ্ক জেলার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। ২০১২ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের ময়নাগুড়ি-২ ব্লক কমিটির সভাপতি ছিলেন। আর ২০১৯ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সহ সভাপতি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মীরা ১৯৯৮ সাল থেকে টানা ২০২৩ সাল পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ময়নাগুড়ি-২ ব্লক কমিটির সভানেত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন দীর্ঘদিন। তাঁদের ছেলে শিবম ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ময়নাগুড়ি-২ ব্লক কমিটির সভাপতি ছিলেন ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত। এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন ২০১৮ সাল থেকে টানা ২০২৩ সাল পর্যন্ত।

শিবম ও শশাঙ্ক রায় বসুনিয়ার হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন সুকান্ত মজুমদার।

এত বছর ধরে তৃণমূলে থাকার পর হঠাৎ বিজেপিতে কেন? নেপথ্যের কারণ ভেঙে বলেননি কেউই। শশাঙ্ক কেবল বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতিগ্রস্ত। এই দলে থাকলে সাধারণ মানুষের হাতে হেনস্তা হতে হবে। এখানে সাধারণ মানুষের সম্মান নেই।' আর দলবদলের পর তাঁর হুংকার, 'গোটা ব্লক থেকে আমার কয়েক হাজার সমর্থক এসেছেন সভায়। নিজের পরিবারে ভোটার রয়েছে পঁয়তাল্লিশজন। তৃণমূলের ঝান্ডা ধরার লোক রাখব না।' দলে সম্মান না থাকার কথা বলেছেন মীরাও।

আর দলবদলের কারণ প্রসঙ্গে শিবমের বক্তব্যও খুব গতে বাঁধা। বলেন, 'রাজ্যের উন্নয়নে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রয়োজন। তৃণমূল দুর্নীতিগ্রস্ত, চাকরি নেই, শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে, শিল্প নেই। সেই কারণেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছি।'

সভাস্থলে এদিন উপচে পড়া ভিড় ছিল। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত বলেন, 'ইডির পেছনে গিয়ে প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে ফাইল চুরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা অসাংবিধানিক। সেই কারণেই তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।

এরপর দশের পাতায়

সুরের ভুবন থেকে বিদায় 'আইডল' প্রশান্তের

রণজিৎ ঘোষ ও নবনীতা মণ্ডল

শিলিগুড়ি ও নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান আইডল প্রশান্ত তামাং আর নেই। গোর্খা আইডলও বটে। ৪৩ বছর বয়সে শেষ হল তাঁর জীবনের জার্নি। গানে এক বিস্ময়-প্রতিভারও মৃত্যু ঘটল রবিবার ভোরে। পাহাড়ে বসবাস নেই অনেকদিন। কিন্তু তিনি বাংলার পাহাড়বাসীর আবেগ। গোর্খা অস্মিতার প্রতীক। আচমকাই তাঁর শেষনিঃশ্বাস পড়ে পাহাড় থেকে অনেক দূরে নয়াদিল্লিতে। জিটিএ চিফ অনীত থাপা জানিয়েছেন, সোমবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামানো হবে প্রশান্তের দেহ। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে দার্জিলিংয়ে। চৌরাস্তায় তাঁর মৃতদেহে শ্রদ্ধা জানাবেন মানুষ।

অনেকদিন আগেই পুলিশের চাকরি ছেড়ে নয়াদিল্লিবাসী হয়েছিলেন প্রশান্ত। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত গানই ছিল তাঁর জীবন। অরুণাচলপ্রদেশে একটি অনুষ্ঠান সেরে দিল্লি ফিরেছিলেন সদ্য। কোনও শারীরিক অসুস্থতা ছিল বলে জানা যায়নি। কিন্তু আচমকা অসুস্থ বোধ করেন রবিবার ভোররাতে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও প্রশান্তকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

খবর ছড়িয়ে পড়তে সকালের আলো ভালো করে ফোটার আগে স্তব্ধ হয়ে গেল পাহাড়। বিনোদন জগৎও। শুধু তো গান গেয়ে ইন্ডিয়ান আইডল-থ্রি বিজয়ী হননি। নাম করেছিলেন সিনেমাতেও। নেপালি ভাষায় প্রথম ছবি 'গোর্খা পল্টন' হলেও লাইমলাইটে এসেছেন 'পাতাল লোক' ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে। সলমন খান অভিনীত 'ব্যাটল অফ গালওয়ান' নামে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ছবিটিরও অন্যতম অভিনেতা প্রশান্ত।

শুধু গান বা অভিনয়ের জন্য নয়, পাহাড় রাজনীতির মোড় ঘোরার সঙ্গেও যে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম। যদিও নিজে কখনও রাজনীতিতে নাম লেখাননি। পাহাড়ের রাজনীতিতে বিমল গুরুংয়ের

এরপর দশের পাতায়

শতরান হাতছাড়া করলেও দলের জয়ের ভিত তৈরি করে দিয়ে যান বিরাট কোহলি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেটে। রবিবার ভদোদরায়।

শাসকের বাহুবলে বন্দি সিতাই

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে সিতাই

ভোটের অঙ্ক

শিবশংকর সূত্রধর ও প্রসেনজিৎ সাহা

সিতাই, ১১ জানুয়ারি : ওকরাবাড়ির রাস্তার ধারে শীতের আগুন ঘিরে বসে ছিলেন পাঁচ মহিলা। সন্ধ্যা নামার আগেই কনকনে হাওয়ার সঙ্গে জমে উঠেছে তাঁদের আড্ডা। আগুনের লালচে আঁচে মুখগুলো কখনও উজ্জ্বল, কখনও ছায়াঘেরা। ঠিক পাশেই টিনের বেড়া আর পাকা মেঝে দেওয়া এক ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল এক কিশোরের পড়ার গলা— 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস...।' আগুনের ধারে বসেই চড়া গলায় মা নির্দেশ দেন, 'জোরে জোরে পড়, দূর থেকেও যেন শুনতে পাই'। হয়তো সেই তাগিদেই পড়ুয়ার কণ্ঠ রাস্তা ছুঁয়ে ফেলেছে। সেই উচ্চারণ যেন শুধু পরীক্ষার খাতার জন্য নয়, সিতাইয়ের মানুষের মনের কথাও বলে দিচ্ছিল।

সিঙ্গিমারি নদী সিতাই বিধানসভাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। ভৌগোলিক মানচিত্রেই এই বিভাজনের শিকড়। মোট ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত বিধানসভা। এর মধ্যে আদাবাড়ি, চামটা, সিতাই-১, সিতাই-২ এবং ব্রহ্মোত্তরচাতরা- এই পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত সিঙ্গিমারি নদীর ওপারে। বাকি বারোটি গ্রাম পঞ্চায়েত নদীর এপারে দিনহাটা ঘেঁষা। সংখ্যার জোরে বরাবরই এপারের মানুষ চাইতেন, বিধানসভার প্রার্থী হোক এপার থেকেই। তবে সময় বদলালেও, অভিযোগ বদলায়নি।

কামতেশ্বরী সেতু দিয়েই যেন বিভক্ত সিতাইয়ের রাজনীতি।

এপারের বাসিন্দাদের ক্ষোভ— সাংসদ থেকে বিধায়ক, সবাই ওপারের। তাই উন্নয়নও নাকি ওপারমুখী। পাকা রাস্তা, পানীয় জল, নানা পরিষেবার ছোঁয়া ওপারেই বেশি। আবার ওপারের মানুষও তেমন সুখে নেই। তাঁদের কথায়, গত পাঁচ বছরে এমন কোনও কাজ চোখে পড়ে না, যাকে সত্যিই উন্নয়ন বলা যায়। ফলে দুই পারের মানুষেরই দীর্ঘশ্বাসে মিশে যায় সেই এক বাক্য, 'ওপারেই সর্বসুখ।'

কোচবিহার জেলার নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি তৃণমূলের দখলে, তার অন্যতম সিতাই।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

তৃণমূলের অন্দরমহলে আইপ্যাকের বিষ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'স্ট্রিট ফাইটার' বলেছেন শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপির রাজ্য সভাপতি যে ভুল বলেননি সেকথা সব রাজনৈতিক দলের নেতারা ভালোই জানেন। রাজপথের ধুলোবালি মেখে মমতার রাজনৈতিক লড়াইয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা এক মহীরুহ'র নাম তৃণমূল কংগ্রেস।

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম থেকে রাইটার্স-মাটি কামড়ে পড়ে থাকার যে জেদ মমতা দেখিয়েছিলেন, যে রাজনৈতিক আবেগ তৈরি করেছিলেন, তার ওপর যান্ত্রিক কর্পোরেট সংস্কৃতির ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট জমানার শেষ লগ্নে সবপক্ষ এক হয়ে রাজ্যকে লাল পতাকার শাসনমুক্ত করতে রাস্তায় নেমেছিল। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র বিকল্প হিসাবে উঠে এসেছিল মমতার লড়াকু ক্যারিশমার জেরেই। বর্তমানে সেই তৃণমূলের নীতি নির্ধারণ করছে ল্যাপটপে-বন্দি কিছু তরুণ-তরুণীর 'অ্যালগরিদম'। এখন বকলমে মমতার স্নেহে ও শ্রমে পুষ্ট তৃণমূলের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছে 'আইপ্যাক' নামক একটি পেশাদার সংস্থা। একদা যে দলের চালিকাশক্তি ছিলেন একদম নীচু স্তরের পোড়খাওয়া নেতা-কর্মীরা, আজ সেই দলেই তাঁদের মতামত, ভাবনা ব্রাত্য। পেশাদার পরামর্শদাতা আর জনবিচ্ছিন্ন ম্যানেজমেন্ট গ্র্যাজুয়েটদের দাপটে পুরোনো কর্মীরা আজ অভিমানী পথচারী।

আইপ্যাক যখন থেকে তৃণমূলের অন্তরাত্মায় প্রবেশ করেছে, তখন থেকেই গণ্ডগোলের শুরু। ঝাঁ চকচকে প্রচার, ছবি, ড্রোন, ক্যামেরার আড়ালে চাপা পড়েছে লক্ষ সমর্থকের অনুভূতি। রাজনীতির আঙিনায় কর্পোরেট ছোঁয়া নতুন কিছু নয়, কিন্তু যখন রণকৌশল নির্ধারণের ভার জননেতাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কোট-প্যান্ট পরা আধুনিক কর্মীদের দেওয়া হয়, তখন সংঘাত অনিবার্য। আইপ্যাক যখন তৃণমূলের দায়িত্ব নিল, তারা স্লোগান দিল 'দিদিকে বলো'। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর এই চটকদার উপায়টি আপাতভাবে সফল হলেও, এটি আসলে স্থানীয় নেতৃত্বের গুরুত্বকে খর্ব করার এক পরিকল্পিত নীল নকশা ছিল।

এরপর দশের পাতায়

রাজনীতির সুতোয় ঝুলে রবির কেরিয়ার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : সবরকম চেষ্টা করেও পুরসভার চেয়ারম্যানের চেয়ার ধরে রাখতে পারলেন না রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে প্রথম দিন থেকে যে কয়েকজন নেতা উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের ভিত শক্ত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। দীর্ঘ সময় জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলানো, মন্ত্রিত্ব, রাজ্য কমিটিতে ঠাঁই পাওয়া এবং পরবর্তীকালে পুরসভার চেয়ারম্যান- পদপ্রাপ্তির ঝুলিতে খামতি ছিল না কোনওদিন। রবীন্দ্রনাথ যেমন দলের জন্য অনেক করেছেন, তেমনি দলও তাঁকে কখনও নিরাশ করেনি। কিন্তু ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে রবীন্দ্রনাথের মাথার ওপর থেকে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানের ছাতাটি সরিয়ে নেওয়া এক অন্য রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এরপর দলে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান কী হবে তা-ই এখন রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ- সকলের চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। তাঁর স্পষ্টকথা, 'আমি দলের অনুগত সৈনিক। দল যখন যা নির্দেশ দিয়েছে সেই নির্দেশ মেনে কাজ করেছি। আপাতত কোচবিহার জেলার ন'টি বিধানসভা আসনের ন'টিতেই জয়লাভ করাই আমার মূল লক্ষ্য।' জেলা তৃণমূল নেতাদের অনেকেই বলছেন, ক'দিন আগেই দলের জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বিশেষ সুবিধা করতে না পারায় আপাতত এর বাইরে কিছু বলার উপায় নেই প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর।

এরপর দশের পাতায়

- নাটাবাড়ির হারানো জমি পুনরুদ্ধারে দল রবিকে প্রার্থী করতে পারে
- করলে তা তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য লড়াই হয়ে উঠবে
- যদি তিনি ফের পরাজিত হন, তবে তাঁর কেরিয়ারে কার্যত যবনিকা পড়ে যাবে

বাগান-জটে ডুয়ার্সে বিপাকে দুই ফুলই

এই মুহূর্তে চা বলয়ের কোর এলাকা হিসেবে পরিচিত বানারহাট ও নাগরাকাটা মিলিয়ে বন্ধ-অচল বাগানের সংখ্যা ৭। যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে অন্তত ৭ হাজার শ্রমিকের ওপর।

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১১ জানুয়ারি : বন্ধ-অচল বাগানের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে ডুয়ার্সে। এই মুহূর্তে চা বলয়ের কোর এলাকা হিসেবে পরিচিত বানারহাট ও নাগরাকাটা মিলিয়ে ওই ধরনের বাগানের সংখ্যা ৭। যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে অন্তত ৭ হাজার শ্রমিকের ওপর। এদিকে, ভোটের আগে বন্ধ-অচল বাগান নিয়ে রাজনৈতিক তর্জাও ক্রমশ তুঙ্গে উঠতে শুরু করেছে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে। ঘুম ছুটেছে দুই ফুলের শ্রমিক নেতাদেরই। ভোটের মুখে এসব বন্ধ বাগানে প্রচারে গিয়ে কী বলবেন তাঁরা?

অঘোষিত বন্ধ বামনডাঙ্গা-টঙ্গু চা বাগান।

যে ৭টি বাগান বন্ধ বা অচল, এর মধ্যে খালি বানারহাট ব্লকেই রয়েছে ৬টি। সেগুলি হল চামুর্চি, আমবাড়ি, মোগলকাটা, রেডব্যাংক, সুরেন্দ্রনগর ও দেবপাড়া। ধুঁকে ধুঁকে চলছে বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগান। অন্যদিকে, নাগরাকাটায় ৫ অক্টোবরের প্লাবনের পর থেকে অচল হয়ে পড়ে রয়েছে বামনডাঙ্গা-টঙ্গু। ওইসব বাগানের অভাব-অনটনে জেরবার হওয়া শ্রমিকরা কখনও বিডিও অফিসে এসে ধর্না দিচ্ছেন। আবার কখনও বাগানেই জড়ো হয়ে ক্ষোভ দেখাচ্ছেন। যদিও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। শ্রম দপ্তর একের পর এক বৈঠক ডাকলেও সুরাহা কিছু হয়নি।

বন্ধ ও অচল বাগানের এই ইস্যু যে ভোটের আগে বিষফোড়া হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা বিলক্ষণ বুঝছেন ঘাসফুল ও পদ্ম শিবিরের নেতারা। শ্রমিকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হলেও কেউ কোনও জুতসই জবাব দিতে পারছেন না। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি তোবারক আলি বলেন, 'দুশ্চিন্তার কারণ তো আছেই। তবে আমাদের শীর্ষ নেতৃত্ব কিছু করছে না, এমন কথা ঠিক নয়। এই ধরনের বাগানগুলি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট নেতৃত্ব চেয়ে পাঠিয়েছে। তা আমরা দিয়েছি। আশা করছি দ্রুত সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসবে।'

আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ ও ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। বলছেন, 'বামফ্রন্ট বাগানগুলি শেষ করেছিল। তৃণমূল কফিনে শেষ পেরেক পুঁতছে। এসব দেখে আমরা বসে থাকব, তা কখনও হয় না। আগামী ১৯ বা ২০ জানুয়ারি জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের কার্যালয়ে বন্ধ বাগান খোলানোর দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ হবে।'

অন্যদিকে চা শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা ও সিটু-র রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন,

এরপর দশের পাতায়

প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব উত্তরে

দ্রুতগতির ট্র্যাক নিয়ে সংশয়

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : বন্দে ভারত স্লিপার বা অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ছুটতে পারে ঘণ্টায় অন্তত ১৬০ কিলোমিটার গতিবেগে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ট্রেনগুলিকে দ্রুতগামী বা সেমি হাইস্পিড করে তুলেছে। তবে উত্তরবঙ্গে যে ট্র্যাক রয়েছে, তাতে ১১০-১৩০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে ট্রেন চালানো অসম্ভব। ফলে বন্দে ভারত স্লিপারের মতো আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাযুক্ত সেমি হাইস্পিড ট্রেনের পরিষেবা চালু হলেও, গতিতে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে এখানকার রেল ট্র্যাক। তবে এখন বড় বাধা অতিরিক্ত স্টপ। এধরনের ট্রেনের ক্ষেত্রে যাত্রাপথে দু-তিনটার বেশি স্টপ থাকার কথা নয়। কিন্তু কামাখ্যা এবং হাওড়ার মাঝে বন্দে ভারত স্লিপারের ১৩টি স্টপ রয়েছে। যে কারণে অনেকেই 'বন্দে ভারত লোকাল' বলে কটাক্ষ করছেন। রেল সূত্রে খবর, ৯৬৬ কিলোমিটার যাত্রাপথে (কামাখ্যা-হাওড়া) বন্দে ভারত স্লিপারের গড় গতি থাকবে ঘণ্টায় ৬৬.৬২ কিলোমিটার।

উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে একের পর এক অত্যাধুনিক ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক। যে কারণে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এলাকায় ট্র্যাকের পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। বর্তমানে এখানে যে রেললাইন বা ট্র্যাক রয়েছে, তাতে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন ছুটতে পারে। জায়গা বিশেষে অবশ্য গতি ১৩০ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সবমিলিয়ে প্রায় সাতশো কিলোমিটার রেললাইনে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলতে পারে। তবে জঙ্গল রুটে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার জন্য অবশ্য গতির বিধিনিষেধ রয়েছে।

বন্দে ভারত স্লিপার, অমৃত ভারত এক্সপেস সহ ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় ট্র্যাক পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছে রেল। অন্তত ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার গতিতে যাতে ট্রেন ছুটতে পারে, সেই কাজ শুরু হয়েছে। দ্রুতগতির ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে ট্র্যাক সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, একই ট্র্যাকে একাধিক ট্রেন না চালানো, সাধারণ মানুষের রেললাইন ধরে চলা বা পারাপার বন্ধ করা, গবাদিপশু বা যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। যদিও বর্তমানে যে ট্রেন তৈরি করা হচ্ছে, তাতে কবচ থাকছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্যই বন্দে ভারত স্লিপারের গতি ক্ষমতা ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বলছেন, 'এখন থেকে দ্রুতগতির অত্যাধুনিক একাধিক ট্রেনের পরিষেবা পাবেন যাত্রীরা। এখন অবশ্য ট্রেনগুলি প্রয়োজন ভিত্তিক ঘণ্টায় ১১০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারবে।'

রেল সূত্রে খবর, অত্যাধুনিক দ্রুতগতির ট্রেন চলাচলের কথা মাথায় রেখে ধাপে ধাপে রেল ট্র্যাকের উন্নয়ন ও সুরক্ষার কাজ শুরু করা হয়েছে। কয়েকটি পর্যায়ে এই কাজ করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে ট্রেনগুলি ঘণ্টায় যাতে ১৪০-১৫০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক রেলকর্তার বক্তব্য, 'দ্রুতগতির ট্রেন চালানোর জন্য উন্নত ট্র্যাক বসানোর কাজ চলছে। তৃতীয় ও চতুর্থ রেল ট্র্যাক তৈরি হলে ট্রেনের সংখ্যা যেমন বাড়বে, তেমনই বৃদ্ধি পাবে গতি।'

১৭ জানুয়ারি ছয়টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করবেন তিনি। যার মধ্যে দুটি অমৃত ভারত চলবে আলিপুরদুয়ার থেকে। বাকিগুলির মধ্যে দুটি নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, একটি রাধিকাপুর ও অন্যটি বালুরঘাট থেকে চলবে। ১৮ জানুয়ারি গুয়াহাটি থেকে আরও দুটি অমৃত ভারতকে সবুজ পতাকা দেখানোর কথা রয়েছে।

- বন্দে ভারত স্লিপার বা অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ছুটতে পারে ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার গতিবেগে
- উত্তরবঙ্গের ট্র্যাকে ঘণ্টায় ১১০ থেকে ১৩০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে ট্রেন চালানো অসম্ভব
- ট্রেনগুলিকে ঘণ্টায় ১৪০-১৫০ কিলোমিটার গতিতে চালানোর পরিকল্পনায় পরিবর্তিত হচ্ছে ট্র্যাক

> **উন্নত ট্র্যাক বসানোর কাজ চলছে। তৃতীয় ও চতুর্থ রেল ট্র্যাক তৈরি হলে ট্রেনের সংখ্যা যেমন বাড়বে, তেমনই বৃদ্ধি পাবে গতি।**
>
> -আশিফ আলি সিনিয়ার ডিসিএম, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

সৌন্দর্যায়নে বসছে ফাইবারের চৈতন্য মূর্তি। স্টেশন সংলগ্ন পার্কে। রবিবার।

উদ্বোধনের প্রস্তুতি

মালদা স্টেশনে চৈতন্যের ছোঁয়া

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১১ জানুয়ারি : হাতে আর মাত্র পাঁচদিন। আগামী ১৭ জানুয়ারি মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সফরের প্রাক্কালে নতুন রূপে সেজে উঠছে মালদা টাউন স্টেশন চত্বর। রাতদিন চলছে কাজ। এই মুহূর্তে মালদা টাউন স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার কাজও চলছে জোরকদমে। স্টেশনে প্রবেশের মুখে রয়েছে একটি বিশাল পার্ক। এই পার্কেই বসছে ফাইবারের তৈরি চৈতন্যের মূর্তি। এছাড়াও বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া আর নানা ধরনের মূর্তিতে পার্কটি সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এদিকে রবিবার রাতে টাউন স্টেশন চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, গোটা এলাকার রাস্তায় নতুন করে পিচের প্রলেপ পড়ছে। এছাড়া পুরো এলাকা আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে। পার্কের কাজ শেষ করতেও ব্যস্ত কয়েকজন শ্রমিক।

মালদা টাউন স্টেশনের ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখা গেল, সেখানেও কাজ চলছে। দুই প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে বেশ কিছু জায়গায় টাইলস পালটানো হচ্ছে। কোথাও পড়ছে রংয়ের প্রলেপ। আর সেখানে দাঁড়িয়েই কাজকর্ম তদারকি করছেন রেলকর্তারা। পাশাপাশি জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে মালদায় পৌঁছে যাবে স্লিপার বন্দে ভারতের দুটি রেক। সেগুলি ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে। তাই ১৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি এই দুই প্ল্যাটফর্ম থেকে কোনও ট্রেন চলাচল করবে না। রবিবার পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক রসরাজ মাজি বলেছেন, 'ইতিমধ্যে কাটিহার থেকে স্লিপার বন্দে ভারত মালদার দিকে আসতে শুরু করেছে। এলেই আমরা জানিয়ে দেব। আগামী ১৭ জানুয়ারি স্লিপার বন্দে ভারতের উদ্বোধন। আর তার আগেরদিনই অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি মালদায় এসে পৌঁছাবেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো।'

রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়াগামী কাটিহার এক্সপ্রেস ধরতে এসেছিলেন মালদা শহরের মকদুমপুরের বাসিন্দা সুজিত দাস ও তাঁর পরিবার। সুজিত পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে চৈতন্য দেবের মূর্তির ছবি তুলছিলেন। প্রশ্ন করতেই বললেন, 'চৈতন্য দেবের মূর্তি অনেক আগেই বসানো উচিত ছিল। শান্তিনিকেতন বলুন কিংবা কালীঘাট স্টেশন, সব জায়গাতেই সেই এলাকার বিশেষত্ব নিয়ে ছবি আঁকা রয়েছে বা মূর্তি রয়েছে। কিন্তু মালদায় এতদিন তা ছিল না। চৈতন্য দেবের পদার্পণে আমাদের জেলা সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাই এই মূর্তি এখানে বসানো অত্যন্ত বাস্তবসম্মত।' অন্যদিকে স্টেশনে আসা অপর এক যাত্রী প্রসেনজিৎ কর্মকারের আবার মন্তব্য, 'শুনেছি প্রধানমন্ত্রী স্টেশনে আসবেন। তাই এত সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। চৈতন্য দেবের মূর্তি বসেছে দেখলাম। কিন্তু তার সঙ্গে টেরাকোটার মূর্তি কেন বসছে? বেশি ভালো হত, যদি দেখতাম মালদার গম্ভীরার মুখোশ দিয়ে স্টেশন সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। গম্ভীরাকে আমজনতার সামনে তুলে আনার এটাই বড় সুযোগ ছিল।'

অ্যাফিডেভিট

আমি শুক্লা লাহিড়ী, স্বামী অলোক লাহিড়ী, C/o-অমিত চক্রবর্তী, পাটাকুড়া কালীবাড়ি, ওয়ার্ড নং-১৮, থানা-কোতয়ালী, পো+জেলা-কোচবিহার-৭৩৬১০১, গত ০৯/০১/২৬-এ J.M. 1st class সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে অনিন্দিতা লাহিড়ী ওরফে শুক্লা ব্যানার্জী-এর বদলে সর্বত্র শুক্লা লাহিড়ী নামে পরিচিত হলাম। শুক্লা লাহিড়ী ও শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে অনিন্দিতা লাহিড়ী ওরফে শুক্লা ব্যানার্জী-সকলেই একই ব্যক্তি।

•

আমি SRI BABUL DAS পিতা সুধাংশু দাস বেংকান্দি, ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি গত 23.6.2015 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 14860] বলে BABUL DAS ও MANA DAS একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

•

আমি MD ISLAM HOQUE, D.O.B-15/09/1972 S/o Samtul SK, Vill+P.O-Bamangram, P.S-Kaliachak, Dist-Malda, Pin-732206 আমার একটি Electrick Board Paper, No-20201710402380, আমার নাম ISLAM HOQUE S/o Mr Samtul SK, D.O.B-07/03/1965 থাকায় ও আর একটি Electrick Board Paper No-20201710204261, আমার নাম MD ISLAM HOQUE, S/o Md Samtul Shaike, D.O.B-07/03/1965 থাকায় গত 10/12/2025-এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম MD ISLAM HOQUE, S/o Samtul SK ও D.O.B-15/09/1972 করা হলো। (C/119973)

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafide contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/19/2025-2026. Dt. 10.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

বিক্রয়

Hakimpara, Santi More, self owned house 2nd floor & 3rd floor for sale with roof right & garage 43 lakhs/floor (negotiable). (M) 8588808191

কর্মখালি

রেস্টুরেন্টের বাসন-ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। বেতন-১০০০০/-+থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা: শিলিগুড়ি। ফো.9832206061

হারানো প্রাপ্তি

অর্পিতা দেবনাথ, আমার OBC Card No-WB2001OBC 201800409 হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে 7074142212 নম্বরে যোগাযোগ করুন। (P/S)

LABOUR FOR BAKERY

Bakery manufacturing Company, NEEDS LABOUR for its Siliguri unit. Salary Rs.14,000/month. Contact: 9593739822, 9641732263.

অ্যাফিডেভিট

আমি SIMA SAHA- আমার সঠিক D.O.B. 6/3/1983 আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে ভুলবশত D.O.B. 6/3/1989 থাকায় গত ইংরেজি 09/1/2026 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. 1st class কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার সঠিক D.O.B. 06/3/1983 বলে বিবেচিত হইল। নেতাজী পাড়া, ওয়ার্ড নং-14 ধূপগুড়ি। (A/B)

•

আমি নুরুল ইসলাম মণ্ডল, পিতা মৃত সুকুর আলি মণ্ডল, গ্রাম-দামোদরপুর, পোঃ গোবিন্দপুর, থানা-কুমারগঞ্জ, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর। আধার কার্ডে নাম রয়েছে নুরুল ইসলাম মণ্ডল। কিন্তু মোহনা গ্রাম পঞ্চায়েতের খাজনা (TAX) পরিশোধের রশিদে ও ২০০২ সালের কুমারগঞ্জ বিধানসভার ভোটার তালিকায় (পার্ট নং-১৬৪, ক্রমিক নং-৬১৩) আমার নাম রয়েছে নুর মোহাম্মদ মণ্ডল এবং আমার স্ত্রীর নাম রয়েছে ছবেদা বিবি (ক্রমিক নং-৬১৪)। আমার ভোটার কার্ড নং IUS2099380 এর স্থলে পুরানো এপিক কার্ডে নং-রয়েছে WB/06/037/489268। এমতাবস্থায় বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (1st Class) এর অ্যাফিডেভিট বলে গত 22.12.2025 নুরুল ইসলাম মণ্ডল ও নুর মোহাম্মদ মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে আমি নুর মোহাম্মদ মণ্ডলের জায়াগয় আমার প্রকৃত নাম নুর ইসলাম মণ্ডল সর্বত্র ব্যবহার করতে চাই।

বিকশিত ভারতে মালদার সামরিন

মালদা, ১১ জানুয়ারি : বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার ডায়ালগে সুযোগ পেয়ে নজির গড়লেন মালদা কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী সামরিন। প্রথমে কলেজ স্তর, তারপর জোন এবং পরবর্তীতে জাতীয় স্তরে ভালো ফল করার সুবাদে এই সুযোগ। মালদা কলেজ সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সমস্ত বিভাগে ভালো ফল করার সুবাদেই সামরিন গড়তে পেরেছেন নজির। মালদা কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য বলেন, 'সামরিন এনএসএস ইউনিটের ছাত্রী। নিজের প্রতিভাকে তুলে ধরে এবার প্রধানমন্ত্রীর সামনে নিজের বক্তব্য তুলে ধরবে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দিল্লিতে ১০ জানুয়ারি শুরু হওয়া বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার ডায়ালগ শেষ হচ্ছে ১২ জানুয়ারি। আগামীতে বিকশিত ভারতের অধীনে কী হতে পারে দেশের নীতি, বিকশিত ভারতে যুবসমাজ বা পড়ুয়াদের ভূমিকা কী হবে, সেই সংক্রান্ত মতামত রাখবেন এখানে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়ারা। সামরিন তাঁর বক্তব্য রাখবেন বিকশিত ভারতে দেশের যুব ও মেয়েদের ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে। টেলিফোনে সামরিন বলেন, 'এই সুযোগ পেয়ে আমি খুশি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করেছে।'

বালুরঘাট শহরে ৩৬তম ফুলমেলার শেষ দিনে ছবি বন্দিতে ব্যস্ত খুদে। রবিবার। -মাজিদুর সরদার।

প্রতিদ্বন্দ্বীর লাশ দেখতে এল দাঁতাল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১১ জানুয়ারি : যেন মেরেও শান্তি নেই!

এক রাত আগেই প্রেমের পথ থেকে কাঁটা উপড়ে ফেলেছিল সুলকাপাড়ার 'মস্তান'। এরপর সঙ্গিনী সহ গা-ঢাকা দেয় সে। তবে 'জব পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া?' লুকিয়ে থাকা যে তার স্বভাব নয়, তাই স্পষ্ট করে এলাকায় ফিরল প্রেমিক দাঁতাল। ফেরা মানে শুধু ফেরা নয়। রীতিমতো এলাকায় রেইকি করে, ঢুঁ মেরে গিয়েছে আগের রাতের অকুস্থলে। চাক্ষুষ করে গিয়েছে সাফাঝোরার জলাশয়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীর লাশ। বনকর্মীরা জানাচ্ছেন, শুধু রাতে নয়। রবিবার সকালেও ওই দাঁতালকে দেখা গিয়েছে সুলকাপাড়া লাগোয়া খেরকাটার জঙ্গলে। এমনকি, খেরকাটা গ্রামের রাস্তাও পার হয়েছে সে।

সুলকাপাড়ার জঙ্গলে সৎকার করা হচ্ছে মৃত মাকনার দেহ। রবিবার।

এদিকে রবিবার ময়নাতদন্তের পর মৃত মাকনা হাতির দেহ সৎকারের কাজ শুরু করেছে বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জ। বিশাল বড় গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরে দাহ করা হচ্ছে প্রয়াত প্রেমিক গজরাজের দেহ। অন্ত্যেষ্টি শেষ হতে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগবে বলে বনকর্তারা জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমেছেন বন আধিকারিকরা। খেরকাটার জঙ্গলে একপাল হাতি এখন ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে বলে খবর। তবে দাঁতালটি সেই পালের সদস্য কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় বন দপ্তর।

হস্তী বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ময়নাতদন্তে মৃত মাকনার সারা দেহে অসংখ্য দাঁত দিয়ে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের অনুমান, ঘাতক হাতিটি দাঁত দিয়েই হামলা চালিয়েছিল। তবে সম্ভবত মাকনা হাতি তার দাঁতের নাগাল পায়নি। আর সেটাই কাল হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য। ওই আঘাতের ফলেই মৃত্যু হয় মাকনার। এদিকে বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন, সঙ্গিনী দখলে হাতির লড়াই মোটেই নতুন ঘটনা নয়। এমনকি, রবিবার খুনে দাঁতালের এলাকায় ফেরাও যথেষ্ট স্বাভাবিক বলে দাবি তাঁদের। একবার জয়ী হলে এভাবেই গর্ব জাহির করে জঙ্গলের বাসিন্দারা। তবে সাধারণত, হার অবশ্যম্ভাবী বুঝলে রণে ভঙ্গ দিয়ে এলাকা ছাড়ে দুর্বল বুনো। কেন এক্ষেত্রে আহত মাকনা পালাল না? কেন শেষ পর্যন্ত লড়াই করে মারা গেল সে? এইসব প্রশ্নই এখন ভাবাচ্ছে প্রাণীবিদদের।

ধৃত ২

মালদা, ১১ জানুয়ারি : ইংরেজবাজারের পিয়াসবাড়ি এলাকার একটি বাড়িতে হানা দিয়ে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৪২৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও নগদ ২ লক্ষ টাকা।

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafide contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/18/2025-2026. Dt. 10.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25

ENIT NO. & ID
WBMAD/DHUPGURI/61/2025-26 (3rd Call)
2026_MAD_5007557_1
WBMAD/DHUPGURI/68/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007579_1
2026_MAD_5007579_2
WBMAD/DHUPGURI/83/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007588_1
WBMAD/DHUPGURI/85/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007592_1
2026_MAD_5007592_2
WBMAD/DHUPGURI/86/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007659_1
WBMAD/DHUPGURI/89/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007667_1

Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক সমস্যায় জেরবার হওয়ার সম্ভাবনা। লটারিতে আজ অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বৃষ : আর্থিক উন্নতির সঙ্গে বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবনাও বাড়বে। সর্দি, কাশি ও বাতের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। ধর্মচর্চায় মানসিক চাপ কমবে। মিথুন : সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। কর্কট : সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির খবরে নিশ্চিন্ত হবেন। অফিসকর্মীদের পদোন্নতির খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। সিংহ : আপনার উদ্ধত আচরণের কারণে বাড়িতে অশান্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। চটজলদি সিদ্ধান্তের কারণে আর্থিক ক্ষতি। কন্যা : অলসতার কারণে আজ বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। কথাবার্তায় সংযমের অভাবে কর্মক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তুলা : স্ত্রীর উপস্থিতবুদ্ধির বলে আজ বড় সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বৃশ্চিক : বিদেশি কোনও কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। জনকল্যাণমূলক কাজে সামাজিক সম্মান প্রতিপত্তি বাড়বে। ধনু : বাড়ি সংস্কার নিয়ে আর্থিক চিন্তায় মানসিক চাপ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সমধুর ব্যবহারের কারণে পদোন্নতির সম্ভাবনা। মকর : কুচক্রী আত্মীয়ের কারণে সমসারে ঝামেলা লেগে থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা আজ দারুণ খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : বেফাঁস কথাবার্তায় বন্ধুমহলে অসম্মানিত হওয়ার সম্ভাবনা। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। মীন : আজ একাধিক সূত্রে অর্থলাভের সম্ভাবনা। পুরোনো কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় ভালো চাকরিপ্রাপ্তির যোগ। প্রেমে মান-অভিমান থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২২ পৌষ, ১২ জানুয়ারি, ২০২৬, ২৭ পুহ, সংবৎ ৯ মাঘ বদি, ২২ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৬। সোমবার, নবমী দিবা ২।১৭ স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ১০।৫৩ ধৃতিযোগ রাত্রি ৮।২৩। গরকরণ দিবা ২।১৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৩।১৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১০।৫৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-দোষ নাই, রাত্রি ১০।৫৩ গতে দ্বিপদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, দিবা ২।১৭ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৪৫ গতে ৯।৬ মধ্যে ও ২।২৬ গতে ৩।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৬ গতে ১১।৪৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ২।১৭ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।২৩ গতে পুনর্যাত্রা নেই। শুভকর্ম-দিবা ২।১৭ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ ধান্যবৃদ্ধিদান বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও দশমীর সপিণ্ডন। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবস। মাস্টারদা সূর্য সেনের প্রয়াণ দিবস। শিক্ষাবিদ ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রয়াণ দিবস। জাতীয় যুব দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ১১।২৪ গতে ২।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা, ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ সকাল সন্ধ্যা, দুপুর ১.০০ হাঙ্গামা, বিকেল ৪.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধে ৭.৩০ রাখী পূর্ণিমা, রাত ১০.৩০ কেলোর কীর্তি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ ত্যাগ, দুপুর ১.০০ ফাইটার : মারবো নয় মরবো, বিকেল ৪.০০ বাদশা : দ্য কিং, সন্ধে ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ রাখে হরি মারে কে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কোমল গান্ধার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাজু আঙ্কল
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৩০ অহংকার, দুপুর ২.১০ মেহরবাঁ, বিকেল ৫.০৪ ইজ্জত কি রোটি, সন্ধে ৭.৫০ বীরগতি, রাত ১১.১৬ জুনুন
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.২৪ লক্ষ্মী, দুপুর ১.৪৮ হাউসফুল-ফাইভ, বিকেল ৫.০০ মাওয়ালিরাজ, সন্ধে ৭.৫০ হাউসফুল-ফোর, রাত ১০.৩৬ পাওয়ার আনলিমিটেড-টু
স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১.১২ স্ত্রী, বিকেল ৪.০৫ লাইগার
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.৩১ হেলিকপ্টার ইলা, দুপুর ১.৩৪ যুগ যুগ জিও, বিকেল ৩.৫৮ মাউলি, সন্ধে ৬.০০ টিসুম, ৭.৫৯ ভুজ, রাত ৯.৪৯ মস্তি

রাখী পূর্ণিমা সন্ধে ৭.৩০ জলসা মুভিজ

পৌষ-পার্বণ পর্ব

পাভলোভা চিকেন পিঠে এবং পীচ সুন্দরী তৈরি শেখাবেন রাত্রী রায়। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

জি সিনেমা : দুপুর ১২.২৯ মিস্টার জু কিপার, ২.৩০ বেবি জন, বিকেল ৪.৪৩ সূরয়া দ্য সোলজার, সন্ধে ৭.৫৯ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৪৫ দবং-থ্রি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৫৬ কচ্চে ধাগে, দুপুর ১২.৫৪ সপনে সজন কে, বিকেল ৪.০১ ঘরওয়ালি বাহারওয়ালি, সন্ধে ৬.৫০ বেটা, রাত ১০.০৫ জুড়ওয়া

মাউলি বিকেল ৩.৫৮ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আপন ছন্দে হবে ডুয়ার্স দিবস

নাগরাকাটা, ১১ জানুয়ারি : বড়সড়ো ম্যারাপ নয়। থাকবে না মঞ্চ আলো করা জমকালো শিল্পীদের সমাহার। যেভাবে জিতিয়া-করম-ফুলপাতি-সরস্বতী বা লক্ষ্মীপুজো হয় সেভাবেই কোনও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই এবছরও উদযাপিত হতে চলেছে ডুয়ার্স দিবস। ১৪ জানুয়ারি ১৫ বছরে পা দিতে চলেছে এই আঞ্চলিক উৎসব। ২০০৬-২০১০ নাগাদ বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ও জাতিসত্তার আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ডুয়ার্সের শীতল পরিবেশ। বিশেষত ২০১০ সালে অব্যবস্থা চরমে ওঠে। ঘনঘন বনধ, পথ অবরোধ, অগ্নিসংযোগ, উগ্র মিছিল, পুলিশের গুলি- এসবের ফলে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। নাভিশ্বাস ওঠে স্থানীয়দের। সেসময় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত থাকা বেশ কয়েকজন মানুষ এগিয়ে আসেন। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয় ডুয়ার্সের শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজসচেতন ব্যক্তিত্ব, ক্লাব, গণসংগঠন, সামাজিক সংগঠন ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। পারস্পরিক হানাহানি ভুলে ডুয়ার্সের শান্তি, প্রগতি ও উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে একটি দিন পালনের ডাক দেওয়া হয়। ২০১১ সালের ১৪ জানুয়ারি থেকে প্রত্যেক বছর ডুয়ার্সজুড়ে পালিত হচ্ছে ডুয়ার্স দিবস। এবারও পূর্বের সংকোশ থেকে পশ্চিম ডুয়ার্সের শেষ সীমানা সংকোশ পর্যন্ত সর্বত্রই দিনটি পালনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত পালিত হবে আলোক উৎসব। মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরদোয়ারা, বৌদ্ধ মন্দির, বাড়ি, অফিস, দোকানঘর, ক্লাব এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেদিন প্রদীপ, মোমবাতি বা বৈদ্যুতিক বাহারি আলো জ্বলে উঠবে।

কোথাও হবে একদিনের ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল প্রতিযোগিতা। কোথাও আবার মহিলাদের জন্য লুডো প্রতিযোগিতা, পরিবেশ সচেতনতামূলক পদযাত্রা, নেশাবিরোধী পথসভার আয়োজন করা হয়েছে। ডুয়ার্সের উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা সভা, রক্তদান শিবির, শীতের সন্ধ্যায় পাড়া-মহল্লা মজবে খিচুড়ি পিকনিকের আসরে। ডুয়ার্স দিবস উদযাপন কমিটির প্রকল্প সমন্বায়ক ডাঃ পার্থপ্রতিম বলেন, 'এককথায়, যে যেভাবে পারবে সেভাবেই দিনটিকে পালন করবে। ধরাবাঁধা কোনও নিয়ম কোনওকালে ছিল না। এবারও নেই।'

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

ধূপগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : ফের ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘটল। মৃতের নাম সুমন রায় (১৮)। শনিবার একটি বহুতল থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার খবর পেয়ে ধূপগুড়ি ব্লকের কুশমারি এলাকার বাড়িতে পরিবারের লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

পরিবার সূত্রে খবর, এখানে কৃষিজমি নেই। কাজেরও অভাব রয়েছে। আড়াই মাস আগে সুমন রাজস্থানে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজে যোগ দেন। তাঁর দাদা পলাশ রায়ও সেখানে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কর্মরত। মৃতের দাদু লক্ষ্যমোহন রায় বলেন, 'জামাই ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিল। তার সঙ্গে দুই ছেলেকেও নিয়ে যায়। অভাবের সংসার, তাই সংসারের হাল ধরতে দুই নাতি ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিল। শনিবার সুমন বহুতলের ছাদ থেকে পড়ে যায়। এরপর পলাশ ফোন করে আমাদের মৃত্যুর খবর জানায়।' এদিকে ডাউকিমারি ফাঁড়ির পুলিশ বিষয়টি নিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে খোঁজখবর শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের পর দেহ বাড়ি ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

জলপাইগুড়ির চা বাগানগুলিতে চিতাবাঘের উপদ্রব ক্রমাগত বাড়ছে। খাঁচাবন্দি চিতাবাঘের আচরণ বুঝতে জলপাইগুড়ি বন দপ্তর শরণাপন্ন হয়েছে পশু চিকিৎসকদের। তাঁরা রিপোর্ট পাঠাবেন বন দপ্তরকে, সেইমতো করা হবে পদক্ষেপ।

খুটাবাড়ি থেকে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। রবিবার সকালে।

খাঁচাবন্দি আরেক চিতাবাঘ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১১ জানুয়ারি : খাঁচাবন্দি হল আরেকটি চিতাবাঘ। এবারের ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। এই নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে ওই বাগান থেকে পরপর তিনটি চিতাবাঘকে ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচাবন্দি করা হল। এর আগের দুটি ধরা পড়ে চলতি মাসের পাঁচ এবং নয় তারিখে। এবারের বুনোটি খাঁচাবন্দি হয় আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটাবাড়ি থেকে। গত বছরের ২৭ অগাস্ট ওই গ্রাম থেকেই মহম্মদ করিমুল হক নামে এক নাবালককে একটি চিতাবাঘ বাড়ির উঠোন থেকে টুটি চেপে মুখে করে তুলে নিয়ে যায়। পরে লাগোয়া বেগুন গাছের ঝোপ থেকে শিশুটির খোবলানো দেহ উদ্ধার হয়।

সেই করিমুলের বাড়ির পেছনে মাস দেড়েক আগে বন দপ্তরের তরফে খাঁচা পাতা হয়েছিল। শনিবার রাতে সেখানে একটি চিতাবাঘ ধরা পড়ে। বন দপ্তরের বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'পূর্ণবয়স্ক মর্দা চিতাবাঘটিকেও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ফের ওই এলাকায় খাঁচা পাতা হচ্ছে।'

স্থানীয়রা এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চিতাবাঘের তর্জন-গর্জন শুনতে পান। সত্যি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে কি না, দেখতে ঘটনাস্থলে ভিড় জমান সকলে। তাঁরা এরপর খবর দেন বন দপ্তরের বিন্নাগুড়ি রেঞ্জে। বনকর্মীরা এসে খাঁচা সহ চিতাবাঘটিকে নিয়ে যান। একটি চিতাবাঘ ধরা পড়লেও সম্পূর্ণ স্বস্তিতে নেই এলাকাবাসী। তাঁদের মধ্যে একজন পিন্টু বড়াইক

নাগরাকাটা

বলেন, 'বাগানে আরও অনেক চিতাবাঘ রয়েছে। মাঝেমধ্যেই সেগুলোর লোকালয়ে আনাগোনা টের পাই আমরা।' বন দপ্তর বাকি চিতাবাঘগুলিকেও ধরার ব্যবস্থা করুক, এমনটাই চাইছেন এলাকাবাসী। চলতি সপ্তাহে আগের দুটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয় কলাবাড়ির বাঁধ লাইন থেকে। ১৭ ডিসেম্বর সেখান থেকে প্রতীকা কুজুর নামে একটি শিশুকে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। যদিও অন্যরা দেখে ফেলায় বরাতজোরে সে প্রাণে রক্ষা পায়। চিতাবাঘের মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠা ওই বাগানটি থেকে জুন মাসের পর থেকে এখনও পর্যন্ত আটটি বুনো ধরা পড়ল।

বুনোর আচরণ বুঝতে বোর্ড

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : ডুয়ার্সের বানারহাট, নাগরাকাটার চা বাগান ও বনবস্তি থেকে একের পর এক চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে। এবার খাঁচাবন্দি চিতাবাঘদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ মেডিকেল বোর্ড গঠন করল। যেসব এলাকায় চিতাবাঘ শিশুদের মুখে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘের আচরণে পরিবর্তন হয়েছে কি না তা পরখ করতেই এই মেডিকেল বোর্ড গঠিত হয়েছে। চিতাবাঘের আচরণে পরিবর্তনের দিকগুলি পশু চিকিৎসকেরা পর্যবেক্ষণ করে বন্যপ্রাণ বিভাগকে রিপোর্ট দেবেন। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'গত এক মাসে বানারহাট, নাগরাকাটা ও মেটেলি এলাকার চা বাগান থেকে সাতটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে। এক নাকি একাধিক চিতাবাঘ শিশুদের তুলে নিয়ে গিয়েছিল তা বলা কঠিন। তাই খাঁচাবন্দি চিতাবাঘগুলিকে আপাতত এক-দু'মাস মেডিকেল বোর্ড গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে শিশুদের নিয়ে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে কোনও চিতাবাঘ যুক্ত থাকলে তার আচরণে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, কেন ঘটেছে তা বিস্তারিতভাবে মেডিকেল বোর্ড জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগকে জানাবে। তারপর রাজ্য বন দপ্তর পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।'

বন দপ্তরের সমীক্ষায় উঠে এসেছে, শিশু ও বয়স্কদের উপর চিতাবাঘের আক্রমণ করার সময় পড়ন্ত বিকেল থেকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে। যেসব চা বাগান ও বনবস্তি এলাকায় চিতাবাঘ শিশুদের তুলে নিয়ে গিয়েছে বন দপ্তরের তরফে সেখানে লাগাতার প্রচার চালানো হচ্ছে। অনেক অভিভাবক দায়িত্বহীনভাবে সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে শিশুদের একলা ছেড়ে দেন। এব্যাপারে অভিভাবকদের সতর্ক হতে বলা হয়েছে।

- ডুয়ার্সের বানারহাট ও নাগরাকাটার চা বাগান ও বনবস্তি থেকে একের পর এক চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে
- খাঁচাবন্দি চিতাবাঘের আচরণে পরিবর্তন হয়েছে কি না তা পরখ করতেই এই মেডিকেল বোর্ড
- চিতাবাঘের আচরণে পরিবর্তনের দিকগুলি পশু চিকিৎসকেরা পর্যবেক্ষণ করে বন্যপ্রাণ বিভাগকে রিপোর্ট দেবেন

চিতাবাঘ সাধারণত শীতকালে বেশি হিংস্র হয়ে ওঠে। আমরা প্রাথমিকভাবে এই তথ্য পেয়ে চিতাবাঘের আচরণে কী ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে তা জানতে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিচ্ছি।

-বিকাশ ভি, ডিএফও, জলপাইগুড়ি বন বিভাগ

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি'র কথায়, 'চা বাগানের স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ চিতাবাঘের বাসস্থানের আদর্শ জায়গা। চিতাবাঘ সাধারণত শীতকালে বেশি হিংস্র হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের আবহাওয়াতেও শিশু ও বয়স্কদের উপর হামলা করছে। টুঁটি ধরে শিশুদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রাথমিকভাবে এই তথ্য পেয়ে চিতাবাঘের আচরণে কী ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে তা জানতে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিচ্ছি।'

ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ও বানারহাট ব্লকে একাধিক বড় চা বাগান চিতাবাঘের বসবাসের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যাবেলা একটি নির্দিষ্ট সময়ে শিশুদের একলা পেয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে তরতরিয়ে বাড়ছে চিতাবাঘের সংখ্যা। এই ঘটনা বন দপ্তরের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রসারের বাইরে আর কী করণীয় তা জানতে জলপাইগুড়ি বন বিভাগ এখন দপ্তরের ওপরমহল ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে এগোতে চাইছে।

ইটভাটায় বন্দি শ্রমিককে নির্যাতন

দশদিন আটকে রাখার অভিযোগ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১১ জানুয়ারি : যতজন শ্রমিক আনার কথা ছিল ততজনকে আনা হয়নি। সেই 'অপরাধে' মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ইটভাটার এক শ্রমিককে ১০ দিন আটকে রেখে নির্মম অত্যাচার চালানোর অভিযোগ উঠল। ঘটনার জেরে ওই শ্রমিক মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।

বন্দি করে রাখাকালীন তাঁকে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। তবে কোনওভাবে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে অসমের ধুবড়ি জেলার গৌরীপুর এলাকার বাসিন্দা জিয়ারুল রহমান নামে ওই শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। শামুকতলা থানার অন্তর্গত ঢালকর গ্রামের একটি ইটভাটার ঘটনা।

পুলিশ এই ঘটনায় ওই ইটভাটার ম্যানেজার বাবন পাল ও সহকারী ম্যানেজার চন্দন বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার তাঁদের আদালতে তোলা হলে বিচারক দুজনকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান। ইটভাটার মালিক পলাতক। পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'এক শ্রমিকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু করে এক ইটভাটার ম্যানেজার এবং সহকারী ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' ওই ইটভাটার মালিকের ভাই সুমন পাল বলেন, 'বাবা অসুস্থ থাকায় তাঁর চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। শনিবার আমরা খবর পেয়েই ইটভাটায় আসি। কীভাবে কী হল কিছু বুঝতে পারছি না।'

শ্রমিক সরবরাহের বিষয়ে কোচবিহার জেলার জোড়াই এলাকার বাসিন্দা ফরিদুল হক নামে এক ঠিকাদারের সঙ্গে ইটভাটার মালিকের চুক্তি হয়। এজন্য ফরিদুলকে দুই লক্ষ টাকা অগ্রিম হিসেবে দেওয়া হয়। ১৫ জন শ্রমিক পাঠানোর কথা থাকলেও আটজনকে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ।

জিয়ারুল ওই দলের সর্দার। তাঁর কথায়, 'ফরিদুল বাকি সাতজন শ্রমিক দিতে পারেননি। ওই ইটভাটায় কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর আমি বাড়ি যাই। সেই সময় মালিকপক্ষ আমাকে আরও সাতজন শ্রমিককে আনতে বলে। কিন্তু আমি সেই সংখ্যক শ্রমিককে না আনতে পেরেই কাজে যোগ দিই।' মালিকপক্ষ তাঁর কাছে ফরিদুলকে দেওয়া অগ্রিম টাকা ফেরত চায়। কিন্তু তিনি টাকা দিতে অপারগ বলে জানানোর পরই জিয়ারুলের ওপর অত্যাচার শুরু হয় বলে অভিযোগ।

তাঁর কথায়, '১ জানুয়ারি থেকে আমাকে ওই ইটভাটার অফিসের পেছনের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। শৌচকর্ম করতে হলে অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করতে হত। তারপর শৌচকর্মের অনুমতি মিলত। তবে সেই সময়টায় আমাকে কড়া পাহারা দেওয়া হত।' এই পরিস্থিতিতে জিয়ারুল কোনওমতে এক শ্রমিকের কাছ থেকে তাঁর মোবাইল ফোন চেয়ে শামুকতলা রোড পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদককে গোটা ঘটনাটি জানান। তারপর পুলিশ গিয়ে জিয়ারুলকে উদ্ধার করে। শনিবার রাতেই জিয়ারুল ইটভাটার মালিক এবং দুই ম্যানেজার সহ তিনজনের বিরুদ্ধে শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন। পুলিশ ওই রাতেই ম্যানেজার এবং সহকারী ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে।

উদ্ধার করা হলেও জিয়ারুল যেন কোনওমতেই তাঁর দুঃসহ স্মৃতি ভুলতে পারছেন না। তাঁর কথায়, 'গত ১০ দিন রীতিমতো বন্দিজীবন কাটিয়েছি। ভালোভাবে খাবার জোটেনি। আমি উপার্জন করে টাকা পাঠালে স্ত্রী এবং সন্তানদের খাওয়া জোটে। কিন্তু মালিকপক্ষ আমাকে এখনও পর্যন্ত কোনও টাকা দেয়নি। তাই বাড়িতেও টাকা পাঠাতে পারিনি। স্ত্রী-সন্তানরাও খুবই কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। আমি এই ঘটনার তদন্ত এবং অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' বহু চেষ্টা করেও রবিবার ফরিদুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

- ঠিকাদার শ্রমিক কম আনায় ১০ দিন তালাবন্ধ করে রাখা হল আরেক শ্রমিককে
- গোপন ফোনে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ওই শ্রমিককে উদ্ধার করে
- ইটভাটার দুই ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে

গুন্ডাট্যাক্স আদায়, ধৃত ৫

ওদলাবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : ওদলাবাড়ি-গজলডোবা পূর্ত সড়কে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গুন্ডাট্যাক্স আদায়, চালকদের মারধর ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে পাঁচজন তরুণকে মাল থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। শনিবার রাতে গজলডোবা ১০ নম্বর এলাকার ঘটনা। মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক বলেন, 'ধৃতদের এদিন জেলা আদালতে তোলার পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে রিমান্ডে আনা হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাতে ক্যানাল সেতুর সামনে হঠাৎ স্থানীয় কয়েকজন তরুণ রাস্তা আটকায়। এরপর ডাম্পার সহ প্রতিটি গাড়ি থেকে জোর করে টাকা আদায় করতে শুরু করে। ধৃতদের কেউ কেউ আবার চালকদের মারধরের পাশাপাশি গাড়ির কাচ ভাঙতে শুরু করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের গ্রেপ্তার করে।

বাঁচলেন পর্যটক

বাগডোগরা, ১১ জানুয়ারি : ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েও বরাতজোরে বাঁচলেন এক পর্যটক। কলকাতার ৯০ সদস্যের একটি পর্যটকদলে ছিলেন ৫৪ বছরের শচীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুক্রবার আসার পথে তিনি তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। খোঁজ শুরু করে রেল পুলিশ। শনিবার চোপড়ার তিনমাইল হাট ও ধুমডাঙ্গি স্টেশনের মাঝে রেললাইনের পাশে ঝোপের মধ্যে শচীন্দ্রনাথকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখা যায়।

ওই দেখো... *জলপাইগুড়ির স্টেশন রোডে। মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।*

ভাঙনের 'ছক' মৌসমের

মালদা, ১১ জানুয়ারি : এমনিতে দেখে মনে হবে ঘরে ফেরার পর খোশমেজাজে পিকনিকে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তৃণমূলে ভাঙন ধরাতে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন মৌসম ও ইশা খান চৌধুরী। তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সদ্য শনিবারেই মালদায় ফিরেছেন। রবিবার মৌসমকে দেখা গেল পরিবারের সঙ্গে পিকনিকে মেতে উঠতে। সেখানেই ইশা রাজ্যের শাসকদলে বড়সড়ো ভাঙনের ইঙ্গিত দিলেন। মুচকি হেসে ইঙ্গিত দিলেন মৌসমও। কংগ্রেসের অন্দরমহল বলছে, তাতে এমনকি বদলে যেতে পারে সেই পুর বোর্ডের সমীকরণটাও।

রবিবার এব্যাপারে জানতে চাইলে কংগ্রেসের মালদা জেলা কমিটির সভাপতি ইশা খান চৌধুরীর জবাব, 'একটু ধৈর্য ধরুন। আর কয়েকদিনের মধ্যেই খবর পাবেন।' একই সঙ্গে মৌসম বেনজির নুরের মন্তব্য, 'আমাকে দেখে যাঁরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ফিরে আসবেন। ইতিমধ্যে যোগাযোগও শুরু

পুরাতন মালদায় বিশেষ নজর

করেছেন। তবে এখনই নাম বলছি না কৌশলগত কারণে।'

আর মৌসম ফিরতেই মহানন্দার ওপারের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে তৈরি হওয়া সেই ক্ষোভের সদ্ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছেন জেলা কংগ্রেস নেতারা। যদিও তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর কটাক্ষ, 'কংগ্রেস নেতাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে সবে তাদের জন্ম হল। আগে মালদার মাটিতে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাক। এমনিতেই তো সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে। চ্যালেঞ্জ থাকল, পুরাতন মালদা পুরসভা ভেঙে দেখাক।' পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলামের মন্তব্য, 'স্বপ্ন দেখতে তো আর কাউকে বাধা দিতে পারি না।'

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মৌসম উত্তর দেন, 'উত্তর মালদা ও দক্ষিণ মালদা দুই এলাকা থেকে যাঁরা আমাকে দেখে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ফিরে আসতে চাইছেন কংগ্রেসে। যোগাযোগ শুরু করেছেন। আমাদের দলে ওঁদের জন্য সবসময় দরজা খোলা।'

নিখোঁজ বৃদ্ধ

পলাশবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : নাতির বাড়ি এসে নিখোঁজ হলেন দাদু। নিখোঁজের নাম বিরসা মুন্ডা (৬৯)। বাড়ি ঘাটপাড়ের ডাঙ্গাপাড়ায়। মেজবিলের বাসিন্দা নাতি সুনীল মুন্ডা। সুনীল বলেন, 'দাদু ৩ জানুয়ারি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। ওইদিনই বিকেলবেলা বাইরে যাবেন বলে বেরোন। তারপর থেকে খোঁজ নেই দাদুর।' রবিবার সোনাপুর ফাঁড়িতে মিসিং ডায়েরি করেন। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কামিনীঝোরায় দূষণে বিপদে বন্যপ্রাণীরা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : লাটাগুড়ির কামিনীঝোরায় ফেলা হচ্ছে বাজারের আবর্জনা। দূষিত হচ্ছে ঝোরার জল। এই ঝোরা লাটাগুড়ির জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে নেওড়া নদীতে মিশেছে। বন্যপ্রাণীরা এই ঝোরার জল খেয়ে থাকে। ফলে ভয়ংকর বিপদের মুখে সেগুলি।

লাটাগুড়ি-চালসা ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের মাঝে থাকা লালপুল হয়ে কামিনীঝোরা বয়ে গিয়েছে লাটাগুড়ির জঙ্গলের দিকে। অভিযোগ, এই লালপুলেই ঝোরার মধ্যে রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা ফেলে যাচ্ছে আবর্জনা। একদিকে যেমন এই আবর্জনার গন্ধে এলাকায় টেকা দায় হয়ে উঠেছে স্থানীয়দের পক্ষে, তেমনি, বুনোদের স্বাস্থ্য নিয়েও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

লাটাগুড়ি-ক্রান্তি মোড়ের পাশেই লালপুল। স্থানীয় বাসিন্দা হারান সরকার বলেন, 'রাতের অন্ধকারে কে বা কারা আবর্জনা এই ঝোরায় ফেলে দিয়ে যায়। সেই দুর্গন্ধে বাড়িতে থাকাই দায় হয়ে উঠেছে।'

কামিনীঝোরায় আবর্জনা

এলাকার পরিবেশপ্রেমী অনির্বাণ মজুমদারের মন্তব্য, 'ঝোরার জলে দূষণ ছড়াচ্ছে। এই ঝোরার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল গরুমারা ও লাটাগুড়ি জঙ্গলের ছোট-বড় বিভিন্ন বন্যপ্রাণী। ওই জল পান করলে তাদের শোচনীয় পরিণতি হতে পারে। এই ঝোরায় আবর্জনা ফেলা বন্ধে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।'

রাতের অন্ধকারে কে বা কারা আবর্জনা এই ঝোরায় ফেলে দিয়ে যায়। সেই দুর্গন্ধে বাড়িতে থাকাই দায় হয়ে উঠেছে।

হারান সরকার
স্থানীয় বাসিন্দা

বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতিও। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কবিতা সেন জানান, আগে লাটাগুড়ি বাজারের কিছু আবর্জনা ঝোরায় ফেলা হত। কিন্তু এখন বাজারের আবর্জনা নিয়মিত গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সাফাই করা হয়। ঝোরায় কারা আবর্জনা ফেলছে তা দেখার জন্য নজরদারি চালানো হবে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়ের বক্তব্য, যাঁরা ঝোরায় আবর্জনা ফেলছেন, তাঁদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। পঞ্চায়েত সমিতির তরফেও বিষয়টি দেখা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। কামিনীঝোরায় আবর্জনা না ফেলার বিষয়ে এলাকায় সচেতনতা প্রচার করা হবে বলে জানিয়েছেন বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত।

ত্রাণশিবিরে কাজ করেও মেলেনি টাকা

রাঁধুনিদের ক্ষোভের মুখে বিধায়ক

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত এলাকায় সরকারি কর্মসূচিতে গিয়ে রবিবার স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়লেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব। অভিযোগ, ত্রাণশিবির চলাকালীন যাঁরা রান্নার কাজ করেছিলেন, তাঁরা এখনও পর্যন্ত পারিশ্রমিক পাননি। বকেয়া পারিশ্রমিকের দাবিতে তাঁরা বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। পাশাপাশি রাস্তায় আলো না থাকার বিষয়টি নিয়েও নির্মলকে 'দু-কথা' শুনিয়ে দেন।

বিধায়ক অবশ্য স্থানীয়দের ক্ষোভের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। নির্মল বলেন, 'যাঁরা ত্রাণশিবিরে রান্না করেছিলেন, তাঁরা টাকা পাননি। অনেকদিন পার হয়েছে। তাঁদের ক্ষোভ স্বাভাবিক। ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রথম ধাপে যে টাকা এসেছিল, সেটা যাঁরা জরুরি অবস্থায় খাবার সরবরাহ করেছিলেন, তাঁদের দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ধাপে টাকা এলেই রাঁধুনিদের টাকা দিয়ে দেওয়া হবে।'

তবে রাস্তায় আলো না থাকায় বিষয়ে স্থানীয়রা যে বিশেষ একটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তা মানতে নারাজ বিধায়ক। তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'লাইটের কথা তেমনভাবে কেউ বলেননি।'

এদিন তৃণমূলের 'উন্নয়নের পাঁচালি-পাড়ার সংলাপ' কর্মসূচি উপলক্ষ্যে বিধায়ক সহ গধেয়ারকুঠির তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ধর্মনারায়ণ রায় বগরিবাড়ি এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁরা স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়েন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা বলেন, 'শাসকদলের বিরুদ্ধে মুখ খোলা মানে পরবর্তীতে বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা।

বগরিবাড়ি গ্রামে উন্নয়নের পাঁচালি-পাড়ার সংলাপ কর্মসূচি। -সংবাদচিত্র

> **ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রথম ধাপে যে টাকা এসেছিল, সেটা যাঁরা জরুরি অবস্থায় খাবার সরবরাহ করেছিলেন, তাঁদের দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ধাপে টাকা এলেই রাঁধুনিদের টাকা দিয়ে দেওয়া হবে।**
>
> **নির্মলচন্দ্র রায়**
> বিধায়ক, ধূপগুড়ি

ত্রাণশিবিরে রান্না করা অনেকেই এখনও বকেয়া টাকা পায়নি। রাস্তার লাইট না থাকায় সন্ধ্যার পর গোটা গ্রাম অন্ধকারে ডুবে থাকে।'

মিন্টু নাগ নামে এক ব্যক্তি ওই এলাকার ত্রাণশিবিরে রাঁধুনির কাজ করতেন। তিনি এর আগেও বকেয়া পারিশ্রমিকের দাবিতে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। এমনকি টাকা না পেয়ে সেসময় ত্রাণশিবির চলাকালীন রান্নাও বন্ধ করে দেন কয়েকজন রাঁধুনি। শেষপর্যন্ত মহকুমা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা ময়দানে নেমে বুঝিয়ে বলায় পুনরায় রান্না শুরু হয়। তবে ওই ক্ষোভ এখনও পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি।

এক মহিলা রাঁধুনি বলেন, 'প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গিয়েছে, এখনও পারিশ্রমিক চেয়েও পাইনি। প্রশাসন, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সকলকেই জানানো হয়েছে। কোনও কাজ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে বিধায়ক ও তৃণমূলের নেতাদের পুরো পরিস্থিতির কথা জানানো হয়েছে।' ধর্মনারায়ণ অবশ্য ক্ষোভের কথা স্বীকার করেননি। তিনি বলেন, 'তেমন কিছু হয়নি। বকেয়া টাকা কেউ কেউ পাননি ঠিকই, তাঁরা শান্তভাবেই আমাদের জানিয়েছেন। এরপর মাঠে বসে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিধায়ক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করবেন বলে জানিয়েছেন।'

গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন অন্য চারটি বনবস্তির তুলনায় বিচাভাঙ্গা বনবস্তিতে কিছুটা হলেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। পর্যটনের হাত ধরে একের পর এক কংক্রিটের ইমারত গড়ে উঠলেও জঙ্গলের অকৃত্রিম সৌন্দর্য বনবস্তিতে অটুট।

মুক্ত প্রকৃতিতে কংক্রিটের নির্মাণ

বনবাড়ির গল্প

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : গরুমারা ও লাটাগুড়ি জঙ্গলের কোল ঘেঁষে থাকা বিচাভাঙ্গা বনবস্তিবাসীর জীবন প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের এক জীবন্ত দলিল। এখানে কখনও ভোরের আলো ফুটতেই চাষের জমিতে, সন্ধ্যায় গ্রামের পথে, আবার গভীর রাতে বাড়ির একেবারে কাছেই হাতি চলে আসে। মাঝেমধ্যে চিতাবাঘের দেখা মেলে। সকাল-বিকেলে ফসলের খেতে অবাধে ঘুরে বেড়ায় ময়ূরের দল। বুনোর আতঙ্ক, সতর্কতা ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে এভাবেই বছরের পর বছর কাটছে বনবস্তির মানুষের জীবন।

বর্তমানে পর্যটনের হাত ধরে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেকটা উন্নত হয়েছে। বদলেছে জীবিকা, জঙ্গলের প্রান্তে গড়ে উঠেছে পাকা বাড়ি। জঙ্গলকে সঙ্গী করেই বর্তমানে এই গ্রামের অনেক পুরুষ ও মহিলা স্বনির্ভরতার পথে হাঁটছেন।

লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের নিউ মাল-চ্যাংরাবান্ধা রেলপথ পেরোলেই বিচাভাঙ্গা বনবস্তি। সর্বসাকুল্যে এখানে ৫১টি পরিবারের বাস। প্রায় ২১৫ জন গ্রামবাসী মিলেমিশে গড়ে তুলেছেন এক সহমর্মিতার গ্রাম। চারপাশে ঘন জঙ্গল, আঁকাবাঁকা কাঁচাপথ আর বিস্তৃত চা বাগান-এর মাঝে মানুষের বসতি। স্থানীয় বাসিন্দা দেবা কোরা বলেন, 'হাতির ভয় আছে। তবে এতে আমরা অভ্যস্ত। রাত হলে সতর্ক থাকি। জঙ্গল আমাদের শুধু ভয় দেয়নি, বাঁচার পথও দেখিয়েছে। আগে দিন চালানো কঠিন ছিল। এখন পর্যটনের জন্য কিছুটা স্বস্তি এসেছে।'

কংক্রিটের ইমারত এখন বিচাভাঙ্গা বনবস্তিতে। -সংবাদচিত্র

সময়ের সঙ্গে গ্রামের চেহারা পালটেছে। বর্তমানে এই বনবস্তিতে পাঁচটি হোমস্টে তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বন দপ্তর ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও দুটি রিসর্ট গড়ে উঠেছে। পর্যটনের প্রসারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এলাকার আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। স্থানীয় মালতী কোরা, তুলসী কোরা ও সুশীলা পাইকরা নিজেদের হাতে তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী বন দপ্তরের সহযোগিতায় পর্যটকদের কাছে বিক্রি করছেন। হীরা পাইক, মুক্তি পাইক, পূজা কোরা ও পার্বতী কোরারা আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করে রোজগারের দিক থেকে গ্রামের পুরুষদের টেক্কা দিচ্ছেন। আদিবাসী শিল্পী পূজা কোরার কথায়, 'আদিবাসী নাচ আমাদের সংস্কৃতি। আগে সেটা শুধু উৎসবেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন পর্যটকদের সামনে নাচ করে আয় করতে পারছি। এতে সংসার যেমন চলছে, তেমনই আমাদের সংস্কৃতি বেঁচে থাকছে।'

গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন অন্য চারটি বনবস্তির তুলনায় বিচাভাঙ্গা বনবস্তিতে কিছুটা হলেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। এখানে ছোট-বড় মিলিয়ে বেশ কয়েকটি মুদি দোকান গড়ে উঠেছে। তবে ওষুধ ও জামাকাপড়ের জন্য গ্রামবাসীকে এখনও কয়েক কিলোমিটার দূরে লাটাগুড়ি বাজারের ওপর নির্ভর করতে হয়। পর্যটনের হাত ধরে একের পর এক কংক্রিটের ইমারত গড়ে উঠলেও জঙ্গলের অকৃত্রিম সৌন্দর্য বনবস্তিতে অটুট।

গোপালদের নিয়ে পিকনিক

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : বাগ্রাকোটে গোপালভক্তদের উদ্যোগে আয়োজিত হল গোপাল ঠাকুরের পিকনিক। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের গোপালভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই পিকনিকের আয়োজন করেন কলেজপাড়ার বাসিন্দা কুণাল বিশ্বাস।

এদিন ২৬ জন গোপালভক্ত শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন জায়গা থেকে নিজেদের গোপাল নিয়ে আসেন। গোপালকে বেলুন, চকোলেট, ফুল দিয়ে সাজিয়ে পিকনিক করা হয়। পিকনিকের মেনুতে সকালে ছিল লুচি, আলুর তরকারি, ফল। পাশাপাশি দুপুরে ছিল আলু-ফুলকপির রোস্ট, মটর পনির, এঁচোড়-পনির বিরিয়ানি, ফ্রুট চাটনি, মিষ্টি ও দই। সকালে কীর্তন হওয়ার পর দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় গোপালপুজো। তারপর বিভিন্ন আচার নিষ্ঠার মাধ্যমে হয় গোপালের পিকনিক। কুণাল বিশ্বাস বলেন, 'আমরা সবাই পিকনিকে কোনও না কোনওদিন অংশ নিই। কিন্তু বাড়িতে থাকা ভগবান গোপাল যিনি আমাদের পরিবারের সদস্য, তাঁর আনন্দের কথা ভাবি না। তাঁকে যেহেতু আমরা শিশু রূপে মেনে থাকি, তাই তাঁর আনন্দের জন্য বনভোজনের আয়োজন করেছি।'

বাগ্রাকোটে গোপালভক্তদের পিকনিক। রবিবার। -সংবাদচিত্র

কমিটি গঠন

নাগরাকাটা, ১১ জানুয়ারি : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস জোরদার প্রচার অভিযান শুরু করেছে। নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে ও তাঁদের সমস্যার কথা শুনতে 'পাড়ায় সংকল্প' কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। এজন্য রবিবার নাগরাকাটা বিধানসভা এলাকায় শাসকদলের তরফে তিনটি প্রচার কমিটি গঠিত হয়। প্রথম কমিটি মেটেলি-চালসায়, দ্বিতীয় কমিটি নাগরাকাটায় ও তৃতীয় কমিটি বানারহাট ব্লকে কাজ করবে।

এদিন নাগরাকাটার লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৫২ নম্বর বুথের ভুট্টাবাড়িবস্তি ও ক্যারন চা বাগানে তৃণমূলের জনসভা হয়। ভুট্টাবাড়ির পশুপতিনাথ মন্দির প্রাঙ্গণ ও ক্যারনের ফ্যাক্টরির সামনে সভা দুটি হয়। লুকসানের কাঞ্চন ফুটবল মাঠে লিম্বু মন্দিরে পুজো দিয়ে পাড়ায় সংকল্প কর্মসূচির সূচনা হয়।

দুটি সভাতেই তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রেম ছেত্রী, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, জেলা মাইনরিটি সেলের জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান ও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য ফিরোজ নুর পাটোয়ারি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরকে ফেলে 'বেপাত্তা' বাবা-সৎমা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : মেলা ঘোরানোর নাম করে দশ বছরের ছেলেকে ফেলে রেখে 'বেপাত্তা' হয়ে গেলেন অভিভাবকরা। সিডব্লিউসি সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে দশ বছরের ওই ছেলেটিকে কাউন্সেলিংয়ের সময়েই তার কথায় সিডব্লিউসি কর্তারা বুঝতে পারেন যে, তাকে মেলায় ফেলে অভিভাবকরা পালিয়ে যান।

শনিবার ডুয়ার্স উৎসবের শেষ দিনে উপচে পড়া ভিড় ছিল। আর সেই সুযোগে নিজের সন্তানকে ছেড়ে অভিভাবকরা চলে যান বলে অভিযোগ। মেলা শেষে ওই খুদেকে একা প্যারেড গ্রাউন্ডে কাঁদতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসা করা হলে সে বাবা-মাকে খুঁজে পাচ্ছে না বলে জানায়। তারপর পুলিশ অভিভাবকের খোঁজখবর নিতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ওই নাবালককে সিডব্লিউসি-র মাধ্যমে হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিডব্লিউসি-র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'মেলার শেষ রাতে দশ বছরের এক নাবালক উদ্ধার হয়। সে এখন হোমে রয়েছে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।'

পুলিশ ও সিডব্লিউসি সূত্রে জানা গিয়েছে, কুমারগ্রাম থানা এলাকার ওই নাবালকের বাবা ও মা দুজনেই আলাদা সংসার পেতেছেন। সে বাবা ও সৎ মায়ের সঙ্গেই থাকত। শনিবার ডুয়ার্স উৎসবে ঘোরাতে নিয়ে আসেন তাঁরা। আচমকাই অভিভাবকদের দেখতে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে ওই নাবালক। মেলার বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করে একসময় হতাশ হয়ে পড়ে। রাতে কুমারগ্রামের বাড়িতে কীভাবে যাবে, তা ভেবেই কান্না জুড়ে দেয়। বিষয়টি নজরে আসতেই পুলিশ তাকে উদ্ধার করে।

প্রাথমিকভাবে ওই নাবালক মেলার ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল বলে মনে করছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তবে রবিবার ওই নাবালকের কাউন্সেলিংয়ের পর সকলে অবাক হয়ে যান। ওই নাবালককে পরিকল্পিতভাবেই মেলার ভিড়ে ফেলে অভিভাবকরা চলে যান বলে তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারেন সিডব্লিউসি কর্তারা। ওই নাবালকের কথার সূত্র ধরেই তার অভিভাবকদের খোঁজ পাওয়া যায়। তারপরেই পরিবারের লোকজনকে ডাকা হয়। তবে তাঁরা মেলায় ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি মানতে নারাজ।

নাবালক উদ্ধারের পর কিছু প্রশ্ন সিডব্লিউসি-র কর্তাদের ভাবাচ্ছে। ওই নাবালককে ডুয়ার্স উৎসবে মেলার ভিড়ে ছেড়ে দেওয়া হল কেন, তার উত্তর অভিভাবকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে তবেই ওই নাবালকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যাবে। তারপরই পরিবারের হাতে কিশোরটিকে তুলে দিতে চাইছেন সিডব্লিউসি কর্তারা। এদিকে, এ বিষয়ে বিশিষ্ট নাগরিক পরিমল দে বলেন,'এমন ধরনের ঘটনা সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে ঘটছে। শিশুর মনের উপর গভীর প্রভাব পড়বে। শিশুটিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ফেলে দেওয়া চরম অন্যায়। অভিভাবকদের মানবিক হওয়া উচিত।'

ছবি : এআই

সমাপ্তি অনুষ্ঠান

ওদলাবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : ১২ ও ১৩ জানুয়ারি উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের ৭৫তম বর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মাতবে ওদলাবাড়ি। এই উপলক্ষ্যে বড় মাপের পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি সুকান্ত চৌধুরী বলেন, 'স্কুলের মাঠে সোমবার সকালে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দু'দিনব্যাপী সমাপ্তি উৎসবের সূচনা হবে। এরপর প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও রয়েছে।'

সন্ধ্যায় বিধানপল্লি ময়দানের অনুষ্ঠান মঞ্চে জি সারেগামাপা ২০২৩ চ্যাম্পিয়ন তথা কালিম্পং জেলার চুইখিমের পার্শ্ববর্তী গ্রামের তরুণ অ্যালবার্ট কাবো'র সংগীতানুষ্ঠানকে ঘিরে নবীন প্রজন্মের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একই মঞ্চে অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন মুম্বইয়ের সংগীতশিল্পী বিনোদ রাঠোর। তার আগে ওইদিন সকাল ১১টা থেকে স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে বিধানপল্লির মঞ্চে। ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশ থেকে বহু প্রাক্তনী স্কুলের ৭৫তম বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ওদলাবাড়িতে আসতে শুরু করেছেন। হোটেল রিসর্ট সব বুক হয়ে গিয়েছে। সবমিলিয়ে উৎসবমুখর হতে চলেছে ওদলাবাড়ি।

প্রাণে মারার হুমকির অভিযোগ

ওদলাবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : বাগ্রাকোটের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা রাজু শাহি ও তাঁর তিন সঙ্গীর বিরুদ্ধে এক ব্যক্তিকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণে মারার হুমকির অভিযোগ উঠল। রবিবার সন্ধ্যায় বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দা কোম্পানি এলাকার বাসিন্দা চন্দ্ররাজ ছেত্রী এই মর্মে মাল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে।

চন্দ্ররাজ বলেন, 'আমি চান্দা কোম্পানিতে রাধাকৃষ্ণ মন্দির দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত। শনিবার রাত আনুমানিক ১২টা নাগাদ আমি মন্দিরেই ছিলাম। সেইসময় একটি চারচাকা গাড়িতে রাজু ও তাঁর সঙ্গীরা আসে। গাড়ি থেকে নেমে আমার কাছে এসে কোনও কারণ ছাড়াই আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণে মারার হুমকি দেয়।'

যদিও রাজু এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'শনিবার রাতে আমরা গরুবাথানের একটি বিয়েবাড়ি থেকে ওয়াশাবাড়ি চা বাগানের বাড়িতে ফিরছিলাম। চান্দা কোম্পানিতে পৌঁছে দেখি গভীর রাতে জাতীয় সড়কের ওপর বেশ কয়েকটি ডাম্পার দাঁড় করিয়ে চন্দ্ররাজ সহ আরও কয়েকজন টাকা আদায় করছেন। গাড়ি থেকে নেমে টাকা আদায়ের কারণ জানতে চাইলে তাঁরা কোনও উত্তর দিতে পারেননি। এরপর তাঁদের এভাবে গাড়ি আটকে টাকা আদায় করতে নিষেধ করে বাড়ি চলে যাই। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণে মারার হুমকির অভিযোগ পুরোপুরি বানানো।'

সিপিএমের মিছিল

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : রানিনগর স্টেশনে তিস্তা-তোর্ষা এবং বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেসের স্টপ পুনরায় চালু করার জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানিয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মিছিল ও সভা করে সিপিএম। রবিবার রানিনগর হাটে মিছিল করে রানিনগর স্টেশন ম্যানেজারের হাতে ফুলের তোড়া দেওয়া হয়। পাশাপাশি রানিনগর স্টেশনের মানোন্নয়নের দাবি জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম সদর পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক শুভাশিস সরকার, সুদীপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

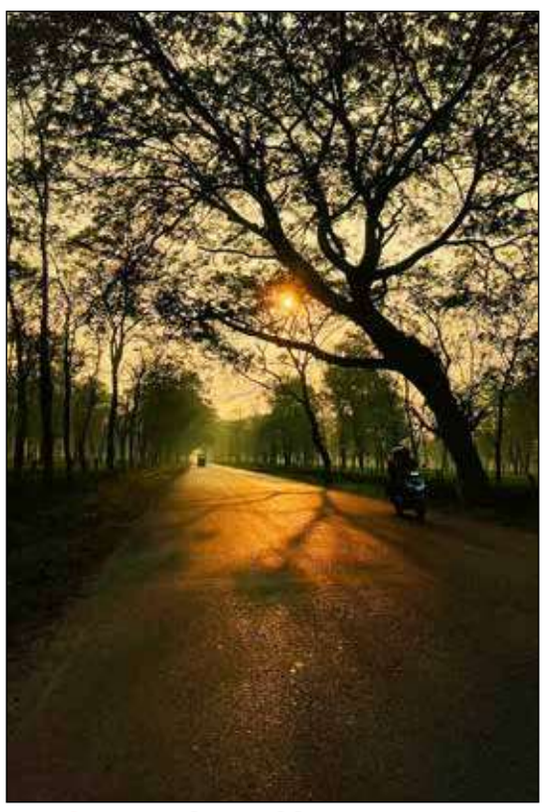

দিনশেষে।। *হাসিমারায় ছবিটি তুলেছেন শুভম রায়।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বুনোদের দখলে পথ, মানুষের চলাচল নেই

প্রায় আড়াই দশক হয়ে গেল, কেউ জঙ্গলের সেই রাস্তা দিয়ে আর খুব একটা যাতায়াত করে না। বিকল্প রাস্তা হয়ে গিয়েছে যে। অথচ একটা সময় ক্রান্তি থেকে গজলডোবা হয়ে শিলিগুড়ি যেতে এই ৫ কিমি দীর্ঘ অরণ্যপথ ছাড়া গতি ছিল না।

যে পথ হারিয়েছে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১১ জানুয়ারি : আপালচাঁদ বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে কাঠামবাড়ি থেকে গজলডোবা অবধি চলে গিয়েছে রাস্তাটা। প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা একসময় ছিল রীতিমতো বিপজ্জনক। যাকে সাধু ভাষায় বলে শ্বাপদসংকুল। এই রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে বুনো জীবজন্তুর মুখোমুখি হয়ে যাওয়াটা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। গা ছমছম করত। এখন তো বিকল্প রাস্তা হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়া সেই রাস্তাটা তাই প্রাণভয়ে অনেকেই এড়িয়ে চলেন। ক্রান্তি ব্লকের এই সড়কপথ যেন স্থানীয়দের মনের মানচিত্র থেকে হারিয়েই গিয়েছে।

অথচ একসময় ক্রান্তি এবং রাজাডাঙ্গা সহ পশ্চিম ডুয়ার্সের আপামর জনসাধারণ গজলডোবা যাওয়ার একমাত্র রাস্তা হিসেবে কাঠামবাড়ি থেকে শুরু হওয়া আপালচাঁদ জঙ্গলের এই কাঁচা রাস্তাটিই ব্যবহার করতেন। শাল, সেগুনের গভীর বনাঞ্চল হওয়ায় মাঝেমধ্যেই এখানে পথচলতি মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণীর সংঘাতের ঘটনাও ঘটত। লোকমুখে শোনা যায়, তিস্তা থেকে মাছ ধরে বাড়ি ফেরার পথে অনেককেই এখানে হাতির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

গজলডোবা যাওয়ার রাস্তা। -সংবাদচিত্র

কারণ ডুয়ার্সে হাতি চলাচলের করিডরগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল আপালচাঁদ অরণ্য এবং তিস্তার এই বিস্তীর্ণ চারণভূমি।

কথা হচ্ছিল ষোলোঘরিয়ার দুই বর্ষীয়ান মাহালি ওরাওঁ ও বন্ধু ওরাওঁদের সঙ্গে। দুই প্রবীণের কথায়, আগে তো এই একটাই রাস্তা ছিল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দিনেরবেলায়ও সাইকেল নিয়ে যেতে গা ছমছম করত। গজলডোবা বাজার থেকে এই রাস্তা দিয়েই আনাজপাতি নিয়ে আসা হত। এখন তো নতুন রাস্তাঘাট হয়ে গিয়েছে। এই রাস্তা আর ব্যবহার করা হয় না।

একটা সময় আশপাশের অনেকখানি এলাকার বাসিন্দারা ক্রান্তির সাপ্তাহিক হাটের ওপর নির্ভর করতেন। সেই হাটেই ডুয়ার্স ও সমতলের এক বড় সংখ্যক হাঁটুরের দলের আগমন হত। তিস্তা সংলগ্ন ১০ নম্বর, গজলডোবা বাজার, টাকিমারির মতো এলাকাগুলি থেকে কাতারে কাতারে মানুষ কাঠামবাড়ি হয়ে অরণ্যপথেই ব্যবসা- বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতেন।

ক্রান্তির মধু বণিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বললেন, 'সেসময় শিলিগুড়ি যেতে হলে গজলডোবা হয়ে যাওয়াই ছিল শর্টকাট রাস্তা। আর জঙ্গলের ভেতরে দিয়ে সেই ৫ কিমি পথ পাড়ি দিতে গিয়ে বহুবার হাতির দর্শন পেয়েছি। অল্প বয়সে সেসব বেশ একটা রোমাঞ্চকর বিষয় ছিল।' নস্টালজিয়ার টানেই এখনও সেই রাস্তা দেখতে কখনো-সখনো চলে যান মধু।

১৯৯৮ সালে তিস্তা ব্যারাজ নির্মাণ এবং ২০০৬ সালে তিস্তা জলসেচ প্রকল্পের কাজ শুরু হলে ক্যানাল বরাবর নতুন রাস্তা তৈরি হয়। তখন থেকেই ক্রমশ জঙ্গলপথের জনপ্রিয়তা কমে আসে। একসময় কাঠামবাড়ি জঙ্গলের এই পুরাতন সড়কের ব্যবহার কার্যত বন্ধই হয়ে যায়।

স্টপ দাবি

মালবাজার, ১১ জানুয়ারি : সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে বেঙ্গালুরুগামী একটি অমৃত ভারত সাপ্তাহিক ট্রেনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ট্রেনটি আলিপুরদুয়ার থেকে ছেড়ে হাসিমারা, বিন্নাগুড়িতে স্টপ দিলেও নিউ মাল জংশনে স্টপ দেবে না। এই রুটে প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিক চলাচল করেন। নিউ মাল জংশনে ট্রেনটি স্টপ দিলে তাঁদের পাশাপাশি সেনাকর্মীদেরও সুবিধা হত। এছাড়া, চিকিৎসার জন্য যাঁরা দক্ষিণ ভারতের ওপর নির্ভর করেন তাঁদেরও সুবিধা হত বলে মনে করা হচ্ছে।

মালের বাসিন্দা সুব্রত ঘোষ বললেন, 'নিউ মাল জংশন স্টেশন হলেও এখানে এখনও অনেক ট্রেনের স্টপ নেই। বিষয়টি রেলের খতিয়ে দেখা উচিত।' শীঘ্রই নিউ মাল জংশনে অমৃত ভারত ট্রেনের স্টপ চালুর বিষয়ে রেল চিন্তাভাবনা করছে বলে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক রাকেশ নন্দী আশ্বাস দিয়েছেন।

চলতি কা নাম গাড়ি... *রবিবার কলকাতায়। - পিটিআই।*

আশ্বাস রোল অবজার্ভারের

নথি নিয়ে উদ্বেগ নয়

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কারণে যাঁদের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল, তাঁদের নথি নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও কারণ নেই। নির্বাচন কমিশনের রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'কোনও কোনও মহল থেকে শুনানিতে জমা পড়া নথি অসংগতিপূর্ণ বলে যে প্রচার হচ্ছে, তার কোনও ভিত্তি নেই।'

প্রথম দফার শুনানিতে ২০০২-এর সঙ্গে যাঁরা সরাসরি বা বাবা-মায়ের সূত্রে কোনওরকম যোগসূত্র দেখাতে পারেননি সেই প্রায় ৩১ লক্ষ নামের শুনানি চলছে পুরোদমে। রবিবার পর্যন্ত শুনানি হয়েছে ৩০ লক্ষের কিছু বেশি। প্রতিদিন বিধানসভাওয়াড়ি এক বা একাধিক শুনানি কেন্দ্রের ১১টি টেবিলে গড়ে ৮০ থেকে ১০০টি পর্যন্ত শুনানি হচ্ছে। সেই শুনানিতে কমিশনের নির্ধারিত আধার বাদে ১৩টি নথির মধ্যে অন্তত যে কোনও একটি নথি জমা দিতে হচ্ছে। কমিশন সূত্রে এদিন পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে দেখা গিয়েছে কোচবিহারে শুনানিতে উপস্থিত হয়েছেন ২২ হাজারের কিছু বেশি। সেখানে জমা পড়ার নথির সংখ্যা ২৩ হাজারের কিছু বেশি। একইভাবে আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিংয়েও শুনানিতে হাজিরার সংখ্যার তুলনায় জমা পড়া নথির সংখ্যা সামান্য হলেও কিছু বেশি। কমিশনের মতে, শুনানির হাজিরা ও কমিশনের পোর্টালে আপলোড হওয়া নথির সংখ্যা থেকেই স্পষ্ট যে জমা পড়া নথিতে এখনও পর্যন্ত অবৈধ হওয়ার কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাদ যায়নি। ফলে শুনানিতে জমা পড়া নথি অবৈধ হওয়ার কারণে বাদ পড়ছে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। তবে নথি সন্দেহজনক মনে হলে যে কোনও সময়ই কমিশন তা পুনর্যাচাই করতে পারে। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম থাকার পরও যাঁরা নামের বানান বা প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে আনম্যাপড হয়ে গিয়েছেন, তাঁদের শুনানিতে আর ডাকা হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট বিএলওরাই ওইসব ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের ২০০২ ও ২০২৫-এর সর্বশেষ ভোটার তালিকার নথি স্ক্যান করে বিএলও অ্যাপে তা আপলোড করে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গেই তা ইআরও এবং এইআরওদের ড্যাশবোর্ডে চলে আসবে। ইআরও ও এইআরওরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই নথি মিলিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনে বিএলওদের অনুমোদন দেবেন।

সম্প্রতি চা ও সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্রের পরিচয় হিসেবে তাঁদের নিয়োগ সংক্রান্ত নথিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল সিইও দপ্তর। একই দাবি জানিয়েছিল বিজেপিও। এদিন তাতে সায় দিয়েছে কমিশন।

মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিতে নজর শা'র মন্ত্রকের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : এসআইআরে রাজ্যবাসীর হেনস্তার প্রতিবাদ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বার বার চিঠি দিয়েও কোনও ফল পাননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার কমিশন অভিযানে দিল্লি যাওয়ারও প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছেন তিনি। তাতেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের খবর, মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশন অভিযান করলে তা ঘেরাওয়ের পর্যায়ে যেতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা। তাই আগাম খবর পেতে এরাজ্যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগকে কাজে লাগানো হয়েছে।

আইপ্যাক অফিসে ইডির হানার প্রতিবাদে গত শুক্রবার যাদবপুরে মিছিল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মিছিল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সতীর্থ, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'কল্যাণ আমাদের 'নেক্সট ডেস্টিনেশন' (পরবর্তী লক্ষ্য) হল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের অফিস। চলো লড়াই হবে। কলকাতা থেকে দিল্লি।' মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই কথা শুনেই আগাম সতর্ক হতে চাইছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। মন্ত্রক আরও নিশ্চিত হয়েছে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ঘোষণায়। অভিষেক বলেছেন, 'ভ্যানিশ কুমার তৈরি থাকুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাবেন।' এই প্রচ্ছন্ন হুমকির পরই আগাম সতর্কতায় নজর ও গুরুত্ব দিচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

গত শুক্রবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অফিসের বাইরে তৃণমূলের ৮ সাংসদের ধনার্ি ভাবিয়ে তুলেছে শা'র মন্ত্রককে। মন্ত্রকের আশঙ্কা, মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি অভিযান ও কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামলানো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

রবিবার তৃণমূলের এক প্রবীণ নেতার মন্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রায় প্রকাশ্যেই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন অভিযানের কথা বলেছেন। কিছু পরিকল্পনা না থাকলে মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলেন না। নিশ্চয়ই তাঁর মাথায় কিছু আছে। তা না হলে এমন কথা বলতেন না তিনি।' রাজনৈতিক মহলের ধারণা, ভোটের আগে বঙ্গে পরিস্থিতি সরকারি দল ও বিরোধীদের এ ধরনের কর্মসূচির ধারায় দিনের পর দিন উত্তপ্ত হবেই।

সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন নিষ্ঠুরতার নিদর্শন

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন ও সহকর্মীদের সামনে হেনস্তা করা মানসিক নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলে পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। সম্প্রতি একটি বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, জনসমক্ষে চরিত্রহনন, অবমাননা, মানহানি, একজন ব্যক্তির মর্যাদা ও মানসিক শান্তির ওপর সরাসরি আক্রমণ। তাই একে ছোটখাটো দাম্পত্য কলহ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই ধরনের নিষ্ঠুরতার ভিত্তিতে বিবাহবিচ্ছেদ হতে পারে।

আদালত সূত্রে খবর, ২০০৭ সালে বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে ওই দম্পতির বিয়ে হয়। আবেদনকারীর স্ত্রী কার্শিয়াং হাসপাতালে কর্মরত। তাঁর অভিযোগ, স্বামী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী দাবি করলেও বাস্তবে তিনি একজন দিনমজুর। তাঁর কার্শিয়াং হাসপাতালে গিয়ে সহকর্মীদের সামনে নির্যাতন ও সতীত্ব নিয়ে গুজব ছড়িয়েছেন এমনকি হুমকিও দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টত জানিয়েছে, পেশাগত পরিবেশে অপমান করার মানসিক প্রভাব গভীর। পেশাগত মর্যাদা একজন ব্যক্তির পরিচয়ের অপরিহার্য অংশ। স্ত্রী তাঁর অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রমাণ না দেখাতে পারায় নিম্ন আদালত বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে দেয়। তাই নিম্ন আদালতের নির্দেশ খারিজ করে হাইকোর্টের যুক্তি, যে সম্পর্ক বাস্তবে মৃত তাকে টিকিয়ে রাখা উভয়ের পক্ষেই মানসিক যন্ত্রণা। তবে তাঁদের নাবালক সন্তানের মানসিক স্বার্থ বিবেচনা করে অভিযুক্ত স্বামীকে তাঁর সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছে আদালত।

পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

৩৫৬ নয়, ভোটে আস্থা

মমতার সরকারকে উচ্ছেদের ডাক দিয়ে শুভেন্দুর মিছিল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পথেই মমতার সরকারকে উৎখাত করা যাবে। দুর্নীতির দায়ে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তোলা গিয়েছে। আইপ্যাক কাণ্ডের পরে এমনটাই মনে করছে বিজেপি। তার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের দরকার হবে না।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও একাধিক দুর্নীতি কাণ্ডে রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী মন্ত্রীদের নাম জড়ালেও সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর গায়ে দুর্নীতির কালি ছেটানো যায়নি। বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ক্ষমতার পরিবর্তনের দাবিতে তৃণমূল ও বর্তমান রাজ্য সরকারের দুর্নীতি বড় অস্ত্র বিজেপির। সেই প্রশ্নে আইপ্যাক কাণ্ডে মমতার ভূমিকা দলের কাছে সহায় হতে পারে বলে মনে করছে বিজেপি। আইপ্যাকের দপ্তরে ইডির হানার খবর পেয়েই রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের বড় কর্তাদের নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে কিছু ফাইল ও ল্যাপটপ নিয়ে আইপ্যাকের দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। ঘটনাস্থলেই ইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ওরা আমার দলের ফাইল, গোপন নথি চুরি করতে এসেছিল। সেগুলি আমি নিয়ে এসেছি। সেই ঘটনা ও মুখ্যমন্ত্রীর সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে ইডি। এদিন সেই প্রসঙ্গেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর প্রতিবাদ মিছিল থেকে বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তো বলেছেন তিনি ইডির হাত থেকে ফাইল, ল্যাপটপ ছিনিয়ে এনেছেন। এরপর আর কী বলার আছে? তাই মানুষ বলছে, ফাইল চোর মমতা, জেনে গিয়েছে জনতা।' আইপ্যাক কাণ্ডে ইডির হানার প্রতিবাদে মিছিল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কার্যত সেই একইপথে (যাদবপুর থেকে দেশপ্রিয় পার্ক) মমতার পোস্টার হাতে মিছিল করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর কর্মসূচির সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'মামলা আটকাতে আইনমন্ত্রী ও তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা হাইকোর্টে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে শুনানি বন্ধ করায় ইডিকে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হয়েছে। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক সংকটকে আরও গভীর করেছে। তবে এরপরও স্বৈরাচারী, সংবিধানবিরোধী, প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকারকে গণতান্ত্রিক উপায়েই উৎখাত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আচরণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে।' দিল্লি থেকে এদিনই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রবিশংকর প্রসাদ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'অপেক্ষা করুন না আর তো মাত্র দু-চার মাস। রাজ্যের মানুষ মমতার সরকারকে গণতান্ত্রিকভাবেই উৎখাত করবে। তার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের দরকার হবে না।'

রবিবার যাদবপুর থেকে দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত মিছিলে শুভেন্দু। - রাজীব মণ্ডল।

ময়নাগুড়িতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও বলেছেন, 'আসলে মুখ্যমন্ত্রীই চাইছেন তাঁর সরকারকে বরখাস্ত করুক কেন্দ্র। তাহলে সহানুভূতির হাওয়ায় উনি আবার রাজ্যের ক্ষমতায় ফিরতে পারেন। কিন্তু সেই সুযোগ আমরা দেব না।' শনিবার রাতে পুরুলিয়া থেকে ফেরার পথে তৃণমূলি হামলার মুখে পড়ার পর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও আইপ্যাক কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করলেও রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবির বিষয়ে এড়িয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু।

জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে জোর

ভিনরাজ্যে ফের হেনস্তা

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : ওডিশায় পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্তার ঘটনা থেকে শুরু করে এসআইআর-এর চাপে ক্লাসরুমের মধ্যে শিক্ষকের আত্মহত্যার অভিযোগে কাঠগড়ায় বিজেপি। বিজেপি শাসিত ওডিশায় হেনস্তার শিকার হয়েছেন হুগলির গোঘাটের বাসিন্দা রাজা আলি। আট মাস আগে পাথরশ্রমিক হিসেবে কটকে কাজে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, চলতি সপ্তাহে বুধবার এই ঘটনা ঘটেছে। বাংলায় কথা বলায় তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে বাধ্য করে ১০-১২ জন। বেধড়ক মারধর করা হয়। আতঙ্কে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। ২২ জানুয়ারি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলিতে যাবেন। তখন এই বিষয়টি তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন রাজা। তবে এই ঘটনায় কেন্দ্রকে বিঁধে রাজার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

অপরদিকে এদিনই মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার পাইকমারি চর এলাকার এক শিক্ষকের মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। শনিবার রাতে স্কুলের মধ্যেই আত্মঘাতী হন তিনি। পরিবারের দাবি, পূর্ব আলাইপুর গ্রামে একটি বুথে বিএলও হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। এসআইআর-এর কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন ভগবানগোলার তৃণমূল বিধায়ক রিয়াত হোসেন সরকার। তাঁর দাবি, 'বিজেপির চাপে কমিশন তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করতে চাইছে। প্রত্যেক বিএলওই চাপে রয়েছেন।' এই নিয়ে আটজন বিএলও'র মৃত্যু হয়েছে।

এদিনই এসআইআর-এর শুনানি লাইনে দাঁড়িয়ে হাওড়ার ডোমজুড়ের ৬৫ বছরের বৃদ্ধের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। যা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তৃণমূলের তোপ, বাংলায় এসআইআর চক্রান্তের বলি আরও এক। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে ষড়যন্ত্র করেছে বিজেপি আর কমিশন।

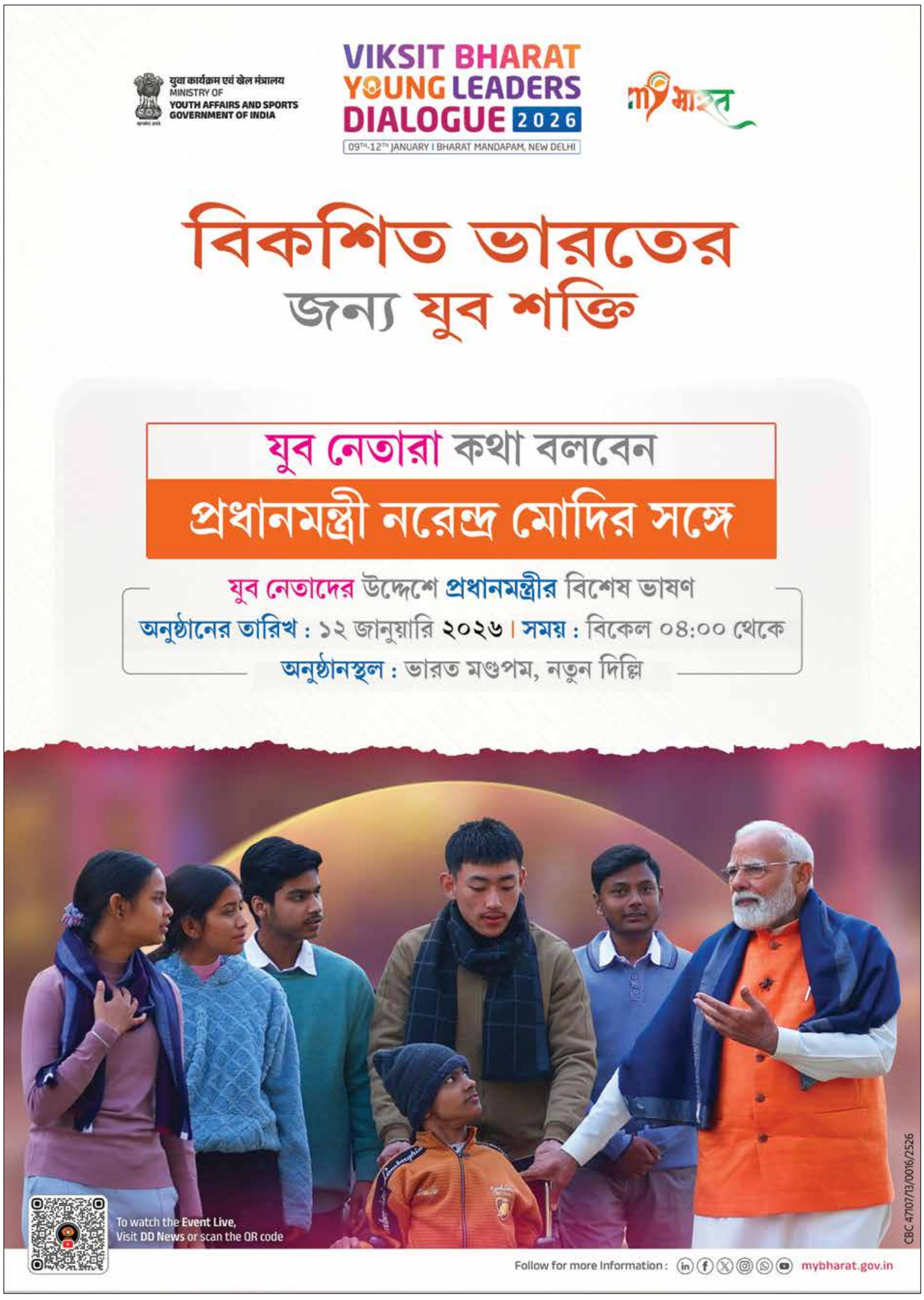

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩৪ সংখ্যা, সোমবার, ২৭ পৌষ ১৪৩২

খেলাতেও বিদ্বেষ বিষ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে আর মাসখানেক বাকি। অথচ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি খুন হওয়ার পর থেকে সেদেশ এমন অশান্ত যে সাধারণ নির্বাচন করানো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে। হাদির হত্যাকাণ্ডের পর এখনও পর্যন্ত হামলায় নিহত হয়েছেন ছয় থেকে সাতজন হিন্দু। হিন্দু নিপীড়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

এই পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। এর মধ্যে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) নির্ভরযোগ্য বাঁহাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) দল থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে।

বিসিসিআইয়ের নির্দেশে কোনও কারণ দেখানো হয়নি বটে, কিন্তু বিভিন্ন মহল প্রায় নিশ্চিত যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ফরমানে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বিসিসিআইকে। অথচ বিসিসিআই স্বশাসিত সংস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গুলিহেলনে চলার কথা নয়। অন্যদিকে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বলতে না বলতে কেকেআর কর্তৃপক্ষ দ্রুত মুস্তাফিজুরকে টিম থেকে সরিয়ে দিল।

ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, হতাশ মুস্তাফিজুর ভারতে আর কখনও খেলবেন না জানিয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর প্রথম আইপিএলে খেলেছিলেন ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে। তারপর খেলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। কেকেআর ছেড়ে দেওয়ায় মুস্তাফিজুর এখন পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কেকেআর মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ভীষণ ক্ষুব্ধ। আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে তিনটি ম্যাচ নির্ধারিত ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু বিসিবি ভারতে নিজ দেশের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার অভাবের যুক্তি দেখিয়ে বিসিসিআইকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা ভারতে কোনও ম্যাচই খেলবে না।

কিছুদিন আগেও দুটো দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ঝামেলার প্রভাব খেলাধুলোর ওপর তেমনভাবে পড়ত না। বরং রাজনীতির তিক্ততা মুছে যেত খেলার মাঠে। দেখা যেত সৌজন্য ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ। আজ সম্পূর্ণ উলটো চিত্র। পহলগামে জঙ্গি হামলার পর গত বছর এশিয়া কাপে পাকিস্তানে কোনও ম্যাচ খেলবে না বলে ভারত সিদ্ধান্ত নেয়। তখন এশিয়া কাপ কর্তৃপক্ষ ম্যাচের স্থান ঠিক করল দুবাইয়ে।

দুবাইয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় বরাবরের হাই ভোল্টেজ ভারত-পাক ম্যাচ। বহু দশক ধরে ভারত-পাক ম্যাচকে কেন্দ্র করে উত্তেজনায় টগবগ করে ফোটে দুবাই। এবারও সেজে উঠেছিল মরুশহর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ম্যাচ শেষে দু'দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে করমর্দনের সৌজন্যের ছবি দেখা গেল না। ভারত এবং পাকিস্তান পরস্পরের মাঠে ম্যাচ খেলবে না- এটা এতদিন চলছিল। এখন সঙ্গে যোগ হল বাংলাদেশ।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, কোনও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ চলতে থাকলে তো ভবিষ্যতে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার আশা নেই। এমনিতেই ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সময় থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটেই চলেছে। হাসিনা ভারতে আশ্রিতা। অন্তর্বর্তী সরকার একাধিকবার হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে চিঠি দিলেও দিল্লি তাতে সাড়া না দেওয়ায় বাংলাদেশ আরও ক্ষুব্ধ।

সম্প্রতি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে পাঠিয়েছিল ভারত। খালেদা-পুত্র ও বিএনপি নেতা তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাঠানো চিঠি তুলে দেন জয়শংকর। দুজনের মধ্যে কথাও হয় বেশ কিছুক্ষণ। বাংলাদেশের নির্বাচনি আসরে আওয়ামী লিগের অনুপস্থিতিতে বিএনপির দিকে ঝুঁকে ভারত কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু মুস্তাফিজুরকে কেকেআর থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলল।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

ব্যক্তি জনপ্রিয়তা ও গণতন্ত্রের রাজনীতি

মানুষ আজ তত্ত্বের চেয়ে মুখ খোঁজে, আদর্শের চেয়ে অনুভব। এই বাস্তবতা সম্ভাবনা ও সতর্কতা, দুই-ই বহন করে।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

- এআই

ইতিহাসে স্বৈরাচারী শাসকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রায় প্রত্যেক স্বৈরাচারী শাসকের উত্থান ব্যক্তি জনপ্রিয়তার হাত ধরে ঘটে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের দেশে জনপ্রিয় ব্যক্তিসত্তা কখনো-কখনো রাজনৈতিক পরিসর নিয়ন্ত্রণ করলেও ব্যক্তি কখনও সেই অর্থে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। দু-একটি ক্ষেত্রে তেমন সম্ভাবনা তৈরি হলেও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সাধারণ মানুষ সেই প্রবণতা প্রতিহত করেছেন।

আজকের দিনে শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা বিশ্বে রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে ব্যক্তির জনপ্রিয়তা অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। দল, সমাজতত্ত্ব কিংবা মতাদর্শের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষ একজন ব্যক্তির প্রতি বেশি আস্থাশীল হতে চাইছেন, যিনি দুঃখে-সুখে পাশে দাঁড়াবেন। যিনি শুধু তত্ত্বকথা নয়, অনুভব দিয়ে জীবনের গভীরে পৌঁছাতে পারেন। রাজনীতি আজ তাই অনেকটাই আবেগের।

এখানেই উঠে আসে ব্যক্তি জনপ্রিয়তা পরিমাপের প্রশ্ন। কেবল নির্বাচনি জয় কি এর একমাত্র সূচক? নাকি এমন পরিস্থিতি ব্যক্তি জনপ্রিয়তার প্রকৃত মাপকাঠি, যেখানে দলের প্রতি ততটা আস্থাশীল না হলেও ব্যক্তি হিসেবে একজন নেতা এতটাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেন যে, দীর্ঘ সময় তিনি শাসনের কেন্দ্রে অবস্থান করেন! আমাদের দেশের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয়তার নিরিখে পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁদের শাসনকালে দলীয় মতাদর্শ ও রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা অস্বীকার করারও উপায় নেই।

নেহরুর কথা

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘ সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপস্থিতি ছিল ইতিহাসের অনিবার্য বাস্তবতা। কিন্তু এই দীর্ঘ শাসনকালকে কি আমরা আজকের অর্থে 'ব্যক্তি জনপ্রিয়তা'র উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি? নাকি তখনকার রাজনৈতিক বাস্তবতায়, স্বাধীনতা পরবর্তী সর্বভারতীয় পরিসরে জাতীয় কংগ্রেসের সমান্তরালে কোনও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি না থাকায় নেহরুই স্বাভাবিক ও সর্বসম্মত নেতৃত্ব হিসেবে সামনে এসেছিলেন?

নেহরুর জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে ছিল, কিন্তু তা অনেকটা ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের ফসল। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা, জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধির রাজনৈতিক উত্তরসূরি এবং সমদর্শিতার পূজারি। ফলে নেহরুর দীর্ঘ প্রধানমন্ত্রিত্ব ব্যক্তি জনপ্রিয়তার চেয়ে বেশি ছিল প্রতিষ্ঠান ও ইতিহাসনির্ভর।

পথ দেখালেন ইন্দিরা

বরং ইন্দিরা গান্ধির উত্থান ভারতীয় রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। জরুরি অবস্থা জারি করে গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার পর ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তাঁর পরাজয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন- এই দুই বিপরীত অভিজ্ঞতা ব্যক্তি জনপ্রিয়তার শক্তিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। বিশেষত ১৯৭১ সালে প্রবল আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইন্দিরাকে দৃঢ়, আপসহীন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

যেখানে দল ও মতাদর্শের ঊর্ধ্বে এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ও সাহস জাতীয় আবেগের কেন্দ্রে স্থান পায়। একই সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াকে সংহত করা এবং জাতিসত্তার প্রশ্নকে সামনে রেখে মুলায়ম সিং যাদব, কাশীরাম, লালুপ্রসাদ যাদব, নীতীশ কুমার, জর্জ ফার্নান্ডেজদের মতো নেতাদের উত্থান ব্যক্তি জনপ্রিয়তার প্রাথমিক উপসর্গ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনন্য দক্ষিণ ভারত

দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে ব্যক্তি জনপ্রিয়তার আরও নাটকীয় রূপ দেখা যায়। এমজি রামচন্দ্রন কিংবা এনটি রামারাও চলচ্চিত্রের পর্দা থেকে সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছোন। তাঁদের জনপ্রিয়তা জটিল রাজনৈতিক তত্ত্বের ওপর নয়, বরং গড়ে ওঠে নায়কোচিত ভাবমূর্তি, দরিদ্রের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি এবং আঞ্চলিক জাতিসত্তার আবেগকে সামনে রেখে। এম করুণানিধির নেতৃত্বে দ্রাবিড় রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয় যুক্ত হয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক পরিসর নির্মাণ করে।

বাজপেয়ী ও জোট রাজনীতি

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অটলবিহারী বাজপেয়ীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত হলেও তিনি এককভাবে নিজের ক্যারিশমায় দলকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় আনতে পারেননি। তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে জোট রাজনীতির ওপর। এর একটি বড় কারণ, তাঁর সময়ে কংগ্রেসের বাইরে কোনও রাজনৈতিক দল দেশ চালাতে পারে- এমন বিশ্বাস মানুষের মনে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেননা, ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা পরবর্তী প্রথম মোর্চা সরকার এবং ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধি পরবর্তী ভিপি সিংয়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয় মোর্চা সরকারের অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশবাসীর মনে অনিশ্চয়তা তৈরি করে দিয়েছিল।

ফলে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির বাজপেয়ীর পক্ষে একা কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে ধর্মীয় আবেগনির্ভর একটি দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আস্থাশীল করা সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও জোট রাজনীতিতে ভর করে তাঁর পাঁচ বছরের দেশশাসন কম কৃতিত্বের নয়। আসলে রাজনীতিতে ব্যক্তি জনপ্রিয়তার তাত্ত্বিক প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে গেলে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের 'Charismatic Authority' তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

ওয়েবারের মতে, ক্যারিশমাটিক কর্তৃত্ব এমন এক শাসনরূপ যা আইন বা প্রথার ওপর নয়, বরং জনগণের বিশ্বাস ও আবেগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক গণতন্ত্রে গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি এই ক্যারিশমাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নেতা আজ কেবল প্রশাসক নন, তিনি প্রতীক, গল্পকার এবং অনেক সময় জাতির মানসিক অভিভাবক। তাই আজ শুধু আমাদের দেশে নয়, বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় নেতার সংজ্ঞা যেমন বদলেছে, তেমনই নেতৃত্বের প্রকাশ ও ধরন পালটে গিয়েছে।

ব্যক্তিনির্ভরতার নয়া যুগ

এই বাস্তবতায় উত্থান নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির। তাঁর আগে অ-কংগ্রেসি সরকার দেশ শাসন করায় জনগণের মনে বিকল্প শাসনের ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রস্তুত জমিতে মোদি নিজের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা, উন্নয়নের ভাষ্য এবং শক্ত নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন। যে প্রবণতার প্রতিফলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও স্পষ্ট।

জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময়ে দল ও মতাদর্শ ছিল রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। ব্যক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কখনও দলের ঊর্ধ্বে ওঠেনি। বর্তমান বাস্তবতায় বহু সমালোচনা সত্ত্বেও ব্যক্তির প্রতি ভরসাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার শাসনক্ষমতায় ফিরিয়ে আনছে। তাঁর রাজনৈতিক ভাষা তাত্ত্বিক নয়, আবেগী। প্রশাসনিক নয়, মানবিক। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পগুলিতে অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি একধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিনিয়োগ ঘটেছে। এগুলি মানুষের মনে বিশ্বাস জাগিয়েছে যে, রাষ্ট্র তাঁদের দেখছে ও চিনছে।

বিশ্বের দরবারে

বিশ্ব রাজনীতিতেও ব্যক্তি জনপ্রিয়তার যুগ স্পষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বারাক ওবামার Yes We Can স্লোগান একসময় প্রজন্মের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার সেই আবেগকে উলটোদিক থেকে কাজে লাগিয়ে বলেছেন, Make America Great Again. অর্থাৎ জাতীয় গর্ব, অতীতের মহিমা ও ক্ষোভ- এই ত্রিমাত্রিক আবেগের ওপর ভর করে তিনি নিজের জনপ্রিয়তা গড়ে তুলেছেন। দলীয় জনপ্রিয়তা কম থাকা সত্ত্বেও তাঁর নেতৃত্বে রিপাবলিকান পার্টি আবার হোয়াইট হাউসের ক্ষমতায়।

তুরস্কের রিসেপ তায়িপ এর্দোগান প্রথাগত রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে একক ব্যক্তিত্বে দেশ চালানোর সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। ইউক্রেনের ভোলোদোমির জেলেনস্কিও জনপ্রিয়তার এই নতুন রাজনৈতিক সূত্রের অনুসারী। তবে ব্যক্তি জনপ্রিয়তার এই যুগে গণতন্ত্রের ঝুঁকি কম নয়। অতিমাত্রায় জনপ্রিয় নেতা কখনো-কখনো প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে দেন, সমালোচনাকে শত্রুতা হিসেবে দেখেন এবং শাসন ব্যবস্থাকে অতিরিক্ত ব্যক্তিনির্ভর করে তোলেন।

ইতিহাস দেখিয়েছে, যেখানে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করেছে, সেখানে গণতন্ত্র সংকটে পড়েছে। আবার যেখানে জনপ্রিয়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা গিয়েছে, সেখানে গণতন্ত্র প্রাণ পেয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, রাজনীতিতে ব্যক্তি জনপ্রিয়তা কোনও সাময়িক প্রবণতা নয়। এটা সমাজের গভীর মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রতিফলন।

মানুষ আজ তত্ত্বের চেয়ে মুখ খোঁজে, আদর্শের চেয়ে অনুভব। এই বাস্তবতায় ব্যক্তি জনপ্রিয়তা যেমন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়, তেমনই সতর্কতার সংকেত বহন করে। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর- আমরা কি কেবল ব্যক্তির মোহে ভাসব নাকি সেই মোহের মধ্যেই প্রতিষ্ঠান ও বিবেককে দৃঢ় করে ধরে রাখতে পারব?

(লেখক শিক্ষক। দিনহাটার বাসিন্দা)

আজ

১৮৬৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ।

১৯৩৪

মাস্টারদা সূর্য সেন শহিদ হন আজকের দিনে।

আলোচিত

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিটা প্রায় হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু এটা ট্রাম্পের চুক্তি ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কেবল একটা ফোন করতেন মোদি। কিন্তু মোদি এতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেননি। উনি ফোন করেননি। চুক্তির জটিলতা নিয়ে বন্ধ দরজার আড়ালে দুই দেশের কথা হবে। প্রকাশ্যে নয়।

- পীযূষ গোয়েল

ভাইরাল/১

রাতের অন্ধকারে পাহাড় বেয়ে উঠছে কে? অশরীরী নাকি অন্য কিছু? মাত্তির ভিডিও ঘিরে তোলপাড় নেটদুনিয়া। ঘুটঘুটে অন্ধকারে এক কালো ছায়ামূর্তি খাড়া পাহাড় বেয়ে তরতরিয়ে উঠছে। তার চোখ দুটি গাড়ির হেডলাইটের মতো জ্বলছে।

ভাইরাল/২

খামেনেই সরকারের বিরুদ্ধে লন্ডনের কেনসিংটনে ইরানি দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ চলছিল। সেই সময় এক বিক্ষোভকারী দূতাবাসের দিকে ছুটে যান। তারপর দেওয়াল বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে পড়েন। ইরানের জাতীয় পতাকা টেনে ছিঁড়ে ফেলেন। শ্রীঘরে প্রতিবাদী।

জনমন
জনমত

বিবেকানন্দ এক আলোকবর্তিকা

চতুর্দিকে এখন সামাজিক অবক্ষয়ের চালচিত্র। প্রতিহিংসার দাবানলে জ্বলছে পৃথিবী। 'বিনা রণে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' - এই মনোভাব দ্বারা পুষ্ট সকলে। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবার নোঙর বাঁধা একই ঘাটে। হিংস্র পশুর থেকেও অধম। মানবিকতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, শৌর্য পরাস্ত মানবকুলের কাছে। এখনও জাতপাতের ছত্রছায়ায় সুখনিদ্রায় মগ্ন। যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই সমীকরণ চলতেই থাকবে।

আমরা ভুলে গিয়েছি যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার কথা। একটি কৌপীন সম্বল করে নিদারুণ শীতে, অনাহারে মাত্র পাঁচ মিনিটের বক্তৃতায় বিশ্ব জয়ের কথা সে এক ইতিহাস! বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বামীজির বাণী খুবই প্রাসঙ্গিক। বিবেকানন্দ পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালাতে চেয়েছিলেন প্রতিটি ঘরের আঙিনায়।

সেই আঙিনায় ফুল, মালায় সাজাই তাঁকে। তাঁর কর্ম ও ধর্ম উদ্বেলিত করে। দিশেহারা তরুণসমাজ আজ মেরুদণ্ডহীন। তোমার গৈরিক রংয়ের প্রেমের বাণীতে রাঙানো বাকি বাস্তবের মাটি। তাঁর আশা ও স্বপ্ন এখনও আলো দেখায়।

হে মহামানব! তুমি পথভ্রষ্ট পথিকের একমাত্র দিশা। চিরন্তন সত্য তুমি রয়েছ স্মরণে মননে। জীবনের পাথেয় হোক তোমার আশীর্বাদ।

সন্ধ্যা দত্ত, শিলিগুড়ি।

ট্রেনের বর্ধিত ভাড়ায় আপত্তি

ভারতের রেল ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী মাধ্যম হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে ট্রেনই একমাত্র ভরসা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রেলের ভাড়া ধারাবাহিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ পড়েছে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের আয় সীমিত। শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেই তাদের জীবনযাপন করতে হয়। এর ওপর যদি যাতায়াতের খরচও বেড়ে যায়, তাহলে ট্রেনে ভ্রমণ করাও অনেকের কাছে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রী, চাকরিজীবী, ছোট ব্যবসায়ী এবং গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে কাজ করতে আসা মানুষজনের জন্য এই ভাড়া বৃদ্ধি বিশেষভাবে সমস্যা তৈরি করে। রেলপথ শুধু যাতায়াতের মাধ্যম নয়, এটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত থাকে। রেলের ভাড়া কমানো হলে মানুষ আরও বেশি ট্রেনে যাতায়াত করতে উৎসাহিত হবেন। আমাদের দাবি, রেল কর্তৃপক্ষ যেন মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে টিকিটের ভাড়া যুক্তিসংগতভাবে কমায়।

রীতম হালদার
সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিবেকের মুখোমুখি হয়ে তাঁকে স্মরণ

মানুষ কি এগোচ্ছে? তার আত্মবিশ্বাস কি বেড়েছে? আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তাঁর এই প্রশ্নগুলিই আমাদের পাথেয়।

শমিত বিশ্বাস

- এআই

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন এলেই আমরা অভ্যাসমতো আলো জ্বালাই, মঞ্চ সাজাই, স্মরণসভা করি। বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা যেন নিজেদের দায় শেষ করি। পরদিন আবার স্বস্তির জীবনে ফিরে যাই— যেখানে প্রশ্ন নেই, অস্বস্তি নেই, কেবল চলমান অভ্যাস। কিন্তু এই স্মরণ কি সত্যিই স্মরণ? নাকি এটি আত্মতুষ্টির এক নীরব আয়োজন, যেখানে আমরা মানুষটিকে স্মরণ করি, কিন্তু তাঁর প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যাই?

যাঁর নামের মধ্যেই আছে 'বিবেক', তাঁকে স্মরণ করতে হলে আগে নিজের বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। আর এই মুখোমুখি হওয়াটাই মানুষের কাছে সবচেয়ে কঠিন। কারণ বিবেক প্রশ্ন করে, আর প্রশ্ন মানুষের আরামের শত্রু। বিবেকানন্দ কোনও উৎসবের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অস্বস্তির মানুষ। যেখানে সমাজ নিশ্চিন্তে নিজেকে সঠিক বলে ধরে নেয়, সেখানে তিনি আয়নার মতো দাঁড়িয়ে বলতেন— নিজের মুখটা একবার ভালো করে দেখো। তিনি ঈশ্বরকে আকাশে বসাননি। রেখেছিলেন মানুষের ভেতরে। তাই তাঁর দর্শন এত কঠিন, এত নির্দয়ভাবে সত্য। আকাশের ঈশ্বরকে অস্বীকার করা যায়, ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বরকে নিয়ে তর্ক করা যায়, কিন্তু মানুষের ভেতরের ঈশ্বরকে অস্বীকার করলে নিজের কাছেই অপরাধী হতে হয়। আর মানুষ নিজের কাছে অপরাধী হতে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। এই ভয় থেকেই জন্ম নেয় নীরবতা, আপস আর ভণ্ড শ্রদ্ধা।

আজ আমরা কোন সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি? রাষ্ট্র শক্তিশালী—এই দাবি জোরালো। উন্নয়নের গল্প চারদিকে ছড়িয়ে আছে। অর্থনীতি সংখ্যায় বড় হচ্ছে, পরিসংখ্যান বলছে আমরা এগোচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন হল—মানুষ কি এগোচ্ছে? তার আত্মবিশ্বাস কি বেড়েছে? তার মর্যাদা কি সুরক্ষিত হয়েছে? নাকি সে কেবল আরও নিখুঁতভাবে টিকে থাকার কৌশল শিখে নিয়েছে? এই প্রশ্নগুলো বিবেকানন্দের প্রশ্ন। কিন্তু আজকের সমাজ সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার বদলে সেগুলো এড়িয়ে যাওয়াকেই নিরাপদ পথ বলে মেনে নিয়েছে। আমরা উন্নয়নের কথা বলতে ভালোবাসি, কিন্তু সেই উন্নয়নের ভেতরে মানুষের চোখের দিকে তাকাতে ভয় পাই। কারণ সেই চোখে আছে ক্ষুধা, আছে অপমান, আছে দীর্ঘ অপেক্ষার ক্লান্তি।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'আগে মানুষ হও, তারপর সবকিছু।' কিন্তু আমরা উলটো পথ বেছে নিয়েছি। আমরা আগে ব্যবস্থা বানিয়েছি, তারপর মানুষকে সেই ব্যবস্থার ভেতরে ঢুকিয়ে তাকে যন্ত্রের একটি অংশে পরিণত করেছি। ফলে উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু উন্নয়ন মানুষের ভেতরে ঢোকেনি। শিক্ষা বেড়েছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা কমেছে। প্রযুক্তি এসেছে, কিন্তু সংবেদনশীলতা কমে গিয়েছে। সবচেয়ে ভয়ংকর জায়গাটি এখানেই—আমরা আর লজ্জা পাই না। ক্ষুধার্ত মানুষ দেখে আমাদের অস্বস্তি হয় না। বেকার তরুণ আমাদের কাছে একটি পরিসংখ্যান মাত্র। অসুস্থ মানুষকে আমরা বোঝা বলে ভাবতে শিখেছি। এই অনুভূতিহীনতাই বিবেকানন্দের দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

তিনি শক্তির কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেই শক্তি ছিল আত্মিক—আত্মসম্মান থেকে জন্ম নেওয়া শক্তি। আজ আমরা শক্তি বুঝি দখল হিসেবে, ক্ষমতা হিসেবে, নিয়ন্ত্রণ হিসেবে। কিন্তু যে শক্তি অন্যকে ছোট করে, যে শক্তি ভয় দেখিয়ে টিকে থাকে—সে শক্তি নয়, সে দুর্বলতার নগ্ন প্রকাশ। বিবেকানন্দ যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে ভারত ভিক্ষা করে বাঁচবে না। সে ভারত মাথা তুলে দাঁড়াবে—মর্যাদায়, আত্মবিশ্বাসে, মানবিকতায়।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪২

পাশাপাশি : ১। ছোলা, বুট ৪। ভয়প্রদ, মমতা, ব্যথা ৫। খোনা, নাকি ৭। বড় কচ্ছপ, কচ্ছপ ৮। স্বপক্ষীয় লোকজন ৯। ইংরেজি বছরের মাস ১১। দেবরাজ ইন্দ্র ১৩। ইতিহাসোক্ত মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সৈন্যদল ১৪। অশ্বারোহী সৈন্যদল ১৫। দেবমন্দিরাদির পরিচালক সন্ন্যাসী, নবধা ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত।

উপর-নীচ : ১। মালাইচাকির আরেক নাম ২। পা, পদক্ষেপ, ঘোড়ার গতিভঙ্গি ৩। আবেগে বিহ্বল, আতিশয্যজনিত অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি ৬। ওস্তাদ, কর্মকুশল পণ্ডিত, স্বর্ণকার ৯। প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি ১০। সরু ও কোমলতার ভাবপ্রকাশ ১১। বরিশালে উৎপন্ন সরু ধান ও তার চাল ১২। বাংলার একটি ঋতু।

সমাধান ■ ৪৩৪১

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। খটকা ৫। খবরদার ৭। শপতি ৯। কলমি ১১। কলমবাজ ১৪। কয়েদ ১৫। কক্ষান্তর।

উপর-নীচ : ১। মিশমিশ ২। ময়ূখ ৩। খদির ৪। কাবার ৬। দামাল ৮। পঞ্চাল ১০। মিতাক্ষর ১১। কয়েক ১২। মরদ ১৩। জম্বুক।

বিন্দুবিসর্গ

সোমনাথের শৌর্যে হিন্দুত্বে শান নমোর

আহমেদাবাদ, ১১ জানুয়ারি : রবিবার গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে ‘শৌর্য যাত্রা’য় নেতৃত্ব দিয়ে এক গভীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতের হাজার বছরের লড়াই এবং পুনর্জাগরণের কথা বলতে গিয়ে তিনি কার্যত আসন্ন নির্বাচনের আগে ‘হিন্দুত্ব’ এবং ‘সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ’-এর পালে নতুন হাওয়া দিয়েছেন। ১০৮টি ঘোড়া এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান কেবল ধর্মীয় উৎসবে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তা হয়ে উঠেছে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এক বড় মঞ্চ।

সোমনাথ স্বাভিমান পর্বে যোগ দিয়ে এদিন তাঁর ভাষণে বারবার ‘দাসত্বের মানসিকতা’র কথা উল্লেখ করেছেন। তা করতে গিয়ে তিনি নাম না করে নিশানা করেন মূলত নেহরু-গান্ধি পরিবার এবং কংগ্রেসকে। ইতিহাসকে টেনে এনে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সোমনাথ মন্দিরের সংস্কারে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। মোদি বলেন, ‘যাঁরা ভারতের নিজস্ব আধ্যাত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করে তোষণের রাজনীতি করেছিলেন, তাঁরা আজ ইতিহাসের পাতায় বিলীন, কিন্তু সোমনাথের বিজয়পতাকা আজও অমলিন।’

তিনি বলেন, ‘ঘৃণা, অত্যাচার আর সন্ত্রাসের প্রকৃত ইতিহাস আমাদের থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের শেখানো হয় মন্দির লুট করতেই হামলা চালানো হয়েছিল। স্বাধীনতার পর যখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সোমনাথ মন্দির

> **যাঁরা ভারতের নিজস্ব আধ্যাত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করে তোষণের রাজনীতি করেছিলেন, তাঁরা আজ ইতিহাসের পাতায় বিলীন, কিন্তু সোমনাথের বিজয়পতাকা আজও অমলিন**
>
> নরেন্দ্র মোদি

পুনর্নির্মাণের শপথ নিলেন, তখন তাঁর পথেও বাধা দেওয়া হয়েছিল।’ প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, ‘স্বাধীনতার পর যে শক্তি গুজরাটে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের বিরোধিতা করেছিল, তারা এখনও সক্রিয় রয়েছে। ভারতকে তাই সতর্ক, ঐক্যবদ্ধ ও ওই শক্তিকে হারানোর মতো ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।’

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মোদি সোমনাথের ধ্বংস এবং পুনর্গঠনের ইতিহাসকে অত্যন্ত সুকৌশলে সমসাময়িক রাজনীতির মেরুকরণে ব্যবহার করছেন। গজনি থেকে ঔরঙ্গজেব—আক্রমণকারীদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বারবার হিন্দু বীরত্বের কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, বিজেপিই একমাত্র শক্তি যারা ‘আক্রমণকারীদের’ ইতিহাস মুছে ভারতের গৌরব পুনরুদ্ধার করছে। একই সঙ্গে নিজেকে ‘হিন্দুহৃদয় সম্রাট’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি আসলে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মের এক অচ্ছেদ্য মেলবন্ধন ঘটাচ্ছেন।

১২ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথম অর্থাৎ সোমনাথ মন্দিরের ট্রাস্টি হিসেবে মোদি নিজেকে ঐতিহ্যের অতন্দ্রপ্রহরী হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ‘সোমনাথের কাহিনী হল ভারতের গল্প। বৈদেশিক শক্তি এই মন্দিরের মতো বারবার ভারতকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। হানাদাররা ভেবেছিল এই মন্দিরটি ধ্বংস করে তারা জিতে যাবে। কিন্তু ১ হাজার বছর পরও সোমনাথের ধ্বজা মাথার ওপরে উড়ছে। ১০০০ বছরের এই সংগ্রামের সঙ্গে সমসাময়িক ইতিহাসের সমতুল্য কোনও কিছুই নেই।’

শৌর্য যাত্রায় অন্য মেজাজে প্রধানমন্ত্রী। রবিবার সোমনাথে।

রুবিও ‘প্রেসিডেন্ট’ হলে আপত্তি নেই

এবার কিউবাকে সতর্কবার্তা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ও কারাকাস, ১১ জানুয়ারি : ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা দখলের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার প্রতিবেশী দেশ কিউবার দিকে নজর ঘোরালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ সরাসরি কিউবাকে হুমকি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সময় থাকতে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি না করলে চরম মূল্য চোকাতে হবে। ট্রাম্পের স্পষ্ট বার্তা, ভেনেজুয়েলা থেকে কিউবায় যাওয়া তেল ও অর্থের জোগান এবার পুরোপুরি বন্ধ হতে চলেছে।

নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বড় হরফে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘কিউবায় আর এক ফোঁটা তেল বা এক পয়সাও যাবে না-শূন্য! আমি পরামর্শ দিচ্ছি, দেরি হওয়ার আগেই ওরা যেন আমাদের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলে।’ ট্রাম্পের দাবি, কয়েকদশক ধরে ভেনেজুয়েলার ‘একনায়ক’দের নিরাপত্তা দেওয়ার বিনিময়ে কিউবা বিপুল পরিমাণ তেল ও অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। কিন্তু গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন অভিযানের পর সেই সমীকরণ বদলে গিয়েছে। ট্রাম্পের কথায়, ‘বেশিরভাগ কিউবান নিরাপত্তারক্ষী গত সপ্তাহে মার্কিন হামলায় মারা পড়েছে। ভেনেজুয়েলাকে ওই গুন্ডা আর তোলাবাজদের হাত থেকে বাঁচানোর দরকার নেই।’

এদিন আরও একধাপ এগিয়ে

> **কিউবায় আর এক ফোঁটা তেল বা এক পয়সাও যাবে না-শূন্য! আমি পরামর্শ দিচ্ছি, দেরি হওয়ার আগেই ওরা যেন আমাদের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলে।**
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ভেনেজুয়েলাকে রক্ষা করার জন্য এখন আমেরিকার শক্তিশালী সেনাবাহিনী রয়েছে। পাশাপাশি মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও কিউবার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, এমন একটি পোস্ট শেয়ার করে ট্রাম্প লেখেন, ‘শুনতে খারাপ লাগছে না!’ পর্যবেক্ষকদের মতে, ভেনেজুয়েলার পর কিউবার ওপর এই অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ লাতিন আমেরিকায় মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের এক বৃহত্তর কৌশলের অংশ।

অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক প্রত্যক্ষদর্শী রক্ষীর দাবি, মার্কিন সেনার অত্যাধুনিক ‘সনিক ওয়েপন’ বা শব্দ-অস্ত্রের দাপটে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী। তিনি বলেন, ‘হঠাৎ ওরা এমন কিছু একটা ছুড়ল যাতে মনে হচ্ছিল তীব্র এক শব্দতরঙ্গ আমার মাথার ভেতরে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। আমাদের সবার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করল, কেউ কেউ রক্তবমি করছিল। আমরা নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।’ ভীত-সন্ত্রস্ত ওই রক্ষীর সাবধানবাণী, ‘যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা ভাবছে, তাদের জন্য এটি একটি সতর্কবার্তা। ওরা কী করতে পারে, সে সম্পর্কে কারও কোনও ধারণাই নেই।’

কদম কদম বাড়ায়ে যা... *রবিবার নয়াদিল্লির কর্তব্যপথে।*

স্বামীর খুনের সাক্ষী হওয়ায় প্রাণ গেল বধূর

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : ঠিক যেন কোনও টানটান ক্রাইম থ্রিলারের নৃশংস চিত্রনাট্য। তবে সিনেমা নয়, দিল্লির রাজপথে ঘটে যাওয়া এক পৈশাচিক বাস্তবতা। ২০২৩-এ চোখের সামনে স্বামীকে খুন হতে দেখেছিলেন বছর ৪৪-এর রচনা যাদব। সেই খুনের মামলার প্রধান সাক্ষী ছিলেন তিনি। কিন্তু আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া আর হল না। স্বামীর খুনিদের হাতেই প্রাণ দিতে হল উত্তর-পশ্চিম দিল্লির শালিমারবাগের গৃহবধূকে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, রচনার পথ আটকায় দুই দুষ্কৃতী। খুব শান্ত গলায় একজন তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করে। রচনা নিজের পরিচয় দিতেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাঁর কপালে গুলি চালিয়ে দেয় আততায়ী। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

গুজরাটে ৭ লক্ষ কোটি লগ্নি ঘোষণা আম্বানির

রাজকোট, ১১ জানুয়ারি : গুজরাটের মাটি থেকে বড় চমক দিলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি। রবিবার রাজকোটে আয়োজিত ‘ভাইব্রান্ট গুজরাট’ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে তিনি ঘোষণা করেন, আগামী পাঁচ বছরে গুজরাটে ৭ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স। গত পাঁচ বছরের তুলনায় এই বিনিয়োগের অঙ্ক ঠিক দ্বিগুণ।

আম্বানি বলেন, ‘জামনগরকে বিশ্বের বৃহত্তম গ্রিন এনার্জি হাবে পরিণত করা হবে এবং সেখান থেকেই ভারত পরিবেশবান্ধব শক্তি রপ্তানি করবে।’ সাধারণ মানুষের কাছে সস্তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পৌঁছে দিতে জামনগরেই তৈরি হচ্ছে দেশের বৃহত্তম ‘এআই-রেডি’ ডেটা সেন্টার। জিও-র মাধ্যমে এই পরিষেবা মিলবে স্থানীয় ভাষায়। এছাড়া ২০৩৬ সালে আহমেদাবাদে অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্ন পূরণে সরকারের সঙ্গী হবে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন। এদিন প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের ‘অজেয় রক্ষাকবচ’ আখ্যা দিয়ে আম্বানি বলেন, ‘মোদি জমানাতে ভারত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে কর্মতৎপরতার পথে এগিয়েছে।’

কেন্দ্রের রোষ, পদক্ষেপ এক্সের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্কের সংস্থা এক্সের এআই প্ল্যাটফর্ম ‘গ্রোক’ ব্যবহার করে নানাবিধ অশ্লীল ছবি তৈরি ও সেইসব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কেন্দ্রের কড়া নির্দেশে এআই-এর অপব্যবহার রুখতে সম্প্রতি ৩,৫০০-এর বেশি পোস্ট ব্লক এবং ৬০০টি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে এক্স। কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, এক্স যদি নিয়ম মেনে কাজ না করে, তাহলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী তারা তাদের আইনি রক্ষাকবচ হারাবে। চাপের মুখে মাস্কের সংস্থা জানিয়েছে, ভবিষ্যতে বিতর্ক ঠেকাতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ভারত আমাকে ভয় পায়, দাবি সইফুল্লার

ইসলামাবাদ, ১১ জানুয়ারি : পহলগামে ২৬ জন নিরীহ মানুষের রক্তপাতের পৈশাচিক স্মৃতি আজও দেশবাসীর মনে টাটকা। সেই ক্ষতে নুন ছিটিয়ে এবার বিষোদ্গার করল হামলার মূলচক্রী তথা লস্কর-ই-তৈবার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা সইফুল্লা কাসুরি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তান জঙ্গিদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার যতই নাটক করুক না কেন, খোদ পাক সেনার সঙ্গে তাদের ‘গলাগলি’ যে কতটা গভীর, তা এবার প্রকাশ্য জনসভায় ফাঁস করে দিল এই কুখ্যাত জঙ্গি। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পাকিস্তানের এক স্কুলের অনুষ্ঠানে কচিকাঁচাদের সামনে দাঁড়িয়ে সগর্বে সে দাবি করছে, ভারত নাকি তাকে যমের মতো ভয় পায়!

ভিডিওতে কাসুরিকে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলতে শোনা যায়, ‘তোমরা কি জানো, ভারত আমাকে ভয় পায়? পহলগাম হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আজ আমার নাম গোটা বিশ্বে পরিচিত হয়ে গিয়েছে।’ শুধু তাই নয়, জঙ্গি দমনে ভারতের সাম্প্রতিক ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সাফল্যকে খাটো করার চেষ্টা চালিয়ে জঙ্গি নেতার হুংকার, ‘অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে শুধু জঙ্গিঘাঁটি বেছে নিয়ে হামলা চালিয়ে ভারত বড় ভুল করেছে।’ লস্কর যে কখনও জঙ্গিবাদের লক্ষ্য ছেড়ে পিছু হটবে না, সেই হুঁশিয়ারিও শোনা গিয়েছে তার গলায়।

তবে কাসুরির বক্তৃতায় সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্যটি হল পাক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যোগসাজশ। আন্তর্জাতিক চাপ এড়াতে ইসলামাবাদ বরাবর জঙ্গি-যোগ অস্বীকার করলেও কাসুরি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছে, সে পাক সেনার নিয়মিত অতিথি। তার দাবি, ‘পাক সেনা আমাকে রীতিমতো আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ জানায়। কোনও পাক সেনার মৃত্যু হলে জনাজার নমাজ পাঠ করার জন্য সেনা কর্তৃপক্ষ বিশেষ সম্মানের সঙ্গে আমাকেই ডেকে পাঠায়।’

কাসুরির মন্তব্যে স্পষ্ট, ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার শীর্ষ নামগুলি প্রতিবেশী দেশে কার্যত ‘রাষ্ট্রীয় অতিথি’র মর্যাদা পাচ্ছে। এনআইএ-এর চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম থাকা কাসুরির এই ‘স্বীকারোক্তি’ দিল্লির সরকারি মহলে নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

ঘিরে ধরে কুয়াশা যখন... *রবিবার প্রয়াগরাজে।*

সাইবার প্রতারণার শিকার দম্পতি

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : এক অনাবাসী বয়স্ক দম্পতি দিল্লিতে জালিয়াতির শিকার হলেন। অভিযোগ, সাইবার অপরাধীরা তাঁদের ১৭দিন বাড়িতে ডিজিটাল গ্রেপ্তার করে রেখেছিল। ওইসময় তারা প্রায় ১৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ঘটনা ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে পুলিশ প্রশাসনে। প্রতারণা চক্রের অনুসন্ধানে তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশ।

প্রতারিত স্বামী-স্ত্রী ড. ওম তানেজা ও ইন্দিরা তানেজা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতেন। তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রসংঘের কর্মী। ৪৮ বছর আমেরিকায় ছিলেন। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসরের পর ২০১৫ সালে ভারতে এসে দাতব্যসেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন তাঁরা। প্রতারণা সম্পর্কে তদন্তে জানা গিয়েছে, ২৪ ডিসেম্বর এক ব্যক্তি নিজেকে টেলিকম দপ্তরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে ফোনে বলেন, দম্পতির নামে সিম কার্ড নথিভুক্ত হয়ে অবৈধ কাজ চলছে। ওই ব্যক্তির শাগরেদরা নিজেদের সিবিআই পরিচয় দিয়ে দম্পতিকে ভয় দেখান যে, দম্পতি অর্থ পাচারের মামলায় জড়িত। অভিযুক্তরা তাঁদের নজরবন্দি করে জানায় তাঁরা ডিজিটালি গ্রেপ্তার হয়েছেন। অভিযোগ, দম্পতিকে ১৭ দিন ডিজিটাল গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল। ওই সময়ে ধাপে ধাপে তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৪.৮৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকেরা। ওই অবস্থায় আর থাকতে না পেরে দম্পতি পুলিশের দ্বারস্থ হন। বিষয়টি তদন্ত করছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের সাইবার ইউনিট ‘দ্য ইনটেলিজেন্স ফিউশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অপারেশনস (আইএফএসও)’।

ইনস্টাগ্রামে সিঁধ কাটছে হ্যাকাররা

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : সমাজমাধ্যমে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কি শুধুই একটা শব্দবন্ধ? সাইবার দুনিয়ায় শোরগোল ফেলে দিয়েছে ইনস্টাগ্রামের তথ্য ফাঁসের খবর। সাইবার সুরক্ষা সংস্থা ‘ম্যালওয়্যারবাইটস’-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, প্রায় ১৭.৫ কোটি ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য এখন হ্যাকারদের হাতের মুঠোয়। এই বিপুল তথ্য ডার্ক ওয়েব বা ইন্টারনেটের অন্ধকার দুনিয়ায় বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে, যা ডিজিটাল সুরক্ষা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

কোন কোন তথ্য বেহাত হয়েছে? জানা গিয়েছে, ব্যবহারকারীদের নাম, ই-মেল আইডি, ফোন নম্বর, এমনকি ঠিকানাও পৌঁছে গিয়েছে হ্যাকারদের কাছে। ম্যালওয়্যারবাইটসের এক আধিকারিকের কথায়, ‘ডার্ক ওয়েব স্ক্যান করার সময় আমরা দেখেছি এই তথ্যগুলি বিনামূল্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ফিশিং বা অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বদলে যাওয়ার ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে।’ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ২০২৪ সালের একটি ‘এপিআই’ ত্রুটি থেকে এই তথ্য চুরি হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বহু ব্যবহারকারী অভিযোগ করেছেন, তাঁরা ইনস্টাগ্রাম থেকে না চাইতেই ‘পাসওয়ার্ড রিসেট’ ই-মেল পাচ্ছেন। ম্যালওয়্যারবাইটসের সতর্কবার্তা, হ্যাকারেরা আপনার ফোন নম্বর বা ই-মেল ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ‘ডেটা ব্রিচ’ সাধারণ ব্যবহারকারীদের অন্য সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টেও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। ভারতে ইনস্টাগ্রামের বিশাল বাজার রয়েছে। প্রায় ৪৮ কোটি মানুষ এই অ্যাপ ব্যবহার করেন। ফলে তথ্য ফাঁসে ভারতীয়দের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও বেশি। ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইন অনুসারে এই ধরনের ঘটনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও, এখন পর্যন্ত মেটা এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি জারি করেনি।

রোহিঙ্গা খুঁজবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

মুম্বই, ১১ জানুয়ারি : দেশ থেকে রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করতে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট সহ যতগুলি রাজ্যে এসআইআর হয়েছে, সেখানে কোথাও এখনও পর্যন্ত একজনও অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে মুম্বই মহানগরকে রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের সাহায্য নেওয়া হবে বলে জানিয়ে চমক দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

কিন্তু এআই দিয়ে রোহিঙ্গা, অনপ্রবেশকারী খুঁজে বের করা? শুনতে অদ্ভুত লাগলেও ভোটে জিতে ক্ষমতায় এলে এই অসাধ্যসাধনটিই করে দেখাতে চাইছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন মহাযুতি। রবিবার মুম্বইয়ে পুরভোটের ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের গলায় আধুনিক মুম্বই গড়ার অঙ্গীকারের ডাক দেন। সেখানেই ওই চমকদার ঘোষণাটি করা হয়। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী শনাক্তকরণে প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে ফড়নবিশ বলেন, ‘আমরা মুম্বইকে অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের হাত থেকে মুক্ত করব।’ এই কাজের জন্য আইআইটি-র বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে একটি বিশেষ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই টুল তৈরি করা হবে, যা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। নাগরিক পরিষেবা থেকে দুর্নীতি দূর করতে এবং পুরসভার স্কুলগুলিতে এআই ল্যাব তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এই কাজটি করা সম্ভব তা অবশ্য খোলসা করেননি ফড়নবিশ বা শিন্ডে।

তবে কেবল অনুপ্রবেশ দমন নয়, মুম্বইবাসীকে এক আধুনিক ও স্বচ্ছন্দ নগরী উপহার দেওয়ার একাধিক ‘স্মার্ট’ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে জোট। পাশাপাশি বর্ষায় মুম্বইয়ের চিরচেনা জলমগ্ন দশা কাটাতে ‘জাপানি প্রযুক্তি’ এবং মাটির নীচে বিশাল ফ্লাড ওয়াটার ট্যাংক তৈরির স্বপ্নও দেখানো হয়েছে এই ইস্তাহারে।

ফোন, নেট ছাড়াই দোভালের জীবন

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় প্রযুক্তির জয়জয়কার চারদিকে। হাতে স্মার্টফোন আর তাতে নেট সংযোগ না থাকলে বর্তমান প্রজন্মের নাভিশ্বাস ওঠে। অথচ এই আকাশছোঁয়া প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়ে ভারতের ‘ধুরন্ধর’ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভাল শোনালেন এক বিস্ময়কর তথ্য। তাঁর দাবি, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ফোন বা ইন্টারনেট, কোনওটাই ব্যবহার করেন না! তার বদলে দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় সামলানোর জন্য সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে থাকা ভিন্নতর কিছু যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন তিনি।

রবিবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ‘বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ’-এ যোগ দিয়েছিলেন দোভাল। সেখানেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ৩ হাজার তরুণদের সামনে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের এই চাঞ্চল্যকর অভ্যাসটি শেয়ার করেন তিনি। ফোন ছাড়া কীভাবে চলে কাজ? অনুষ্ঠানে এক তরুণ দোভালকে প্রশ্ন করেন, ফোনের এই যুগে তিনি কীভাবে সবার সাথে যোগাযোগ রাখেন? মৃদু হেসে তিনি উত্তর দেন, ‘আমি কীভাবে ফোন ছাড়াই কাজ চালাই, সেটা আপনারা জানলেন কী করে? হ্যাঁ, এটা সত্যি যে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমি ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করি না বললেই চলে। তবে হ্যাঁ, বিদেশের কারও সঙ্গে জরুরি প্রয়োজনে কথা বলতে হলে মাঝে মাঝে ফোন ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু সাধারণত যোগাযোগের জন্য এমন কিছু পদ্ধতি আমি ব্যবহার করি, যা সাধারণ মানুষের অজানা।’ আসলে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে গোয়েন্দা প্রধানরা এমন এনক্রিপ্টেড বা অত্যন্ত গোপনীয় মাধ্যম ব্যবহার করেন, যা হ্যাকারদের নাগালের বাইরে থাকে।

পার্লামেন্টে ‘আমেরিকা নিপাত যাক’ স্লোগান

তেহরান, ১১ জানুয়ারি : রবিবার সকালে ইরানি ‘মজলিস’ (পার্লামেন্ট)-এর পরিবেশটা আর পাঁচটা দিনের মতো ছিল না। অধিবেশন শুরুর আগে থেকেই সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনার আঁচ টের পাওয়া যাচ্ছিল। যখন স্পিকার মহম্মদ বাকের কালিবাফ পোডিয়ামে দাঁড়ালেন, তাঁর গলায় যুদ্ধের হুংকার। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক হুঁশিয়ারির জবাবে কালিবাফ বলেন, ‘আমেরিকা যদি ভুল করেও ইরানে আঘাত হানে, তবে তার ফল হবে ভয়াবহ। শুধু মার্কিন ঘাঁটি নয়, আমাদের নিশানায় থাকবে ইজরায়েল এবং সমুদ্রে ভাসমান মার্কিন নৌবহরও।’

কালিবাফের এই বার্তার সঙ্গে সঙ্গেই পার্লামেন্টে শুরু হয় প্রচণ্ড শোরগোল। সাংসদরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকেন- ‘আমেরিকা নিপাত যাক’। এই দৃশ্যই বলে দিচ্ছিল, পরিস্থিতি কতটা খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েক সপ্তাহে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আর মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবাদে শুরু হওয়া আন্দোলন খামেনেই প্রশাসনের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। ইরানি মুদ্রা রিয়ালের দাম এতটাই পড়ে গিয়েছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে খাবার জোটানো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে ওয়াশিংটন। হোয়াইট হাউস থেকে ট্রাম্প স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, ‘ইরান স্বাধীনতার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, আর আমেরিকা সাহায্য করতে তৈরি।’ আমেরিকার সংবাদমাধ্যমগুলি দাবি করছে, পেন্টাগন ইতিমধ্যে ইরানের নির্দিষ্ট সামরিক লক্ষ্যবস্তু এবং পরমাণু কেন্দ্রগুলির তালিকা তৈরি করে ফেলেছে। প্রয়োজনে আকাশপথে বড় ধরনের হামলার ছকও কষা হয়েছে। মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ঘনঘন ফোনালাপ সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে।

ইরানের অন্দরে বিক্ষোভ দমন করতে প্রশাসন এখন চরম কঠোর। রাজধানী তেহরান থেকে শুরু করে মাশহাদ-সর্বত্রই জ্বলছে প্রতিবাদের আগুন। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েও মানুষের ক্ষোভকে আড়াল করা যাচ্ছে না। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, শয়ে শয়ে প্রতিবাদী প্রাণ হারিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষ কারাবন্দি। হাসপাতালগুলিতে আহতদের ভিড় উপচে পড়ছে। যদিও সরকারি হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৬৫ বলে দাবি করা হচ্ছে। সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ মোহাহিদি আজাদ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, প্রতিবাদীদের ‘আল্লার শত্রু’ হিসেবে গণ্য করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, ইরান সরকারের পিঠ ঠেকে গিয়েছে। একদিকে দেশের অভ্যন্তরে চরম বিদ্রোহ, অন্যদিকে আমেরিকার সামরিক হুমকি। এর ওপর গত বছরের জুনে ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষে ইরানের আকাশপথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই দুর্বল অবস্থায় ইরান যদি পালটা আঘাতের পথে হাঁটে, তবে তা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা করতে পারে। সব মিলিয়ে, পারস্য উপসাগরের শান্ত জল এখন উত্তাল হয়ে ওঠার অপেক্ষায়। স্পিকার কালিবাফের সেই হুংকার কি শুধু কথার কথা, না কি সত্যিই তেহরান এক বড় ধ্বংসলীলার প্রস্তুতি নিচ্ছে- তা নিয়ে এখন চরম উদ্বেগে আন্তর্জাতিক মহল।

পালটা হামলার হুঁশিয়ারি তেহরানের

নজরে ইরান

- ইজরায়েল, মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু, জানাল তেহরান
- ইরানে বিক্ষোভকারীদের ওপর দমন-পীড়ন জারি থাকলে বড় ধরনের বিমান হামলার ছক ওয়াশিংটনের
- দেশজুড়ে বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা
- রিয়ালের দামে রেকর্ড পতন, আকাশছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতি

ইংরেজিতে নম্বর তোলার কৌশল

বিকাশ সাহা, *শিক্ষক*
জোড়াই উচ্চবিদ্যালয়
কোচবিহার

ছাত্রছাত্রীরা, মাধ্যমিক পরীক্ষা তোমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। হাতে রয়েছে মাত্র কয়েকটি দিন। এই সময় প্রতিটি বিষয়েই তোমাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার পালা। ইংরেজিতে একটি কথা আছে 'All's well that ends well' তোমরা যদি শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্বটি খুব ভালোভাবে সেরে নিতে পারো, তাহলে প্রতিটি বিষয়েই খুব ভালো পরীক্ষার আশা করতে পারো। মাধ্যমিকের বিষয়গুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনেকের কাছে ভীতির বিষয় হল ইংরেজি। যেহেতু পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিকে ইংরেজি পরীক্ষা হয়ে থাকে তাই গোটা পরীক্ষার সূচিজুড়ে আত্মবিশ্বাস ও মানসিক স্থিরতা বজায় রাখার জন্য ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা ভালো হওয়াটা খুবই দরকার। তাই আজ তোমাদের ইংরেজি বিষয়টির সার্বিক তথা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কীভাবে সেরে নেওয়া দরকার, সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

❑ Text বইয়ের Prose ও Poetry গুলি একবার করে ভালো line by line অর্থ বুঝে পড়ে নেওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে Prose ও poetry-এর ক্ষেত্রে prose/poetry টির নাম ও author/poet-এর নাম বানান সহ শিখে নেবে। prose গুলির থেকে 1 ও 2 নম্বরের প্রশ্নগুলি পড়ে নেবে। চেষ্টা করবে text থেকে হুবহু লাইন copy না করে প্রশ্নটি পড়ে প্রশ্নের ভাষা অনুসারে text থেকে information নিয়ে উত্তর লেখার। প্রতিটি poetry-এর summary, central idea পড়ে যাবে সেই সঙ্গে 1 ও 2 নম্বরের প্রশ্ন লেখা অভ্যাস করে যাবে, এক্ষেত্রেও poetry থেকে হুবহু লাইন copy না করে প্রশ্নটি পড়ে প্রশ্নের ভাষা অনুসারে text থেকে তথ্য নিয়ে উত্তর লিখবে। এখানে যদিও তোমাদের পাঠ্যবইয়ের Prose এবং Poetry তুলে দিয়ে উত্তর করতে বলা হয়, তবুও বলব প্রদত্ত অংশটি মনোযোগ দিয়ে একবার পড়ে নিয়ে উত্তর লেখা শুরু করবে। জানা Prose বা Poetry হওয়ার জন্য তোমরা অনেকেই না পড়েই উত্তর লেখা শুরু করে দাও। এটা করবে না। প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদত্ত অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করেই যেহেতু লিখতে হয় তাই লক্ষ রাখবে তোমার উত্তরে প্রদত্ত অনুচ্ছেদের বাইরের তথ্য যেন ঢুকে না যায়।

❑ Unseen-এর জন্য সারাবছর ধরে প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে হবে। এই মুহূর্তে তোমরা Test Paper থেকে Unseen Comprehension গুলি ধারাবাহিকভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকো। এই Section টি তোমাদের কাছে ভীতির অন্যতম কারণ। প্রথমেই প্রদত্ত Passage টি কী ধরনের (Newspaper report/Story/Article/Essay) তা দেখে নেবে। তারপর ঠান্ডা মাথায় মনোযোগ দিয়ে পুরো Passage একবার পড়ে যতটা সম্ভব বোঝার চেষ্টা করো। প্রথমেই সম্পূর্ণ বুঝবে না, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এখানে একটি কথা বলে রাখি Passage টি পড়ার আগে কখনোই passage-এর নীচে দেওয়া Question গুলি দেখবে না। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই এই ভুলটি করে থাকে। যদি প্রথমেই Question গুলি দেখে নাও, তাহলে Passage টি পড়ে বুঝতে সমস্যা হবে। কারণ তুমি যখন Passage টি পড়তে থাকবে, নিজের অজান্তেই তুমি Question-এ দেওয়া লাইনগুলো Passage-এ খুঁজতে থাকবে। তাই Passage-এর বিষয়বস্তু বোঝার ক্ষেত্রে তুমি মনোনিবেশ করতে পারবে না। প্রয়োজনে Passage-এর নীচের Question গুলো ঢেকে নিয়ে Passage টি পড়ো। প্রথমবার পড়ে যতটুকু বুঝলে বুঝে নেওয়ার পর Passage টির বিষয়বস্তুর সাপেক্ষে অজানা শব্দগুলির অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। কোনও একটি নির্দিষ্ট লাইনের একটি অজানা শব্দের অর্থ ওই লাইনের বাকি শব্দগুলির সম্মিলিত অর্থের দ্বারা বোঝার চেষ্টা করবে, দেখবে খানিকটা বুঝতে পারছ। এভাবে অন্তত দু'বার ভালো করে পড়ে নিয়ে উত্তর লেখা শুরু করবে।

❑ Grammar section টি নম্বর তোলার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি grammar-এ ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশি থাকে। তাই সারাবছর ধরে grammar-এর প্র্যাকটিসের পাশাপাশি শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হিসেবে তোমরা structure of various tenses, voice change, narration change, degree change, বিভিন্ন রকম transformation of sentence-এর নিয়মগুলি অবশ্যই আরও একবার ঝালিয়ে নেবে। এর পাশাপাশি vocabulary-এর অন্তর্গত phrasal verb, appropriate preposition-এর মতো topic গুলিও একবার করে চোখ বুলিয়ে নেবে।

পরীক্ষায় grammar-এর উত্তর করার সময় তোমাদের দ্বিগুণ সচেতন থাকতে হবে। প্রথমেই instruction-টি পড়ে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় একটু ভেবে নিয়ে উত্তর লেখা শুরু করবে। Do as directed প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার সময় প্রতিটি word লেখার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এখানে Sentence-এ be verb/ preposition/tense/proper form of verb এই সংক্রান্ত ভুলগুলি হামেশাই হয়ে থাকে। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে উত্তর লিখতে হবে। বাড়িতে প্র্যাকটিস করার সময় থেকেই এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবে। Phrasal verb-এর ক্ষেত্রে শুধু underlined শব্দটি না পড়ে পুরো sentence টি পড়ে নিয়ে সঠিক phrasal verb টি নির্বাচন করতে হবে। অনেক সময় underlined word-এর পূর্বে was/were, has/have/had ইত্যাদি auxiliary হিসেবে থাকে, সেক্ষেত্রে underlined verb টি অবশ্যই past participle form-এ রয়েছে। যে verb গুলির past আর past participle form একই, সেই verb গুলির ক্ষেত্রে শুধু underlined word টি দেখে সেটিকে তোমরা past form বলে ভুল করতে পারো, তাই অবশ্যই পুরো sentence পড়ে নিয়ে সঠিক form টি বুঝে সেই অনুসারে phrasal verb টির সঠিক form লেখা বাঞ্ছনীয়। form ভুল হলে নম্বর কাটা যেতে পারে।

মাধ্যমিকের প্রস্তুতি ২০২৬

Grammar and vocabulary section-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল Finding words from the passage (Unseen)। এখানে 4টি Word-এর জন্য 8 নম্বর থাকে। তাই ভালো নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি নির্ভর করে তোমার নিজস্ব Word Stock-এর ওপর। যার শব্দভাণ্ডারের ওপর দখল যত বেশি সঠিক শব্দ নির্বাচন করা তার পক্ষে তত সুবিধাজনক। চারটি Word-এর মধ্যে যদি দু'-একটির উত্তর তোমার জানা থাকে তবে খুব ভালো। বাকিগুলোর উত্তর নির্বাচনের জন্য guess work-কে কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে একটি কৌশল অবলম্বন করবে। প্রথমেই দেখে নেবে প্রদত্ত word-টি কোন Parts of Speech। এবার Passage থেকে word খোঁজার ক্ষেত্রে unknown word থেকে তুমি ওই Parts of Speech-এর Word-ই খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। যেমন প্রদত্ত Word-টি যদি Adjective হয় তাহলে ওই word এর Similar meaning-টিও অবশ্যই Adjective হবে। এই কৌশল অবলম্বন করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমানো যাবে।

❑ Writing Skill section টি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেহেতু এখানে 3টি writing-এর জন্য 30 নম্বর বরাদ্দ থাকে তাই সারাবছর ধরে ধারাবাহিক প্রস্তুতি অপরিহার্য। এই শেষ মুহূর্তে Test Paper-এর Question Set গুলি থেকে নতুন নতুন writing গুলি একটু নিজের মতো করে গুছিয়ে নিয়ে লেখার মতো প্রস্তুতি নিতে থাকো। তবে এই মুহূর্তে নতুন করে খুব বেশি writing মুখস্থ না করাই ভালো। এক্ষেত্রে আগের মুখস্থ করা writing গুলি বারবার করে revise করবে। মনে রাখবে 3টি writing-ই তুমি পরীক্ষায় common পাবে এবং তিনটিই মুখস্থ করে হুবহু পরীক্ষায় লিখবে, এরকম আশা না করাই ভালো। একটি বা দুটি যদি তোমার মুখস্থ করা থেকে common পেয়ে যাও, তাহলে খুবই ভালো, বাকি writing গুলি কোনও মতেই ছেড়ে না এসে সেই writing-এর Rules বা structure মেনে, points দেওয়া থাকলে points গুলি ধরে ধরে গুছিয়ে নির্ভুলভাবে লিখে আসার চেষ্টা করবে। মনে রাখবে, লেখা অল্প হোক, কিন্তু তা নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রতিটি writing লেখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম বা pattern বা structure মেনে লিখতে হয়। এই নিয়ম বা pattern বা structure গুলি ভালো করে রপ্ত করে যাবে। সব ধরনের writing-এর জন্য নিয়ম বা pattern বা structure গুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভুল হওয়া একদম বাঞ্ছনীয় নয়। ভুল হলে নম্বর কাটা যাবে। যেমন বিভিন্ন ধরনের formal letter কিংবা informal letter গুলি লেখার জন্য আলাদা আলাদা structure অবলম্বন করতে হয়। এখানে structure-এ গণ্ডগোল করে, main body of the letter খুব ভালো লিখলেও নম্বর কাটা যাবে। তাই এই বিষয়ে খুব সচেতন থাকবে। Notice লেখার সময় Notice-এর date-এর সঙ্গে যেন programme-এর date এর অবশ্যই সামঞ্জস্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি পরীক্ষায় Celebration of World Environment Day বিষয়ে Notice লিখতে বলা হয় সেক্ষেত্রে Notice লেখার date টি পরীক্ষার দিনের date (03/02/2026) লিখে programme-এর date notice লেখার date থেকে 7-8 দিন পরের date বসিয়ে দিলে কিন্তু বড়সড়ো ভুল হয়ে যাবে। কারণ World Environment Day 5th June পালিত হয়। তাই এক্ষেত্রে notice date 5th June-এর 7-8 দিন আগের date দেবে। এরকম বিশেষ বিশেষ দিনের Celebration সংক্রান্ত notice লিখতে বলা হলে Date লেখার বিষয়ে খুবই যত্নবান থাকবে। writing-এর প্রদত্ত প্রশ্নটি আগে ভালো করে পড়ে বুঝে নেবে, যদি প্রশ্নের সঙ্গে points/hints উল্লেখ করা থাকে তাহলে সেই প্রতিটি points/hints যেন অবশ্যই তোমার writing-এর লেখা হয়। কোনও point/hint বাদ গেলে তার জন্য নম্বর কাটা যাবে।

2026 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য যে writing খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি হল: 1. Notice Writing, 2. Personal বা Informal Letter, 3. Story writing, 4. Paragraph Writing/process writing/biography writing এছাড়াও অন্যান্য writing গুলিও লিখে আসার মতো প্রস্তুতি নিয়ে যাবে।

ছিটমহলের ইতিহাস

রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক, *সহকারী অধ্যাপক, শামুকতলা সিধো কানহো কলেজ, আলিপুরদুয়ার*

দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসের চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ছিটমহল। এই বিষয়টির উপর তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে। তাই বর্তমান সময়ের এই প্রাসঙ্গিক বিষয়টি নিয়ে আজ আলোচনা করা হল- ভারত বিভাজনের পর, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা ছাড়াও একটি বড় সমস্যা ছিল ছিটমহল সমস্যা। প্রশ্ন হল ছিটমহল কী? পার্থপ্রতিম বাসিল বলেন, 'ছিটমহল হল রাষ্ট্রের এক বা একাধিক ক্ষুদ্র অংশ, যা অন্য রাষ্ট্র দ্বারা আবদ্ধ বা পরিবেষ্টিত। ওখানে যেতে হলে অন্য রাষ্ট্রের জমির ওপর দিয়ে যেতে হয়, অর্থাৎ অন্য একটি দেশের মূল ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে বিরাজমান জনপদ।' অর্থাৎ ছিটমহল হল এমন একটি ভূখণ্ড যা একটি দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিছিন্ন হয়ে অন্য একটি দেশের মধ্যে অবস্থিত।

২০১৫ সালের চুক্তি অনুসারে ভারত বাংলাদেশকে হস্তান্তর করে ১১১টি ছিটমহল যার আয়তন ছিল ৩৫০০ একর জমি এবং প্রায় এক লাখ লোক। বাংলাদেশ ভারতকে হস্তান্তর করে ৫১টি ছিটমহল যার আয়তন ছিল ৩০০০ একর জমি এবং জনসংখ্যা প্রায় ৭০,০০০। ফলে দেখা যায় দুই দেশের ১৬২টি ছিটমহল ২০১৫ সালের চুক্তির শর্ত অনুসারে বিনিময় করে এবং দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধের অবসান ঘটায়।

● **প্রবন্ধের উদ্দেশ্য :** ছিটমহল ও তিনবিঘা করিডর নিয়ে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই এই প্রবন্ধে আমি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের মানদণ্ডে দেখানোর চেষ্টা করেছি- ১) ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যার উৎস ও অভিমুখ। ২) ছিটমহলের মানুষের আর্থসামাজিক বর্তমান অবস্থা। ৩) কোন কোন অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী শক্তি এই সমস্যার সমাধানে অন্তরায়। ৪) বাংলাদেশের দহগ্রাম ও অঙ্গারপোঁতার ছিটমহলের মানুষের সংকট ও ভারতের ছিটমহল শালবাড়ি, দেওতি, নটকটকা, বেওলাডাঙ্গা, কাজলদিঘি, নাজিরগঞ্জ, দইখাতা প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের সংকটের প্রকৃত সমাধান কীভাবে সম্ভব। ৫) এই তিনবিঘা করিডর সমস্যার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা।

● **গবেষণালব্ধ প্রশ্ন :** স্বভাবতই কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসে তা হল ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের উৎসভূমি ও অভিমুখ কী ছিল? ছিটমহলের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা দেশভাগের পূর্বে কেমন ছিল অথবা এখন কেমন আছে? কোন কোন অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী শক্তি সমস্যার সমাধানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল? ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের ধরন কি সমগোত্রীয়?

● **ছিটমহলের উদ্ভবের কারণ :** ছিটমহল নানা ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে-যেমন নদীর গতিপথ পরিবর্তনের জন্য অনেক জায়গায় ছিটমহল সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকগণ মনে করে যে, ছিটমহল সমস্যা ব্রিটিশ যুগের নয়। মধ্যযুগে রংপুর ও কোচবিহার রাজার আমল থেকে এই সমস্যার বীজ লুকিয়েছিল। কারণ তিস্তার পাড়ে কোচবিহারের রাজা এবং রংপুরের মহারাজার মধ্যে দাবা, তাস ও পাশা খেলায় বাজির পুরস্কার হিসেবে এই এলাকাগুলো আদানপ্রদান হত। ফলে কোচবিহার এবং রংপুরের কিছু অংশ একে অপরের ভিতর ঢুকে যায়। এরপর ব্রিটিশ যুগে সমস্যাটি সমাধান না করে বাংলা বিভাজনের জন্য চারজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় যার সভাপতি ছিলেন স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ। এছাড়া ছিলেন সিসি বিশ্বাস (কংগ্রেস), বিকে মুখার্জি (কংগ্রেস), সালেহ মোহাম্মাদ আক্রাম (মুসলিম লিগ)। বাংলা বিভাজনের জন্য তাঁরা দিল্লিতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মোহাম্মাদ আলি জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে বাংলা সম্পর্কে যাঁর একেবারেই ধারণা নেই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল মূল দায়িত্ব। তাই র‍্যাডক্লিফ সাহেব যখন সীমানা নির্ধারণ করেন তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেননি এই জটগুলো। কিন্তু এই জট যে বটের শিকড়ের মতো এতদূর বিস্তৃত হবে তা ভাবেননি।

এছাড়া আরও নানা কারণে ছিটমহলের উৎপত্তি হতে পারে। যেমন যুদ্ধের পর স্থান বিনিময় চুক্তির মাধ্যমেও ছিটমহলের উদ্ভব হয় এই বিষয়টি সমর্থন করেন অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ ও দেবব্রত চাকি। অধ্যাপক কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর বলেন যে, 'মোগলদের সময়ে কোচবিহার সীমান্তের কিছু অংশ তারা দখল করে নেয়। এই খণ্ড খণ্ড গ্রামগুলিই পরবর্তীকালে ছিটমহলে রূপান্তরিত হয়।' উল্লেখযোগ্য, কয়েকটি ছিটমহল হল-বত্রিশগাছ কিসমত, শিব প্রসাদ মোস্তাফি, করলা, মশালডাঙ্গা, কছয়া, কানতুনুগগর, বাঁশজানি পোয়াতুরকুঠি প্রভৃতি। নীচের মানচিত্রের মাধ্যমে ছিটমহলের ধারণা পাওয়া যেতে পারে-

● **মূল্যায়ন :** স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হল, তবুও আমরা উত্তরবঙ্গের সীমান্ত সমস্যার নিরসনে কতটুকু সফল হলাম? কেন আমরা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি না? এখন প্রশ্ন হল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা আর কতদিন চলবে? যাঁরা এখনও বাংলাদেশের অধীন ভারতীয় ছিটে বসবাস করছেন তাঁরা প্রত্যাশা করেন তাঁদের যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। আবার যাঁরা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দ্বারা উৎখাত হয়ে পালিয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে এসেছেন তাঁরা আশা করেন ভারত সরকার তাঁদের নাগরিকত্ব প্রদানের পাশাপাশি সমস্তরকম নাগরিক সুযোগসুবিধা প্রদান করবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশের ছিটমহলের আর্থসামাজিক উন্নতি হলে ভারতীয় ছিটের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে কেন উন্নয়ন হবে না? শুভাশিস সেন, তাই মন্তব্য করেন যে, 'এই ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের বাসিন্দারা যেমন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন তেমনি সে দেশের নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। যা কিছু অন্তর্নিহিত কারণ ছাড়া অসম্ভব।' ১৯৯৫ সালে ২০ মার্চ অমর রায় প্রধান যখন সরকারের কাছে জানতে চান যে সরকার ছিটমহলের বাসিন্দাদের ভোটাধিকারের কথা কী ভাবছে, সে সময় সরকারের স্পষ্ট উত্তর ছিল ছিটমহলগুলিতে সরকারের কোনও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানে আইন বলে কিছু নেই। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। কারণ এখানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা কোনও কিছুরই ভালো বন্দোবস্ত নেই। ভারতের ছিটমহল যেমন শালবাড়ি, দেওতি, নটকটকা, বেওলাডাঙ্গা, কাজলদিঘি, নাজিরগঞ্জ, দইখাতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে চিত্রগুলো আরও কঠিন ও নিদারুণ।

উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস

মাধ্যমিক ভূগোলের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালা পুর উচ্চবিদ্যালয়
তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় প্রতিটা বিষয়ের নিবিড় অনুশীলন ও অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূগোলের ক্ষেত্রেও বহু বিকল্প ভিত্তিক (MCQ) প্রশ্নের পাশাপাশি বড় প্রশ্ন, ব্যাখ্যামূলক, ধারণাগত প্রশ্নের সঠিক উত্তর ভালো নম্বর তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন

প্রশ্নমান ৫

১) শুষ্ক অঞ্চলে বায়ু এবং জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট পাঁচটি ভূমিরূপের সচিত্র বিবরণ দাও?
২) নদীর নিম্নগতি ও উচ্চগতিতে ক্ষয়কার্য এবং সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট পাঁচটি ভূমিরূপের বিবরণ দাও?
৩) বায়ুর ক্ষয়কার্য ও সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট পাঁচটি ভূমিরূপের সচিত্র বিবরণ দাও?
৪) হিমবাহ ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের বিবরণ দাও?
৫) বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্যের পাঁচটি প্রধান কারণ ব্যাখ্যা করো?
৬) পৃথিবীর নিয়ত বায়ুগুলির উৎপত্তি ও গতিপথ ব্যাখ্যা করো?
৭) পৃথিবীর বায়ুচাপ বলয়গুলির সঙ্গে নিয়ত বায়ুর সম্পর্ক লেখো?
৮) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ও পরিচলন বৃষ্টিপাত কীভাবে সংঘটিত হয় চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো?
৯) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু, ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু, তুন্দ্রা জলবায়ুর অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো?
১০) সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির কারণ এবং এর নিয়ন্ত্রকগুলি আলোচনা করো?
১১) ভারতের জনসংখ্যার অসম বণ্টনের পাঁচটি কারণ আলোচনা করো?
১২) ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থায় পাঁচটি গুরুত্ব আলোচনা করো?
১৩) ভারতে নগর গড়ে ওঠার পাঁচটি কারণ আলোচনা করো?
১৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাঁচটি কারণ লেখো?
১৫) পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতির কারণ আলোচনা করো?
১৬) ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পেট্রো রসায়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের পাঁচটি কারণ উল্লেখ করো?
১৭) ইক্ষু, চা, কার্পাস, কফি, ধান চাষের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ আলোচনা করো?
১৮) ভারতের পশ্চিম হিমালয়ের ভূপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও?
১৯) বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব লেখো?
২০) ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব লেখো?
২১) পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমির তুলনা করো?
২২) দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর হিমালয় পর্বতের ভূপ্রকৃতি আলোচনা করো?
২৩) ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ করে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও?
২৪) উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদনদীর তুলনা করো?
২৫) ভারতের অর্থনীতিতে পরিবহণ ও জলপথের গুরুত্ব আলোচনা করো?

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

প্রশ্নমান ৩

১) দূর সংবেদন ব্যবস্থার গুরুত্ব অথবা সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করো?
২) ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রের তিনটি ব্যবহার উল্লেখ করো?
৩) জিও স্টেশনারি এবং সান-সিনক্রোনাস উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য লেখো?
৪) পরিবেশের ওপর বর্জ্যের তিনটি প্রভাব আলোচনা করো?
৫) প্রকৃতি অনুসারে বর্জ্যের উদাহরণ সহ শ্রেণিবিভাগ করো?
৬) গ্যাসীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের তিনটি উপায় লেখো?
৭) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার 4R পদ্ধতি বলতে কী বোঝো?
৮) জলপথকে উন্নয়নের জীবনরেখা বলা হয় কেন?
৯) অ্যাক্টিভ সেন্সর ও প্যাসিভ সেন্সর-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো?
১০) ভারতের পশ্চিমবাহিনী নদী মোহনায় বদ্বীপ গড়ে ওঠেনি কেন?
১১) ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাতের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো?
১২) স্বচ্ছ ভারত এবং নমামি গঙ্গে প্রকল্প কী?
১৩) মোটরগাড়ি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সমস্যা ও সমাধান লেখো?
১৪) সিফ বালিয়াড়ি ও তীর্যক বালিয়াড়ির তিনটি পার্থক্য লেখো?
১৫) সবুজ বিপ্লব সম্পর্কে লেখো?
১৬) BOD ও COD কী?
১৭) FCC ও TCC কী?
১৮) ওজোন গ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখো?
১৯) বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে লেখো?
২০) বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পদ্ধতি গুলো কী কী? সেগুলো সম্পর্কে লেখো?
২১) দক্ষিণ ভারত কফি চাষে উন্নত কেন?
২২) বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

> মনে রাখবে, খুঁটিয়ে পুরো বই পড়ার কোনও বিকল্প নেই। সুস্পষ্ট বিষয়গত ধারণার প্রকাশ পরীক্ষার্থীদের ফুল মার্কস পেতে সাহায্য করে। ২০২৬ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সামগ্রিকভাবে সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন দেওয়া হল।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

প্রশ্নমান ২

১) বেস লেভেল অফ ইরোসন কী?
২) মাস মুভমেন্ট কী?
৩) পর্যায়ন কী?
৪) এরোসল কী?
৫) অধঃক্ষেপণ কী?
৬) স্বাভাবিক বাঁধ কীভাবে গড়ে ওঠে?
৭) পলল শঙ্কু ও পলল ব্যজনীর মধ্যে দুটো পার্থক্য লেখো?
৮) নুনাটকস কী?
৯) হিমশৈল কী?
১০) জেরোফাইট উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লেখো?
১১) জেট বায়ু কী?
১২) রেগুর মৃত্তিকা কী?
১৩) লোয়েস সমভূমি কী?
১৪) রেটুন কী?
১৫) খরিফ শস্য কী?
১৬) নগরায়ণ কী?
১৭) ধারণযোগ্য উন্নয়ন কী?
১৮) পণ্যসূচক কী?
১৯) শিকড় আলগা শিল্প কী?
২০) উদীয়মান শিল্প কী?
২১) ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কাকে বলে?
২২) হিমপ্রাচীর কী?
২৩) এল নিনো ও লা নিনা কী?
২৪) রিমোট সেন্সিং কী?
২৫) পুনঃরপ্তানি বন্দর কী?
২৬) অবরোহণ ও আরোহণের দুটি পার্থক্য লেখ?
২৭) সামাজিক বনসৃজনের দুটি উদ্দেশ্য লেখো?
২৮) নদীগ্রাস কী?
২৯) কিউসেক ও কিউমেক কী?
৩০) ঝুলন্ত উপত্যকা কী?
৩১) বৈপরীত্য উত্তাপ কী?
৩২) ইনসুলেশান কী?
৩৩) গর্জনশীল চল্লিশা কী?
৩৪) মৌসুমি বিস্ফোরণ কী?
৩৫) মোনেক্স কী?
৩৬) শৈবাল সাগর কাকে বলে?
৩৭) অ্যাপোজি কী?
৩৮) স্ক্রাবার কী?
৩৯) ফ্লাই অ্যাশ কী?
৪০) জনবিস্ফোরণ কী?
৪১) জনাকীর্ণতা কী?
৪২) শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি কী?
৪৩) হীরক চতুর্ভুজ কী?
৪৪) শস্যাবর্তন কী?
৪৫) সমচাপ রেখা কাকে বলে?

একশো শতাংশ অসম্ভব নয় জীবনবিজ্ঞানে

১০০/১০০

২০২৫ মাধ্যমিকে অর্চিষ্মান রায় চৌধুরী আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল থেকে জীবনবিজ্ঞানে ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করতে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানাল অর্চিষ্মান রায় চৌধুরী।

২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জানাই আন্তরিক শুভকামনা। মাধ্যমিক জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা, তাই এই সময় মনের মধ্যে ভয়, উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তা থাকা স্বাভাবিক। তাই সকলকে শেষপর্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।

মাধ্যমিকের 'জীবনবিজ্ঞান' পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য তোমাদের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ তুলে ধরলাম :

● **গুরুত্ব দাও বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নকে :**

মাধ্যমিকের প্রায় সকল পরীক্ষাতেই MCQ-কে একটি কঠিন বিভাগ বলে গণ্য করা হয়। জীবনবিজ্ঞানও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলস্বরূপ পরীক্ষায় সকল MCQ-এর উত্তর করতে হলে কমপক্ষে দুই-তিনটি পাঠ্যবই পড়তে হবে। পরীক্ষার আগে রিভাইস করা জরুরি।

● **প্র্যাকটিস করো সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :**

MCQ-এর পর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি হল দুই নম্বরের 'সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন'। এই বিভাগটির ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রশ্নগুলিকে অনেকটাই ঘুরিয়ে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ – 'মানবদেহে ইনসুলিন হরমোনের ভূমিকা' এই প্রশ্নের পরিবর্তে 'মিষ্টি খাওয়ার পর মানবদেহে হরমোনের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করো' করা হয়ে থাকে। এই সকল প্রশ্নের উত্তর করতে হলে পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ার সঙ্গে প্রয়োজন উপস্থিত বুদ্ধি, তৎপরতা ও লেখার নৈপুণ্যতা অর্থাৎ উত্তর যেন শব্দসীমার মধ্যে সঠিক পয়েন্ট ধরে আলোচিত হয়।

● **গুরুত্ব দেবে চিত্র অঙ্কনে :**

'মানসচিত্র, শব্দচিত্র' ভালো করে দেখে যেও। আর চিত্রভিত্তিক প্রশ্নগুলির উত্তরে চিত্র অঙ্কন ও চিহ্নিতকরণের সময় পেন্সিল ব্যবহার কোরো।

● **পরীক্ষার আগে বারবার রিভাইস করো :**

উপরোক্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখে এখন কেবল টেস্ট পেপার, বিভিন্ন মডেল সেট সলভের ওপরে জোর দিতে হবে। আর বিগত বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ধরে ধরে সলভ করতে হবে। এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিভিশন দিয়ে পরীক্ষার সেটগুলোকে শেষ করার প্র্যাকটিস করতে হবে। এই সময় বাড়তি চাপ নেওয়া যাবে না ও আত্মবিশ্বাস হারালে হবে না। পাঠ্যবইয়ের সমস্ত অধ্যায়ের কঠিন এককগুলি তোমরা তোমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে ভালো করে বুঝে নেবে। সবশেষে বলব, পরীক্ষায় যেন তোমরা তোমাদের সেরাটা দিতে পারো সেটার চেষ্টা করবে। আশা করি, তোমাদের সবার পরীক্ষা ভালো হবে।

ছোট্ট তারা

রানি সরকার জলপাইগুড়ি সদর গার্লস স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। রানি বেসরকারি সংস্থা দ্বারা আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতার গ্রুপ বি-তে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

যানজট সমস্যার সমাধান অধরা জলপাইগুড়িতে

হকাররা ফুটপাথেই

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : গত বছর পুজোর আগে পর্যন্ত ত্রাহিত্রাহি রব উঠেছিল জলপাইগুড়ি শহরের ফুটপাথের ব্যবসায়ী বা বলা ভালো হকারদের উচ্ছেদ নিয়ে। সকালবিকাল পুলিশি এবং পুরসভার উচ্ছেদ অভিযানে তটস্থ হয়ে উঠেছিলেন হকাররা। বেশ কিছুদিন যানজটহীন শহর উপভোগ করেছিলেন শহরবাসী। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই পুলিশ-পুরসভার চরম হুঁশিয়ারিকে তোয়াক্কা না করে ফের ফুটপাথ দখল করে বসেছেন হকাররা।

কাপড় থেকে জুতোর দোকানির ফুটপাথ দখলে গাড়িঘোড়ার সঙ্গে রাস্তা দিয়েই হেঁটে যেতে হচ্ছে ক্রেতা থেকে শহরবাসীকে। মার্চেন্ট রোড, ডিবিসি রোড, বৌবাজার, দিনবাজার সব এলাকার ছবি একই। উকিলপাড়ার বাসিন্দা মৈনাক চক্রবর্তীর কথায়, 'সমাজপাড়া থেকে দিনবাজার পর্যন্ত ফুটপাথের অধিকাংশ জায়গাতেই এখনও হকারদের অনেক স্টল রয়েছে। বড় দোকানিরাও তাঁদের কাপড় কিংবা জুতো ডিসপ্লে করার জন্য ফুটপাথ ব্যবহার করছেন। ফুটপাথে দাঁড়িয়েই চলছে কেনাবেচা। পথচারীদের যাতায়াত করতে হচ্ছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে অথবা রাস্তায় নেমে টোটো-বাইকের সঙ্গে।' এভাবে রাস্তায় ব্যবসা চালানোয় বিরক্ত পুর কর্তৃপক্ষও।

ফুটপাথে পসরা সাজিয়ে দোকানিরা। ছবি : মানসী দেব সরকার

- গত বছর পুজোর এক মাস আগে পর্যন্ত পুলিশি এবং পুরসভার উচ্ছেদ অভিযানে তটস্থ হয়ে উঠেছিলেন হকাররা
- বেশ কিছুদিন যানজটহীন শহর উপভোগ করেছিলেন শহরবাসী
- কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই ফের ফুটপাথ দখল করে বসেছেন হকাররা

সমাজপাড়া থেকে দিনবাজার পর্যন্ত ফুটপাথের অধিকাংশ জায়গাতেই হকারদের অনেক স্টল। বড় দোকানিরাও কাপড় কিংবা জুতো ডিসপ্লে করার জন্য ফুটপাথ ব্যবহার করছেন।

মৈনাক চক্রবর্তী
উকিলপাড়ার বাসিন্দা

জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা হকারদের রাস্তা থেকে উচ্ছেদ করেছিলাম। কিন্তু তাঁরা পুনরায় সেই সকল রাস্তা দখল করে আবার ব্যবসা করছেন। ১৩-১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আমরা শেষবার মাইকিং করে ওঁদের সাবধান করব। কিন্তু তারপরও যদি কেউ না শোনেন তাহলে আমরা যা করার সেটাই করব।'

ফুটপাথে দখলদারি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করার পরে গত বছর হকার নিয়ন্ত্রণে নেমেছিল পুরসভা। শহরজুড়ে ফুটপাথমুক্ত হয়েছিল পথচারীদের জন্য। সেই শূন্যস্থান ফের পূরণ করেছেন হকাররা। প্রশ্ন উঠছে, হকার নিয়ন্ত্রণে পুরসভা এবং প্রশাসনের উদ্যোগ শুধুই 'আই ওয়াশ' ছিল কি না?

তবে ফুটপাথ ব্যবসায়ী সন্তু দাসের কথায়, 'আমাদের দোকান নেই। ফুটপাথেই যা ব্যবসা হয়। আমাদের উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোথায় যাব আমরা। তাই আবার বসতে বাধ্য হয়েছি।'

দিনবাজারে বাজার করতে আসা উমা চৌধুরীর কথায়, 'ছবিটা একটুও বদলায়নি। মাঝে কিছুদিনের জন্য ফুটপাথ দিয়ে যাতায়াতের সুযোগ পেয়েছিলাম। আবার যে-কে-সেই। লোকদেখানো কাজ করে মানুষের মনে আশা দেখানোর মানে বুঝলাম না প্রশাসনের।'

যদিও চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা পুলিশের কাছে যৌথ অভিযানের জন্য চিঠি পাঠাব। শহরের দোকানিরা ছাড়াও বাইরের রাজ্যের বেশকিছু ব্যবসায়ী রাস্তা দখল করছেন, সেটাও নজরে এসেছে। কিন্তু পুরকর না দিয়ে শুধু লাভ করে যাবেন বাইরের ব্যবসায়ীরা সেটা হতে দেওয়া যায় না। এতে আমাদের স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতি হচ্ছে। আমরা যানজটমুক্ত শহর গড়তে বদ্ধপরিকর।'

ফের ফুটপাথ যেভাবে দখল হয়েছে তা দেখে চেয়ারম্যানের আশ্বাস সত্ত্বেও নাগরিকদের মনে সংশয় রয়েই গিয়েছে।

ময়নাগুড়ি বাজার এখনও জতুগৃহই

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : ছোট, বড় মিলিয়ে দোকানপাটের সংখ্যা এক হাজারের কম নয়। পুরোটাই পরিকল্পনাহীন এবং ঘিঞ্জি। কোথাও পুরোনো নর্দমা আটকে গজিয়ে উঠেছে দোকান। দমকলের ইঞ্জিন ভেতরে ঢুকতে গেলে আটকে যাবে। একশো বছরের বেশি পুরোনো ময়নাগুড়ি বাজারের এমনই বেহাল পরিস্থিতি। অভিযোগ, কার্যত জতুগৃহ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও বাজারের পরিকাঠামো পুনরুদ্ধার নিয়ে হুঁশ নেই কারও।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই বাজারের গুরুত্ব বেড়েছে। এখন ডুয়ার্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ময়নাগুড়ি বাজার। পোশাক থেকে খাবার, প্রসাধনী সামগ্রী থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় হরেক জিনিস কিনতে ফড়েরা নিয়মিত আসে। এদিকে জরদা নদী এবং জোড়া জরদা সেতু পেরিয়ে ওপারেই নতুন বাজার। সেখানে জলপাইগুড়ির জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে কর্মতীর্থ মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হয়েছে প্রায় দশ কোটি টাকা খরচে।

অভিযোগ, পুরোনো বাজারের পরিকাঠামো পুনরুদ্ধারের কোনও পরিকল্পনা নেই। ব্যবসায়ী অনুপ পালের কথায়, 'ভেতরে একটি নবনির্মিত মার্কেট কমপ্লেক্স রয়েছে। সেখানে পাকা শেড নির্মাণ করলে সমস্যা মেটে। তবে তেমন কোনও চিন্তাভাবনা নেই।'

ব্রিটিশ আমলের টিনের ছাউনির পুরোনো ঘিঞ্জি দোকানপাট।

বামফ্রন্ট আমলে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলার দাবি উঠেছিল। মৌখিকভাবে আলোচনা গড়িয়েছিল জেলা পরিষদ পর্যন্ত। তবে তারপর আর কোনও অগ্রগতি চোখে পড়েনি। তিন বছর হল ময়নাগুড়ি পুরসভা গঠন হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন পুরসভা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে ঝাঁ চকচকে এই অফিসের পাশে পুরোপুরি বেমানান ময়নাগুড়ি বাজার।

ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার কার্যনির্বাহী সভাপতি অমল রায় বলেন, 'বাজারের বর্তমান পরিস্থিতিতে ময়নাগুড়ির মানুষ নাজেহাল। কর্তৃপক্ষের উচিত, বাজারের জন্য মাল্টি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা। সেক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতারা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পাবেন। তেমনই অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা থেকেও রেহাই মিলবে।'

পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সত্যেন সাহা বলেন, 'মার্কেট কমপ্লেক্স অত্যন্ত জরুরি।' ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'প্রশাসনের তরফে চেষ্টা চলছে।'

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য দীপালি রায় বলেন, 'বিষয়টি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সোমেশ সান্যাল বলেন, 'এর জন্য বড় অঙ্কের আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমরা বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব।'

পড়োয় পড়োয়

নর্দমায় স্ল্যাব বসানোর দাবি

ময়নাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : একেই সরু রাস্তা, তার উপর নর্দমায় স্ল্যাব বসানো নেই। যাতায়াতের সময় প্রায়দিনই সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দনগরপাড়ার একটি রাস্তার। স্থানীয় রমেশ মণ্ডল গত কয়েকদিন আগে টোটো নিয়ে রাতে বাড়ি ফেরার পথে পেছনের চাকা নর্দমায় পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা এসে টেনে কোনওমতে টোটো তোলেন। তার-ও কয়েকদিন আগে সাইকেল নিয়ে পড়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। স্থানীয়দের দাবি, অতি দ্রুত এই রাস্তা পার্শ্বস্থ উন্মুক্ত নর্দমায় স্ল্যাব বসানো হোক। তা না হলে বড় ধরনের বিপদ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি রাস্তায় এরকম উন্মুক্ত নর্দমা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বর্ণালি বাড়ুইয়ের কথায়, 'বিষয়টি নিয়ে পুরসভায় আলোচনা করা হবে।'

ময়নাগুড়ি

তথ্য : বাণীব্রত চক্রবর্তী

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

- মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
- পিআরবিসি

এ পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৫
ও নেগেটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	১

সংশোধনী

১১ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের ১৩-র পাতায় প্রকাশিত '১৫ দিনেই ভেঙে বসে গেল কালভার্ট' শীর্ষক খবরে 'কংগ্রেস কাউন্সিলার অম্লান মুন্সি' পড়তে হবে।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : প্রতি বছরের মতো এবছরও সরস্বতীপুজোকে কেন্দ্র করে রবিবার জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনে আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রায় পাঁচশো প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের 'ক' বিভাগ এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের 'খ' বিভাগে ভাগ করা হয়। তাদের বিষয় ছিল- 'যেমন খুশি আঁকো'। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির 'গ' বিভাগের বিষয় ছিল - 'নদী এবং সাম্প্রতিক বিপর্যয়'। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির 'ঘ' বিভাগের বিষয় ছিল 'অপারেশন সিঁদুর'। বিশেষ বিষয় হিসেবে ছিল — 'আর্জি বাংলাদেশের হৃদয় হতে'। ২৩ জানুয়ারি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি ওইদিন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সব পড়ুয়াকে ক্লাবের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। অন্যদিকে, ডুয়ার্সের মালবাজারে প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রায় ৩১০ জন পড়ুয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : মহাত্মা গান্ধি গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প বন্ধ করে ভিবি-জি রাম জি নামে নতুন প্রকল্প চালুর প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের তরফে প্রতীকী অনশন সত্যাগ্রহ পালন করা হল রবিবার। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ক্লাব রোডের গান্ধিমূর্তির পাদদেশে এই কর্মসূচি পালন করে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করার প্রতিবাদে আগামী দেড় মাস বিভিন্ন ওয়ার্ডে অনশন সহ বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানায় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য বলেন, 'গত ১৬ ডিসেম্বর বিজেপি সরকার মানুষের জন্য তৈরি হওয়া এই প্রকল্প বন্ধ করে তার বদলে ভিবি-জি রাম জি চালু করেছে। এর বিরুদ্ধে লাগাতার আমাদের আন্দোলন কর্মসূচি চলবে। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দেওয়ার বিষয়টি আমাদের কাছে বেদনাদায়ক। আমরা কেন্দ্রের এই অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাই।'

২১৮তম জন্মবার্ষিকী

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : রবিবার ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথির জনক ডাঃ কাউন্ট সিজার মেট্রির ২১৮তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল। জলপাইগুড়ি শহরের শিরীষতলায় পল্লিমঙ্গল ক্লাবে এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সুকুমার ঘোষ, ডাঃ সত্যেন কোঙার, ডাঃ শান্তনু সরকার প্রমুখ। জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ডাঃ রামনারায়ণ সরকার জানান, মাত্র ৬০ ধরনের ওষুধ নিয়ে তৈরি এই ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি। উপস্থিত ছিলেন সুধেন্দু বিশ্বাস সহ অন্যরা।

অভিভাবক দিবস

মালবাজার, ১১ জানুয়ারি : মালবাজার সিজার স্কুলে রবিবার অভিভাবক দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। উপস্থিত ছিলেন মালের মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশনপ্রদীপ দেশমুখ প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে স্কুলের পড়ুয়ারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে।

স্পারে স্ট্রেসমুক্তির খোঁজ

তিস্তার স্পার জলপাইগুড়ির মানুষের কাছে একটা আবেগ। অন্যদের মতো স্পারে বসে থাকা, সূর্যাস্ত দেখা এবং চা খেতে খেতে আড্ডা দেওয়া যেন স্ট্রেস রিলিফের কাজ করে বলে জানাল প্রেয়সী, অর্কপ্রভদের ৭-৮ জনের একটি গ্রুপ। সারা সপ্তাহে দেখা না হলেও রবিবারে এখানে তাঁদের আড্ডা মাস্ট। সেই আড্ডারই গল্প **অনীক চৌধুরীর** কলমে।

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের অনেকেই একটা কথা খুব বলেন, 'তিস্তা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে'। তবে তাঁরা আদৌ কতটা জল বয়ে যাওয়া দেখেছেন সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। তবে গত দশ বছরে সত্যি তিস্তা দিয়ে জল বয়ে যাওয়া এবং শহর থেকে দূরে তিস্তার জলের পথ পালটানো দেখেছেন প্রেয়সী, মৌমিতা, সায়ন্তী, অর্কপ্রভ, প্রসূনরা। কারণ, কোনও নির্দিষ্ট সময় কিংবা মরশুম নয়, সময় পেলেই একত্রিত হয়ে তাঁদের আড্ডা দেওয়ার জায়গা এই তিস্তার স্পার।

ওঁদের কাছে এটা শুধু আড্ডা দেওয়া নয়, কর্মব্যস্ততা, কাজের প্রতিকূলতা এবং দৈনন্দিন জীবনের কলরব থেকে বাইরে এসে শান্তির জায়গা। নির্দিষ্ট কোনও টপিক নেই আড্ডার। হঠাৎ করে স্কুলে করা খুনশুটি বা প্রথম কাউকে ভালো লাগার পুরোনো গল্প থেকে প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া স্পারের চিত্র হয়ে ওঠে আড্ডার হট টপিক।

পেশায় ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনার প্রেয়সী বর্ধনের কথায়, 'আমরা যারা জলপাইগুড়িতে থাকি, তাদের কাছে তিস্তা শুধুই প্রাকৃতিক শোভা নয়, শান্তির জায়গাও বটে। এখানে নদীর ধারে থাকা ছোট ছোট দোকান, হালকা হাওয়া এবং নদীর জলরংয়ের আলোছায়া মিলে এক ভিন্ন পরিবেশ তৈরি করে, যা আমাদের মতো বন্ধুদের সন্ধ্যাবেলায় আড্ডা মারতে ইন্ধন জোগায়।'

ওই ৭-৮ জনের গ্রুপের কাছে তিস্তার স্পার অনুভূতি আর স্মৃতি রোমন্থনের জায়গাও বটে। অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে মনোজিৎদার ফুচকা, সাদা কাশফুলের ঢেউ, নরম রোদ আর তিস্তার ধারের বাতাস।

তিস্তার স্পারে আড্ডায় ওঁরা কয়েকজন।

বন্ধুরা মিলে বসে থাকা, সূর্যাস্ত দেখা এবং চা খেতে খেতে আড্ডা দেওয়া। ওই গ্রুপের মৌমিতা ভট্টাচার্যর যুক্তি, 'আমাদের গ্রুপের সকলেই অবসর সময় কাটাতে স্পারে আসি। বিশেষ করে রবিবার আর ছুটির দিনে আমাদের আড্ডায় রাজনীতি থেকে সিনেমা কিংবা প্রত্যেকের জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা চলে। কখন যে ঘড়ির কাঁটায় দু'ঘণ্টা পেরিয়ে যায় বুঝতেও পারি না।'

আইটি প্রফেশনাল অর্কপ্রভ মজুমদারের কথায়, '২০০৯ কিংবা ২০১০ সাল থেকে আমাদের তিস্তা স্পারে আড্ডা শুরু। প্রজাপতি আর পাখি দেখা, সঙ্গে ছবি তোলা। এখন সবারই বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততায় আর নিয়মিত দেখা হয় না। তবুও সপ্তাহে রবিবার স্পারের সেই আড্ডা মানেই স্পার+বন্ধু+চা = স্ট্রেস রিলিফ।'

এই আড্ডাপ্রেমীদের অনেকেরই টিউশন বাংক করে প্রথমবার স্পারে আসা এবং সেখান থেকে গ্রুপ তৈরি হওয়ার কাহিনীও রয়েছে। সরকারি চাকরিজীবী অভীক কর্মকার যেমন বললেন, প্রথম টিউশন পালিয়ে আড্ডায় যোগ দিতে এসেছিলাম এই স্পারে। সেখান থেকে কখন যে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে একটা গ্রুপ তৈরি হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। আজ তো ওরা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবনের। রোজ দেখা না হলেও কিংবা কথা না হলেও সপ্তাহান্তে দেখা করা মাস্ট টু ডু।'

ওঁদের মতো অনেকেরই ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার সাক্ষী এই তিস্তার স্পার। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বা পিকনিকের প্ল্যান, বন্ধুর বিয়ের পরিকল্পনা- সবই এই স্পারে হয়। শীতের দুপুর হোক বা গরমের রাত, স্পারে যাওয়া মাস্ট।

ফুটপাথনামা

ছোট্ট দোকানেই যাবতীয় সুখ মনা কাকুর

বাবার থেকে কাজ শিখে ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াই আজও অব্যাহত। খদ্দের কমেছে, কিন্তু কাজের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। সংসারের মায়া ত্যাগ করেছেন আগেই। জীবনের নানা টানাপোড়েনেও হাসি ধরে রেখেছেন ৮১ বছরের মনা সেনগুপ্ত। তাঁরই কথা **অনসূয়া চৌধুরীর** কলমে।

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : শ্রীদয়াল সিনেমা হলের বিপরীতে থাকা ছোট্ট দোকানে ঢুকলে চোখে পড়বে চারদিকে জুতো, সুতো, আঠা, পালিশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। পুরোনো টিনের ফাঁক দিয়ে ঢুকছে ঠান্ডা হাওয়া। বর্ষায় জল তো ঢোকেই। এরই মধ্যে দিব্যি কাটান ৮১ বছর বয়সি মনা সেনগুপ্ত, যিনি মনা কাকু নামেই শহরবাসীর কাছে বেশি পরিচিত।

১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ডাঙ্গাপাড়ার এই বাসিন্দার ঘরসংসার বলতে ওই ছোট্ট দোকান। পেশায় তিনি মুচি। বাবা সুবোধ সেনগুপ্তের ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বয়স উপেক্ষা করেই নিয়মিত দোকান খোলেন। ইচ্ছে হলে বাড়ি ফেরেন, নয়তো টিনের ওই দোকানঘরেই রাত কাটিয়ে দেন। তাঁর কথায়, 'আমার বাড়ি আছে। সংসারও ছিল। কিন্তু স্ত্রী আমাকে ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল! এরপর থেকে ওই সংসারের মায়া ছেড়ে দোকানেই সময় কাটাই। মন চাইলে রাতে বাড়ি যাই, না হলে এখানেই থাকি। সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে। খাবার জায়গা বলতে সামনেই একটি হোটেল। তাও একবেলা।'

বয়স বাড়লেও জুতো সেলাই থেকে পালিশ, ছাতা সারাইয়ের কাজ আজও অত্যন্ত দক্ষতায় করেন। যদিও এখন সেসবের চাহিদা কমেছে। আগে অবশ্য জুতো বানিয়ে বিক্রিও করতেন। তাঁর কথায়, 'আগে শীত পড়তেই জুতো সারাই করতে লাইন পড়ত। এখন তো ১৫০-২০০'তে শীতের মরশুমের জুতো মিলছে। তবে যাঁরা আসেন তাঁরাও দর কষাকষি করেন। কোনও দিন ১৫০, তো কোনওদিন ২০০ টাকা উপার্জন হয়। আবার কখনও ১০০ টাকাও হয় না।'

দোকানে কাজে ব্যস্ত ৮১ বছর বয়সি মনা সেনগুপ্ত।

তাঁর জীবনে নানা টানাপোড়েন থাকলেও তাঁকে কখনও হাসি ছাড়া কথা বলতে দেখা যায়নি বলে জানালেন ক্রেতা সহ আশপাশের ব্যবসায়ীরা। বাসিন্দা তাপস রায়ের কথায়, 'আমরা কয়েক বন্ধু প্রতিদিন মনা কাকুর দোকানের পাশে চা খেতে আসি। একবার করে ওঁর খোঁজখবর নিই। এত কষ্টের মাঝে এক কাপ চাও তিনি খেতে চান না। আসলে তাঁর আত্মসম্মান এতটাই, যা প্রশংসনীয়। আর তাঁর হাতের কাজ তো অসাধারণ। কোনও জুতো সারাই করলে এক-দেড় বছর চোখ বন্ধ করে ব্যবহার করা যায়।' তাপসের কথায় সায় জানালেন সুমন্ত সূত্রধর, বুবাই সান্যাল, রাজীব ঘোষরাও।

বাবার থেকে কাজ শেখা মনার এখন চিন্তা তাঁর অবর্তমানে দোকানের কী হবে। হাসিমুখেই বললেন, 'আর জুতো সেলাই করে দিন গুজরান হয় না। খদ্দেরের সংখ্যা দিনকে দিন কমতে শুরু করেছে। আগামীদিনে কী হবে জানি না। যতদিন বাঁচি এভাবেই যেন কাজ করে যেতে পারি এটাই প্রার্থনা।'

বিপজ্জনক পথ

ময়নাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : সরু কংক্রিটের রাস্তা। একদিকে উদ্যানের সীমানা পাঁচিল, অন্যদিকে প্রাথমিক স্কুলের পাঁচিল। স্কুলের দিকে উন্মুক্ত হাইড্রেন। তার ওপর কোনও স্ল্যাব বসানো নেই। কথা হচ্ছে ময়নাগুড়ি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড উদ্যান সংলগ্ন এলাকা নিয়ে। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ সাহা বলেন, 'স্ল্যাব পেতে দিলে ভালো হয়।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে পুরসভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।'

বি.মিশ্রা এন্ড কোম্পানি
বেঙ্গলটারি মোড়, জলপাইগুড়ি
টাটা শক্তি করোগেটেড টিন
টাটা ডুরাশাইন কালার টিন
টাটা স্ট্রাকচুরা এমএস পাইপ
ফোন- 9832044425
8172097952

পৃথিবীর পাঠশালা

চেরনোবিলের 'মিউট্যান্ট' নেকড়ে

১৯৮৬ সালে চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনার পর এলাকাটি মানুষের জন্য মৃত্যুপুরী হয়ে ওঠে। কিন্তু বন্যপ্রাণীরা সেখানে দিব্যি রাজত্ব করছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা সেখানকার নেকড়েদের রক্ত পরীক্ষা করে এক চমকপ্রদ তথ্য পেয়েছেন। তেজস্ক্রিয় বা রেডিয়েশন ভরা ওই এলাকায় থাকার ফলে নেকড়েগুলোর শরীরে জিনগত পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটেছে। বিস্ময়করভাবে, এই পরিবর্তনের ফলে তাদের শরীরে ক্যানসার প্রতিরোধের এক অদ্ভুত ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। যেখানে রেডিয়েশনে ক্যানসার হওয়ার কথা, সেখানে তারা দিব্যি সুস্থ আছে। বিজ্ঞানীরা এখন এই নেকড়েদের জিন গবেষণা করে মানুষের ক্যানসার নিরাময়ের নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা করছেন। মানুষের তৈরি বিপর্যয়ের ছাই থেকেই যেন প্রকৃতি নতুন সমাধানের পথ দেখাচ্ছে।

ডলফিন যখন নেশা করে

মাদকাসক্তি কি শুধু মানুষেরই সমস্যা? মোটেও না। বিবিসি-র এক তথ্যচিত্রে দেখা গেছে, সমুদ্রের বুদ্ধিমান প্রাণী ডলফিনরাও নেশা করতে ওস্তাদ! আর তাদের নেশার বস্তু হল 'পাফারফিশ'। পাফারফিশের শরীরে এক মারাত্মক বিষ থাকে। কিন্তু খুব অল্প মাত্রায় এই বিষ শরীরে গেলে এক ধরনের ঝিমঝিম বা 'ট্রান্স' অনুভূতি হয়। ডলফিনরা খুব সাবধানে পাফারফিশকে কামড়ায়, যাতে মাছটি মারা না যায় কিন্তু সামান্য বিষ ছাড়ে। এরপর তারা সেই মাছটি বলের মতো একে অপরের দিকে ছুড়ে দেয়, অনেকটা বন্ধুদের মধ্যে নেশার দ্রব্য ভাগ করে নেওয়ার মতো! এরপর তারা জলের ঠিক নীচে অদ্ভুতভাবে ভেসে থাকে, যেন তারা অন্য জগতে আছে। প্রকৃতির এই 'পার্টি মুড' বিজ্ঞানীদেরও অবাক করেছে।

কিছুই না করার চাকরি!

চাকরি মানেই তো কাজ। কিন্তু জাপানের শোজি মরিমোতো নামের এক তরুণ এমন এক পেশা বেছে নিয়েছেন, যেখানে তাঁর কাজ হল—'কিছুই না করা'। আর এতেই তিনি লাখ টাকা আয় করেন! তিনি নিজেকে 'ভাড়ায়' খাটান। ক্লায়েন্টরা তাঁকে ভাড়া করেন কেবল সঙ্গ দেওয়ার জন্য। তাঁকে হয়তো পার্কের বেঞ্চে পাশে বসে থাকতে হবে, কিংবা রেস্তোরাঁয় উলটোদিকে বসে খেতে হবে— ব্যাস, এটুকুই। তিনি কথা বলেন না, কোনও পরামর্শ দেন না, কোনও কাজও করেন না। শুধু পাশে থাকেন। আধুনিক জাপানে একাকিত্ব এতটাই গ্রাস করেছে যে, মানুষ কেবল একজন 'মানুষ' পাশে থাকার জন্য টাকা খরচ করতে রাজি। মরিমোতোর এই 'ডু নাথিং' সার্ভিস এখন বিশ্বজুড়ে ভাইরাল।

গরমে বাড়ে আইফেল টাওয়ার

লোহা গরমে প্রসারিত হয়— এই বিজ্ঞান আমরা স্কুলেই পড়েছি। কিন্তু প্যারিসের আইফেল টাওয়ার যে এই কারণে উচ্চতায় বাড়ে-কমে, তা কি জানতেন? আইফেল টাওয়ার তৈরি হয়েছে হাজার হাজার লোহার পাত দিয়ে। প্যারিসে যখন গ্রীষ্মকাল আসে এবং তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন তাপের প্রভাবে লোহা প্রসারিত হয়। এর ফলে টাওয়ারের উচ্চতা প্রায় ৬ ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) পর্যন্ত বেড়ে যায়! আবার শীতকালে লোহা সংকুচিত হলে এটি আগের উচ্চতায় ফিরে আসে। শুধু লম্বায় বাড়াই নয়, সূর্যের তাপ যেদিকে বেশি লাগে, তার উলটোদিকে টাওয়ারটি সামান্য বেঁকেও যায়। অর্থাৎ, লোহার এই বিশাল স্থাপত্যটি আসলে জীবন্ত গাছের মতোই ঋতু অনুযায়ী রূপ বদলায়।

সম্মানিত ৪৯

মালিগাঁও, ১১ জানুয়ারি : ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল ৭০তম জোনাল রেলওয়ে উইক অ্যাওয়ার্ডস সেরেমনি। মালিগাঁওয়ের রঙ ভবনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতনকুমার শ্রীবাস্তবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়।

অনুষ্ঠানে বিভাগীয় প্রিন্সিপাল হেড এবং মুখ্য কার্যালয়ের অন্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশন এবং মুখ্য কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক ও কর্মচারীদের তাঁদের অবদানের জন্য রেল সেবা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। মোট ৪৯ জনকে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় জেনারেল ম্যানেজার এবং সম্মাননীয় আধিকারিকরা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে সুরক্ষা, সময়ানুবর্তিতা এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতিতে সাহায্যের জন্য পুরস্কারপ্রাপকদের প্রশংসা করেন বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

প্রচারের সিদ্ধান্ত রিসর্ট মালিকদের

লাটাগুড়িতে পর্যটক টানতে নজর বিহারে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : এলাকায় বাড়ছে বিহারের পর্যটক। তাই এবার সেই প্রবণতাকে কাজে লাগাতে চাইছে লাটাগুড়ি। পর্যটক টানতে এবার বিহারকে ফোকাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দশম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায়। রবিবার লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের তরফে সেখানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরদার প্রচার শুরু করার পাশাপাশি ডুয়ার্সের সঙ্গে বিহারের সরাসরি রেল যোগাযোগের দাবিও বিভিন্ন মহলে তুলে ধরা হবে বলে জানানো হয়েছে।

করোনা পরবর্তী সময়ে ডুয়ার্সের প্রাণকেন্দ্র লাটাগুড়িতে সামগ্রিকভাবে পর্যটকের সংখ্যা কিছুটা কমলেও সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকে লাটাগুড়িতে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে পর্যটকরা আসছেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পর্যটন ব্যবসা চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিন সংগঠনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'বর্তমানে বিহারের বহু পর্যটক ডুয়ার্স ভ্রমণের ক্ষেত্রে লাটাগুড়িকে তাঁদের পছন্দের তালিকায় রাখছেন। চলতি মরশুমে বেশিরভাগ রিসর্টেই বিহারের প্রচুর মানুষ বুকিং করেছেন। তাই আগামীদিনে বিহারকে টার্গেট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার আরও বাড়ানো হবে।' পাশাপাশি সে রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানকার পর্যটন মানচিত্রে ডুয়ার্স ও লাটাগুড়িকে আরও বেশি করে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

যাত্রা প্রসাদ নজরমিনারে পর্যটকদের ভিড়। রবিবার গরুমারায়।

> **বিহারের বহু পর্যটক ডুয়ার্স ভ্রমণের ক্ষেত্রে লাটাগুড়িকে পছন্দের তালিকায় রাখছেন। তাই আগামীদিনে বিহারকে টার্গেট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার আরও বাড়ানো হবে।**
>
> **দিব্যেন্দু দেব**
> সম্পাদক, লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

অন্যদিকে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক অনুপ গোপ জানান, লাটাগুড়ি মূলত জঙ্গলকেন্দ্রিক পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। তবে গত কয়েক বছরে বন দপ্তরের উদাসীনতার কারণে গরুমারার একাধিক নজরমিনারে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ রয়েছে। একইভাবে চুকচুকি ঝিলে নৌকাবিহারের সুবিধাও বন্ধ থাকায় পর্যটকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এই সমস্ত পর্যটনের সুবিধা দ্রুত চালু করার দাবিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে আবেদন জানানো হবে বলেও সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান মলয় ভৌমিক। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ সহ সংগঠনের অন্য সদস্যরা। সম্মেলন থেকে ১৯ জনের একটি কার্যনির্বাহী কমিটিও গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যথাক্রমে মনোনীত হয়েছেন অরিন্দম চৌধুরী, দিব্যেন্দু দেব ও মিঠু মুখোপাধ্যায়। মহুয়া গোপ বলেন, 'লাটাগুড়িকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে জেলা পরিষদের তরফে একটি স্কাইওয়াক নির্মাণ ও সোনাঝুরি হাটের আদলে একটি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

ডুয়ার্সে বিপাকে দুই ফুলই

প্রথম পাতার পর

'ডানকানস সহ অন্য বন্ধ-অচল বাগানগুলির শ্রমিকদের রোষের মুখে পড়ে বেপাত্তা হয়ে আছে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের নেতারা। দ্রুত ডানকানস সহ সমস্ত অন্য মালিকানাধীন বন্ধ, পরিত্যক্ত ও অচল বাগানগুলির স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।'

বানারহাটের চামুর্চি ও দেবপাড়া বন্ধ হয়ে আছে প্রায় ৪ মাস ধরে। আমবাড়ি ও মোগলকাটা ১ মাস। রেডব্যাংক, সুরেন্দ্রনগরের কাজকর্ম বন্ধ দু'মাস হতে চলল। বামনডাঙ্গা-টন্ডু ৩ মাস পেরিয়ে গিয়েছে। মোগলকাটা নিয়ে আগামী ১৩ তারিখ শ্রম দপ্তর বৈঠক ডেকেছে। চামুর্চির মালিকপক্ষের তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দই পাচ্ছে না প্রশাসন। আমবাড়ির ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি। দেবপাড়া নিয়ে শ্রমিক ও মালিকদের সঙ্গে আলাদা করে ও পরে যৌথ বৈঠক হলেও লাভ কিছু হয়নি। রেডব্যাংক-সুরেন্দ্রনগরের পরিচালকরা সম্প্রতি বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

বামনডাঙ্গা-টন্ডু শীতের শুখা মরশুমে আদৌ খুলবে কি না তা তো লাখ টাকার প্রশ্ন। এদিকে, ঘরে ঘরে এখন অভাব-অনটনের করাল গ্রাস। রেডব্যাংকের প্রবীণ কর্মচারী সুশীল সরকার বলেন, 'চুরিচামারিও শুরু হয়েছে। আমরা আর কত নজর দিয়ে রাখব। প্রশাসন কিছু না করলে এরপর পরিস্থিতি আরও জটিল হবে।'

লোহরি উৎসবের প্রস্তুতিতে মহিলারা। অমৃতসরে। - পিটিআই

পদ্মে বসুনিয়ারা

প্রথম পাতার পর

এসআইআর দেখে মুখ্যমন্ত্রীর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।' এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সিপিএম ও কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন সুকান্ত। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতির নামোল্লেখ না করে 'সিভিক পুলিশ থেকে সভাপতি' বলে কটাক্ষ করেন। প্রয়োজনে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ওই ধরনের তোলাবাজ নেতাদের গাছে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন। বসুনিয়া পরিবারের দলবদল নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপকে ফোন করেও পাওয়া যায়নি। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় বলেন, 'বিষয়টি জানি না। না জেনে কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়। তবে খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

ঝুলে রবির কেরিয়ার

প্রথম পাতার পর

পুর চেয়ারম্যান হিসাবে পদত্যাগের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ পড়ে রয়েছেন নাটাবাড়িতে। রাজ্য তৃণমূল সূত্রের খবর, নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে দল এবারেও তাঁকে প্রার্থী করবে। রবীন্দ্রনাথও সেই সিগন্যাল পেয়েছেন। তাই চেনা মাঠে এখন থেকেই ওয়ার্ম আপ শুরু করে দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গে বিজেপির উত্থান এবং মেরুকরণের রাজনীতির ঝড়ে রবীন্দ্রনাথের মতো পোড়খাওয়া নেতাও ২০২১-এর নির্বাচনে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিলেন। নাটাবাড়ি কেন্দ্রে তাঁর পরাজয় তৃণমূলের আস্থায় চিড় ধরিয়েছিল। হারানো জমি পুনরুদ্ধারে দল এখন যে চালটি চালতে চলেছে, তা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য মরণবাঁচন লড়াই হয়ে উঠতে পারে।

উন্নয়ন দূরের কথা, বর্তমান বিধায়ক মিহির গোস্বামীকে পাঁচ বছর এলাকায় দেখাই যায়নি। দলীয় বিধায়ককে নিয়ে এই বিড়ম্বনা বাদ দিলে নাটাবাড়ি এখন বিজেপির শক্ত দুর্গ। সেই দুর্গে ফের রবীন্দ্রনাথকে প্রার্থী করা আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে দল তাঁকে পুনরায় সুযোগ দিচ্ছে। তবে এর গভীরে লুকিয়ে আছে এক কঠোর বাস্তব। যদি নাটাবাড়িতে তিনি ফের পরাজিত হন, তবে তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারে কার্যত যবনিকা পড়ে যাবে। পদ না থাকলে অনুগামীরা যে একসময় নিঃশব্দে সরে যান, জেলায় তার বহু উদাহরণ আছে। তৃণমূলের মতো ডানপন্থী দলে ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকা নেতাদের অবস্থা অনেকটা প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতোই। পদহীন রবীন্দ্রনাথ তখন কেবলই এক 'প্রাক্তন' হয়ে থেকে যাবেন, যাঁর প্রাসঙ্গিকতা ধূসর হতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ প্রার্থী হলে নাটাবাড়িতে যে অনেক হিসেব পালটে যেতে পারে সেকথা মানছেন বিজেপির অনেক নেতাই। তাই তাঁদের টার্গেট যে কোনওভাবে রবীন্দ্রনাথের মনোবল ভেঙে দেওয়া এবং তৃণমূলের ঐক্যে ভাঙন ধরানো। ইতিমধ্যেই সেকাজ শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। কোচবিহারের বিজেপি নেতা নিখিলরঞ্জন দে'র কথা, 'তৃণমূলের যখন কিছুই ছিল না তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি দলের হয়ে মাটি কামড়ে লড়াই করতে। আমরা জোট করেও বামেদের বিরুদ্ধে লড়েছি। রবীন্দ্রনাথ কোচবিহার থেকে দল চালানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অর্থসাহায্য পাঠাতেন। এরকম পুরোনো নেতার এই হাল হলে দলেরই ক্ষতি।' তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার এমন হালের জন্য অনেকেই দুষছেন তাঁর ছেলেকে। রবীন্দ্রনাথের ছেলে পঙ্কজ হাল ধরতে গিয়ে বাবার সাজানো-গোছানো রাজনৈতিক বাগান তছনছ করে দিয়েছেন বলে অনুযোগ করছেন রবীন্দ্রনাথের অনেক অনুগামী। তাঁর দুর্বলতার সুযোগে ততদিনে জেলার রাজনীতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল উদয়ন গুহ আর অভিজিৎ দে ভৌমিক জুটি। উদয়নের সঙ্গে একসময় আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক ছিল জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুগামী। তৃণমূলের অন্দরেই অভিযোগ, ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে জগদীশ প্রার্থী হওয়ায় তলায় তলায় সুতো কাটার চেষ্টা করেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। একসময় পার্থ-রবীন্দ্রনাথের মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। জেলার রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ পার্থর হাত ধরায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ জগদীশ উদয়নের সঙ্গে সমঝোতা করে রবি-বিরোধী শিবিরে চলে যান। ফলে জেলার রাজনীতিতে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। চেয়ারম্যানের পদ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে তৃণমূল যে বার্তা দিল, তা অত্যন্ত পরিষ্কার- দল এখন নতুন মুখ এবং জয়ের নিশ্চয়তা খুঁজছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ এখন এক সরু সুতোর ওপর ঝুলছে। যদি তিনি নাটাবাড়িতে মিরাকল ঘটাতে পারেন, তবেই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটবে। অন্যথায়, কোচবিহারের রাজনীতিতে এক সময়ের অবিসংবাদিত এই নেতার বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে নিঃশব্দে।

বাহুবলে বন্দি সিতাই

প্রথম পাতার পর

এই কেন্দ্রই সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার রাজনৈতিক ঘাঁটি। ফলে প্রত্যাশা ছিল, পরিষেবা আর উন্নয়নে সিতাই আলাদা জায়গা নেবে। বাস্তব ছবি অবশ্য অন্য কথা বলে। বহু বছর ধরে সিতাইয়ে কলেজের দাবিতে মানুষ সরব। বাম আমলে জমি চিহ্নিত হলেও আজও কলেজ গড়ে ওঠেনি। আজ যারা ভাবসম্প্রসারণ মুখস্থ করছে, কাল কলেজে উঠলে তাদের ছুটতে হবে দিনহাটা।

আগুন লাগলে দমকলের গাড়ি আসবে দিনহাটা, শীতলকুচি বা মাথাভাঙ্গা থেকে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ছবিও প্রায় একই। সাংসদের বাড়ির কাছের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই পর্যাপ্ত বেড, নেই জরুরি চিকিৎসার পরিকাঠামো। বিরোধী বিধায়করা কাজ করতে না পারার অভিযোগ তুললেও প্রশ্ন থেকেই যায়— শাসকদলের সাংসদ ও বিধায়করা কেন এই দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারলেন না? সাংসদ হওয়ার আগে জগদীশ এলাকার বিধায়ক ছিলেন। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী বিধায়ক। আবডালে লোকে মজা করে বলেন, 'সিতাইয়ে উন্নয়ন হয়েছে শুধু জগদীশের পরিবারেই।'

সিঙ্গিমারি নদীর উপর কামতেশ্বরী সেতুর পাশে একজন জেলে বারবার জাল ফেলেও মাছ পাচ্ছিলেন না। শেষে বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে বললেন, 'না আছে ঘরে শান্তি, না আছে কাজে।' কথায় কথায় জানান, ছেলেকে দিনমজুরি আর মাছ ধরার টাকায় এমএ পাশ করিয়েছেন, কিন্তু চাকরি জোটেনি। এখন সে নেতাদের পেছনে ঘোরে। ঘুরলে চাকরি মিলবে? জেলে এবার রেগে যান, মুখ বেঁকিয়ে বলেন 'ঘণ্টা মিলবে। ওই ঝান্ডা ধরে ঘোরাই শেষ।' কর্মসংস্থানের অভাব আর রাজনৈতিক মোহ— দুটোই এখানে পাশাপাশি হাঁটে।

একসময় সিতাই ছিল কংগ্রেসের গড়। ফজলে হক, কেশব রায়ের মতো নেতৃত্বের নাম আজও প্রবীণদের স্মৃতিতে। পরে বামফ্রন্ট, আর তারপর তৃণমূল— রাজনীতির রং বদলেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রশ্ন বদলায়নি। বর্তমানে তৃণমূলের সংগঠন শক্ত, বিজেপি তুলনায় অনেক পিছিয়ে। উপনির্বাচনের পর বিজেপির সংগঠন আরও দুর্বল হয়েছে। যদিও ২০২৬-এর দিকে তাকিয়ে তারা বাড়ি বাড়ি বৈঠক শুরু করেছে, তবু নেতৃত্বের অভাব স্পষ্ট। বাহুবলী জগদীশের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার নেতা নেই কোনও দলেই। একসময়ের ফরওয়ার্ড ব্লকের গড়ে এখন কার্যত বাতি জ্বালাবার লোক নেই। কংগ্রেসের অবস্থাও অনেকটা একইরকম।

তবে সিতাইতে ভালো সংগঠন রয়েছে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নগেন ও বংশীবদন দুইপন্থীরই। সিতাই থেকে বংশীবদনকে প্রার্থী করার দাবিও উঠেছে অনেকবার। ফলে নগেন এবং বংশীর ভোট কোন দিকে যায় তা নিয়ে কিছুটা হলেও চিন্তায় আছে তৃণমূল। গোষ্ঠীকোন্দলের চোরাস্রোত যে সিতাইয়ের তৃণমূলে নেই তা বলা যাবে না। তবে জগদীশ গোষ্ঠী এতটাই শক্তিশালী যে অন্যরা টুঁ শব্দটিও করতে পারে না। সিতাইজুড়ে অনুন্নয়ন থাকলেও তা নিয়ে কথা বলার মতো বিজেপি নেতাদের দেখা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই সিতাইজুড়ে জগদীশদের একনায়কতন্ত্র স্পষ্ট। সিতাইয়ের মানুষের কাছে বিজেপি গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে চাইলে ভোটের আগে তাদের প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে।

শীতের আগুন নিভে আসার সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়ার গলাও থেমে যায়। কিন্তু সিতাইয়ের মানুষের মনে সেই ভাবসম্প্রসারণ থামে না। এপার-ওপার পেরিয়ে তাঁরা এখনও খুঁজে ফেরে সত্যিকারের 'সর্বসুখ'।

বিদায় 'আইডল' প্রশান্তের

প্রথম পাতার পর

উত্থান, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা গঠন এবং সুবাস ঘিসিংয়ের পাহাড় থেকে নির্বাসনের ইতিহাস লেখাই যাবে না প্রশান্তের উল্লেখ ছাড়া। ২০০৭-এ সোনি টিভি আয়োজিত ইন্ডিয়ান আইডল-থ্রি প্রতিযোগিতায় তাঁকে জেতাতে দলে দলে এসএমএস পাঠানোর জন্য জনমত সংগঠিত করেছিলেন বিমল।

ওই প্রতিযোগিতা ছিল মূলত মোবাইল মেসেজের ভোটনির্ভর। যে প্রতিযোগী সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন, তিনিই জয়ী হবেন। ঘিসিং-ঘনিষ্ঠ গুরুং তখন দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের সদস্য। গোর্খা সন্তান প্রশান্তকে দেশের সেরা করার লক্ষ্যে তিনি দার্জিলিং, কালিম্পং তো বটেই, সিকিম, নেপাল সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী গোর্খাদের ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। পাহাড়জুড়ে পোস্টার, জনসভা করে প্রশান্তর জন্য প্রচারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বিমল।

এতেই প্রচারের আলোয় চলে আসেন বিমল। মূলত তাঁর ডাকেই প্রশান্তকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোট দিয়েছিলেন তখন। ফলে ইন্ডিয়ান আইডল হন প্রশান্ত। গোর্খাদের এই ঐক্যকে হাতিয়ার করেই রাতারাতি গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে প্রচার ঘুরিয়ে দেন বিমলরা। ২০০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রশান্ত চ্যাম্পিয়ন হন আর মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে ৭ অক্টোবর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা গঠিত হয়। সূচনা হয় ঘিসিং জমানা অবসানের।

সেই প্রশান্তের দিল্লিতে দ্বারকার এক হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবরে স্মৃতি হাতড়াচ্ছেন বিমল। তাঁর বক্তব্য, 'প্রশান্ত গোর্খা জাতিকে অনেক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ওঁর সপক্ষে ঐক্যের বার্তা থেকেই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার জন্ম হয়েছিল। যা পাহাড়ের রাজনীতিকে নয়া দিকনির্দেশ দেয়।' দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের কথায়, 'নেপালি সংগীতকে লাইমলাইটে এনে বিশ্বব্যাপী গোর্খাদের গর্বিত করেছিলেন প্রশান্ত।'

প্রশান্তের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত শিল্পীর বন্ধু ও গায়ক অমিত পাল বলেন, 'বন্ধু সবসময় হাসতে থেকো। তুমি ছাড়া পৃথিবী আগের মতো থাকবে না।' তরুণ গোর্খা গায়ক অ্যালবার্ট কাবোর বক্তব্য, 'প্রশান্তদাকে দেখেই গানের জগতে এসেছিলাম। দাদা খুব অল্প বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হল।'

১৯৮৩ সালের ৪ জানুয়ারি দার্জিলিংয়ের তুংসুংয়ে জন্ম প্রশান্তের। ছোট থেকেই গান, বাজনার প্রতি ঝোঁক ছিল। সেন্ট রবার্টস স্কুলে পড়াশোনা। বাবা কলকাতা পুলিশে চাকরি করতেন। উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সময় দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু হলে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলের চাকরি পান তিনি। গানবাজনায় ঝোঁক দেখে তাঁকে পুলিশ ব্যান্ডে নেওয়া হয়। সেখানে তিনি ড্রাম বাজাতেন। পাশাপাশি গানের চর্চা চলছিল। সেই সুবাদে ইন্ডিয়ান আইডল সিজন থ্রি-তে সুযোগ পান।

প্রশান্তের জ্যাঠতুতো দাদা আদিত্য তামাং দার্জিলিং থেকে টেলিফোনে রবিবার বলেন, '৩ জানুয়ারি শেষবার ফোনে কথা হয়েছিল। ২০১৯ সালে শেষবার এখানে এসেছিল।'

তৃণমূলের অন্দরমহলে আইপ্যাকের বিষ

প্রথম পাতার পর

পাড়ার নেতার কাছে যে নালিশ জানানোর কথা, তা যখন একটা টোল ফ্রি নম্বরে গিয়ে পৌঁছাতে লাগল, তখন থেকেই দলের সাংগঠনিক ভিতে চিড় ধরল।

নেতারা হয়ে গেলেন নিছকই ইভেন্ট ম্যানেজার। মাঠের কর্মীরা বুঝতে পারলেন, তাঁদের ঘাম ঝরানো রিপোর্টের চেয়ে আইপ্যাকের কর্মীদের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বানানো সার্ভে রিপোর্ট ওপরতলার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। মমতা যে দরদ দিয়ে দলকে আগলে রেখেছিলেন, সেখানে ঢুকে পড়েছে এক রুগ্ন যান্ত্রিকতা। রাজনীতির ব্যাকরণ বদলে দিয়ে আইপ্যাক প্রমাণ করতে চাইল যে, নির্বাচন জেতা মানে কেবল ডেটা অ্যানালিসিস, জনগণের আবেগ বা স্পন্দন নয়। এই ধারণাটিই তৃণমূলের আদি ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

আইপ্যাক ভালো না খারাপ- সে বিতর্ক নয়। প্রশ্নটা হল সীমা। ভোটাররা কোনও কাস্টমার নন, যাঁকে আচরণগত প্যাটার্নে বেঁধে ফেলা যাবে। রাজনীতিতে আবেগ আছে, ক্ষোভ আছে, বিশ্বাসঘাতকতার স্মৃতি আছে। সেসবকে এক্সেল শিটে ধরতে গেলে সংখ্যা বাড়ে, আস্থা কমে। আইপ্যাক-নির্ভর সিদ্ধান্তে দায়বদ্ধতার বড়ই অভাব। নির্বাচনে হারলে দায় নেতার, আর জিতলে কৃতিত্ব আইপ্যাকের- এই অসম দায়বণ্টন দলীয় শৃঙ্খলাকে ভেঙেছে। মাঠের নেতা দায় নিচ্ছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তে তাঁর ভূমিকা থাকছে না- এর ফলে বিদ্রোহ জন্মাচ্ছে— কখনও প্রকাশ্যে, কখনও নীরবে।

আইপ্যাকের কর্মীরা যবে থেকে জেলা স্তরে নাক গলাতে শুরু করলেন, তবে থেকেই শুরু হল নেতাদের সঙ্গে তাঁদের শীতল যুদ্ধ। যে নেতা বছরের পর বছর রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দলটাকে ধরে রেখেছেন, তাঁকে যখন পঁচিশ বছরের এক তরুণ এসে শেখাতে চাইল কীভাবে কথা বলতে হবে বা কার সঙ্গে দেখা করতে হবে, তখন সেই নেতার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগাটাই স্বাভাবিক। টিকিট বণ্টন থেকে শুরু করে সাংগঠনিক রদবদল- সবক্ষেত্রেই বেশ কয়েক বছর ধরে আইপ্যাকের 'ইনপুট' তৃণমূলে মোটামুটি শেষকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে দলের অভ্যন্তরে অসন্তোষের ফল্গুধারা বইতে শুরু করেছে।

বর্তমানে তৃণমূলে 'টিকে থাকা'র জন্য বিভিন্ন স্তরের নেতারা আইপ্যাকের কর্মীদের খাতির-যত্ন, আপ্যায়নে ব্যস্ত। আইপ্যাকের কর্মীরা যখন নিজেদের দলের সমান্তরাল এক ক্ষমতাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন থেকেই দলের প্রকৃত লড়াইয়ের কর্মীরা কোণঠাসা হতে শুরু করলেন। এর ফলে তৈরি হল এক অদ্ভুত শূন্যতা, যেখানে পদ আছে কিন্তু সম্মান নেই, ক্ষমতা আছে কিন্তু কর্তৃত্ব নেই।

অন্যভাবে বললে, এখন তৃণমূলের অন্দরে 'দাদা' বা 'দিদি'র চেয়েও বেশি গুরুত্ব পায় 'ডেটা'। ভোটের হাওয়া কোনদিকে বইছে তা বোঝার জন্য নেতারা আগে চায়ের দোকানে কান পাততেন। মানুষের মন বোঝার চেষ্টা করতেন। এখন সেসবের বালাই নেই। এখন ট্যাব হাতে ঘুরে বেড়ানো আইপ্যাকের প্রতিনিধিদের কথাই তৃণমূলের বেদবাক্য। বকলমে দল চালানোর এই পদ্ধতি দলের ওপরের স্তরে এক ধরনের মিথ্যা আত্মতুষ্টি তৈরি করেছে। ওপরতলার নেতারা ভাবছেন সব ঠিক আছে, কারণ গ্রাফ বলছে উন্নতির কথা। কিন্তু মাটির গভীরে যে ক্ষোভের লাভা জন্মেছে, তা সেই যান্ত্রিক হিসেবে ধরা পড়ছে না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অদম্য জেদ এবং মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসাকে আইপ্যাক একটি সুশৃঙ্খল প্যাকেজে পরিণত করার চেষ্টা করছে। অথচ বাংলার মানুষ মমতাকে ভালোবেসেছিলেন তাঁর অগোছাল বিদ্রোহী সত্তার জন্য। আইপ্যাকের অতিপরিকল্পিত ইমেজের আড়ালে সেই আদি মমতা ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছেন। দলের সর্বনাশ শুরু হয়েছে ঠিক সেখানেই, যেখানে আবেগ অপসারিত হয়ে জায়গা করে নিয়েছে গাণিতিক লাভক্ষতির হিসেব।

সবচেয়ে বড় বিপত্তি দেখা দিয়েছে স্বচ্ছতার নামে ছাঁটাইয়ের সংস্কৃতিতে। আইপ্যাক যখন 'ক্লিন ইমেজ' তৈরির ধুয়া তুলল, তখন বহু পুরোনো কর্মীকে এক লহমায় বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া হল। রাজনীতিতে অভিজ্ঞতার যে দাম আছে, তা এই কর্পোরেট মগজ অনুধাবন করতে ব্যর্থ। এক একজন ডাকসাইটে নেতাকে সরিয়ে যখন নবাগতদের দায়িত্বে বসানো হল, তখন দলের ভেতরের চেন অফ কমান্ড ভেঙে পড়ল। এর ফলে তৃণমূল আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যেখানে পুরোনোরা থাকতে পারছেন না, আর নতুনেরা জায়গা করতে পারছেন না।

আইপ্যাকের কর্মীরা যবে থেকে নিজেদের নীতি নির্ধারক ভাবতে শুরু করেছেন, তবে থেকেই দলের শৃঙ্খলাবোধ একটি কোম্পানির এইচআর পলিসিতে রূপান্তরিত হয়েছে। রাজনৈতিক সংহতির বদলে সেখানে এখন কাজ করছে পারফরমেন্স রিভিউ। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, রাজনীতিতে একের সঙ্গে এক যোগ করলে সবসময় দুই হয় না। এই সহজ সত্যটি যখন আইপ্যাকের জটিল ক্যালকুলেশনে হারিয়ে গেল, তখনই দলের চারিত্রিক অবক্ষয় শুরু হল। কর্পোরেটের ডেটা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, মানুষ এবং তাঁদের আবেগকে বাদ দিলে রাজনীতিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

তৃণমূল মানেই মমতা-আইপ্যাক সেই সহজ সত্য সমীকরণ ভাঙার চেষ্টা করছে এবং বিকল্প হিসাবে ঝাঁ চকচকে আধুনিক নেতা হিসাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলে ধরতে চাইছে। নিশ্চিতভাবেই মমতার উত্তরাধিকার দরকার। হয়তো দলের ভেতর মমতার ভাইপো হিসাবে অভিষেকই সেক্ষেত্রে সবথেকে এগিয়ে। কিন্তু তারজন্য যে পদ্ধতিতে আবেগ ভুলে শুধুমাত্র আধুনিকতা ও যন্ত্রসর্বস্ব রাজনীতিকে মূলধন করছে আইপ্যাক, সেই সুখ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কারণ, ল্যাপটপের আলোর চেয়ে মাটির গন্ধ অনেক বেশি শক্তিশালী।

লিটনদের সঙ্গে চুক্তি স্থগিত

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১১ জানুয়ারি : কেউ ঘোলা জলে মাছ ধরার তালে। আবার কেউ বিতর্ক জিইয়ে রাখার মধ্যে অদ্ভুত এক সন্তুষ্টি খুঁজছেন।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের আসরে বাংলাদেশ কি খেলবে? লিটন দাসরা কি শেষ পর্যন্ত ভারতে খেলতে আসবেন? নাকি নিজেদের অনড় মনোভাব বজায় রাখবে বাংলাদেশ?

কিছুই স্পষ্ট নয় এখনও। তার মধ্যেই আজ একসঙ্গে দুটি ঘটনা ঘটেছে। এক, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পাশে দাঁড়িয়ে কুড়ির বিশ্বকাপের ম্যাচ পাকিস্তানে খেলার প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বাস্তবে সেটা কীভাবে সম্ভব, কারও জানা নেই। কারণ, বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কা। দুই, বাংলাদেশ ক্রিকেটের সংকট আরও গভীর হয়েছে। পদ্মাপারের বহু ক্রিকেটারের সঙ্গেই ভারতীয় সংস্থা এসজি-র চুক্তি রয়েছে। রবিবার ভারতীয় সংস্থা বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুক্তি স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছেন। নিশ্চিতভাবেই এমন সিদ্ধান্তের পর লিটনরা আর্থিক দিক থেকে আরও সংকটে পড়তে চলেছেন।

ভারতের অন্যতম সেরা ও নামী ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা হল এসজি। দুনিয়ার নানা প্রান্তে বহু ক্রিকেটার, ক্রীড়াবিদের সঙ্গেই এই সংস্থার চুক্তি রয়েছে। তার মধ্যে টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটনের নামও রয়েছে। লিটন ছাড়া আরও চারজন বাংলাদেশ ক্রিকেটারের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে এই সংস্থার। জানা গিয়েছে, সব চুক্তিই স্থগিত করা হয়েছে। চলতি জানুয়ারি মাসেই এই চুক্তির নবীকরণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতেই চুক্তির নবীকরণ আপাতত হচ্ছে না। সূত্রের খবর, দুই প্রতিবেশীর সম্পর্কের উন্নতি না হলে ছবিটা বদলানোর কোনও সম্ভাবনাই নেই। শুধু লিটনদের সঙ্গে চুক্তি করাই নয়, ওপার বাংলায় ক্রিকেট সরঞ্জাম পাঠানোও বন্ধ করে দিয়েছে ভারতীয় সংস্থাটি। ফলে বাংলাদেশের ক্রিকেটীয় সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। যার জন্য দায়ী তারাই।

সিদ্ধান্ত এসজি-র

এমন অবস্থার মধ্যে আজ আচমকাই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পাশে দাঁড়িয়েছে বিসিবি-র। অপ্রত্যাশিতভাবে টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ পাকিস্তানের মাটিতে আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে পিসিবি। মুস্তাফিজুর রহমান কাণ্ডের পর দুই প্রতিবেশীর ক্রমশ খারাপ হতে থাকা সম্পর্কের মধ্যে পাকিস্তান ঢুকে পড়তে চেয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল করতে চাইছে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা কুড়ির বিশ্বকাপের মূল আয়োজক দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কা। তাই পাকিস্তানে বিশ্বকাপের ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পাকিস্তান বিসিসিআই ও আইসিসি-কে পালটা চাপ দিতে চেয়েছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে টি২০ বিশ্বকাপে লিটন দাসদের ম্যাচ পাকিস্তানে আয়োজন করার প্রস্তাব দিল পাক ক্রিকেট বোর্ড।

যুবরাজ সিংয়ের ক্লাসে মনোযোগী অভিষেক শর্মা।

যুবরাজের ক্লাসে বাধ্য ছাত্র সঞ্জু!

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, প্রভসিমরন সিংদের পর এবার সঞ্জু স্যামসন। কোচ হিসেবে যুবরাজ সিংয়ের বৃত্তটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। পেশাদার কোচিংয়ে যুক্ত না হয়েও নিয়মিতভাবে দুনিয়াকে চমক দিয়ে চলেছেন যুবরাজ।

তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। ক্রিকেট কেরিয়ারের মাঝেই আক্রান্ত হয়েছিলেন ক্যানসারে। সেই ক্যানসার জয় করে ক্রিকেটে ফিরেও এসেছিলেন যুবরাজ। পরবর্তী সময়ে ক্রিকেট থেকে অবসরের পর যুবরাজ কোচিংয়ে নজর দিয়েছেন। যার শুরুটা হয়েছিল ২০২০ সালে, যখন দুনিয়াজুড়ে করোনা স্থগিত করে দিয়েছিল সবকিছু। কঠিন সময়ে মোহালির পিসিএ স্টেডিয়ামে সেই সময় একটি শিবির করেছিলেন যুবি। সেই শিবির থেকেই অভিষেক, শুভমানদের ক্রিকেট কেরিয়ারে বদল শুরু। বাকিটা এখন ইতিহাস। যদিও এতদিন যুবরাজের শিষ্যের তালিকায় ছিলেন মূলত পাঞ্জাবের ক্রিকেটাররাই।

সেই ধারণা এবার বদলে গেল। দিন দুয়েক আগে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে সঞ্জুকে দেখা গিয়েছে যুবির ক্লাসে। যুবরাজ অথবা সঞ্জু, কেউই বিষয়টি নিয়ে সরকারিভাবে এখনও মুখ খোলেননি। কিন্তু যুবরাজের ক্লাসে বাধ্য ছাত্রের ভূমিকায় সঞ্জুকে দেখে মনে হয়েছে, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের হয়ে ইনিংস ওপেন করার আগে নিজের ক্রিকেটীয় স্কিলকে আরও ধারালো করে তুলতে মরিয়া তিনি। তাই যুবরাজের থেকে গুরুমন্ত্র নিয়ে কুড়ির বিশ্বকাপ অভিযানে নামতে চলেছেন তিনি।

টি২০ বিশ্বকাপের আগে নেটে যুবরাজ সিংয়ের থেকে বিশেষ পরামর্শ নিলেন সঞ্জু স্যামসন।

আফকনের শেষ চারে মিশর

রাফাত, ১১ জানুয়ারি : আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসে (আফকন) দৌড়াচ্ছে মিশর। দুরন্ত ছন্দে মহম্মদ সালাহ।

আফকনের কোয়ার্টার ফাইনালে মিশর ৩-২ গোলে হারিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্টকে। যথারীতি স্কোরশিটে নাম তুলেছেন মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহ।

ম্যাচের ৩২ মিনিটের মধ্যে ওমর মারমৌশ ও রাবির গোলে ২-০ ফলে এগিয়ে যায় মিশর। ৪০ মিনিটে আহমেদ আবুর আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমায় আইভরি কোস্ট। ৫২ মিনিটে মিশরের হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন লিভারপুল তারকা সালাহ। এই নিয়ে চলতি আফকনে টানা চার ম্যাচে গোল পেলেন তিনি। আইভরি কোস্টের গুয়েলা ডুয়ে ৭৩ মিনিটে একটি গোল শোধ করেন।

দুরন্ত সালাহ

সেমিফাইনালে উঠলেও নিজেদের প্রতিযোগিতায় ফেভারিট মানতে নারাজ সালাহ। বরং তিনি নাইজিরিয়া, মরক্কোর মতো দেশগুলিকে এগিয়ে রেখেছেন। শেষ চারের লড়াইয়ে মিশরের প্রতিপক্ষ সেনেগাল। যে দলে রয়েছেন সালাহর প্রাক্তন সতীর্থ সাদিও মানে। প্রাক্তন সতীর্থর মুখোমুখি হওয়ার আগে সালাহ বলেছেন, 'সেনেগালের বিরুদ্ধে ম্যাচটা সহজ হবে না। ওদের দলে ইউরোপে খেলা বেশকিছু ফুটবলার রয়েছে। তবে আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে লড়াই করব।'

এদিকে আফকনের অপর সেমিফাইনালে নাইজিরিয়া মুখোমুখি হবে মরক্কোর।

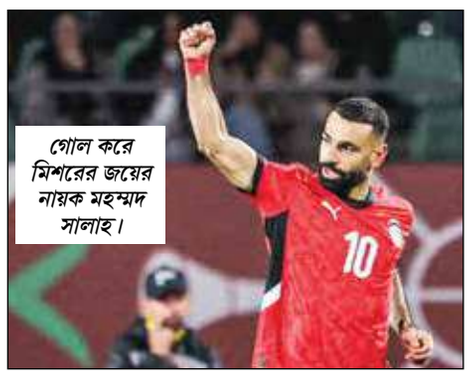

গোল করে মিশরের জয়ের নায়ক মহম্মদ সালাহ।

ভারতে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি সফরের শুরু দিল্লিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : দীর্ঘ ১২ বছর পর আসল ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি ভারতে। তিনদিনের এই ট্রফি সফরের প্রথম দুইদিন ট্রফি থাকবে দিল্লিতে। তারপর একদিন অসমের গুয়াহাটিতে। এবার ট্রফি সফরের তালিকায় নেই ফুটবলের শহর কলকাতা।

রবিবার মান সিং রোডের তাজমহল হোটেলে ট্রফি সাধারণের সামনে তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে ছিলেন ট্রফির সঙ্গে আসা ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ফিফা লিজেন্ড গিলবার্তো ডি সিলভা, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে সহ কোকাকোলা খেলাধুলো হল সবথেকে শক্তিশালী মাধ্যম। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রথম পাঁচ স্পোর্টিং দেশের মধ্যে আসার ক্ষেত্রে এই বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুর দারুণভাবে সাহায্য করবে।

> **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে খেলাধুলো এখন জাতীয় অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে। আমরা বিশ্বাস করি যে, যুব সমাজে শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও চরিত্র তৈরি করতে খেলাধুলো হল সবথেকে শক্তিশালী মাধ্যম। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রথম পাঁচ স্পোর্টিং দেশের মধ্যে আসার ক্ষেত্রে এই বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুর দারুণভাবে সাহায্য করবে।**
>
> **-মনসুখ মান্ডব্য** *ক্রীড়ামন্ত্রী*

ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির আবরণ উন্মোচন করছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য গিলবার্তো ডি সিলভা। নয়াদিল্লিতে।

ইন্ডিয়ার বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা। ঘরোয়া ফুটবলের এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে তাজমহল হোটেলের দৃশ্য অবশ্য এদেশের ফুটবল ভক্তদের অখুশীই করেছে। যা তাঁরা সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। তবে ট্রফি ঘিরে আমন্ত্রিত সদস্যদের উৎসাহ এবং খানিকটা পার্টির মেজাজ দেখা গিয়েছে। এদিনের ট্রফি সফর প্রসঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রীর মন্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে খেলাধুলো এখন জাতীয় অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে। আমরা বিশ্বাস করি যে যুব সমাজে শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও চরিত্র তৈরি করতে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যে সফর তাতে যুব শক্তি ও দেশের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে খেলাধুলো একটা অন্যতম স্তম্ভ হতে চলেছে।'

এদিকে, বিশ্বকাপের প্রধান স্পনসর কোকাকোলা শনিবারই ভারতীয় মহিলা দলের স্পনসর হওয়ার কথা ঘোষণা করে। পুরুষ জাতীয় দল বা ক্লাব দলের জন্য যখন অর্থের হাহাকার তখন মহিলাদের সিনিয়ার থেকে বয়সভিত্তিক সব দলেরই এশিয়া স্তরে সাফল্যই এত বড় আর্থিক সহায়তার জায়গা তৈরি করে দিল, তা বলাই বাহুল্য।

র‍্যাপিডে সেরার ট্রফি নিয়ে নিহাল।

ব্লিৎজে খেতাব জয় মার্কিনীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : টাটা স্টিল দাবার শেষটা ভালো গেল না ভারতীয় দাবাড়ুদের।

রবিবার প্রতিযোগিতার শেষদিনে ব্লিৎজ ফর্ম্যাটে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হলেন মার্কিন দাবাড়ুরা। পুরুষদের বিভাগে ১২ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ওয়েসলি সো। ১১ পয়েন্ট নিয়ে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়ন নিহাল সারিন ও অর্জুন এরিগাইসি। কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দ ৮ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন।

মহিলাদের বিভাগে ১৮ রাউন্ডের শেষে ভারতের ভান্তিকা আগরওয়ালের সঙ্গে ১০.৫ পয়েন্ট পেয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষে ছিলেন কারিসা। পরে টাইব্রেকারে ভান্তিকাকে হারিয়ে খেতাব নিশ্চিত করেন কারিসা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে এই মার্কিন দাবাড়ু বলেছেন, 'ভান্তিকার সঙ্গে পয়েন্ট সমান হওয়ার পর আমি ভেবেছিলাম হেড টু হেড দেখা হবে। সেখানে ভান্তিকা এগিয়ে থাকায় ওকেই চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে।

টাটা স্টিল দাবা

তবে আয়োজকরা যখন জানাল টাইব্রেকার হবে, তখন আমার ভুলটা ভাঙে। চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে ভালো লাগছে।'

পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ওয়েসলি বলেছেন, 'এর আগে ছয়বার এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেও এবারই প্রথম খেতাব জিতলাম। আনন্দ, প্রজ্ঞাদের সঙ্গে লড়াই করে খেতাব জেতাটা খুব কঠিন। আশা করছি, পরের বছর দুই ফর্ম্যাটে জিতব।' এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথন আনন্দ জানিয়েছেন, এখনও তিনি খেলা চালিয়ে যেতে চান।

কুড়ির বিশ্বকাপে সৌরভের বাজি টিম ইন্ডিয়া

প্রিটোরিয়া, ১১ জানুয়ারি : রয়েছেন রামধনুর দেশে। করাচ্ছেন কোচিং। আর তার মাঝেই আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবনা শুরু করেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সেদেশের ক্রিকেট লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের কোচের দায়িত্বে রয়েছেন মহারাজ। প্রথমবার পূর্ণ সময়ের কোচিং করানোর পাশে তিনি অনেক কিছু শিখছেন বলেও জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্সের দিকেও নজর রয়েছে তাঁর। সঙ্গে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা কুড়ির বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাবনা নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন তিনি। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের সাক্ষাৎকারে সৌরভ রহস্য ইন্ডিয়ার এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপে সৌরভের খেলার পারে অবশ্যই

এক্স ফ্যাক্টর বরুণ

ফেভারিট। ভারতের মূল শক্তি হল স্পিন আক্রমণ। বরুণ চক্রবর্তী যদি ফিট থেকে প্রতিযোগিতার সব ম্যাচ খেলতে পারে, তাহলে টিম ইন্ডিয়ার এগিয়ে চলার পথটা সহজ হয়ে যাবে।'

৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কুড়ির বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। টেস্ট ও একদিনের দলের অধিনায়ক শুভমান গিল কুড়ির বিশ্বকাপের স্কোয়াডে না থাকলেও টিম ইন্ডিয়ার ভারসাম্যে সমস্যা দেখছেন না মহারাজ। বলছেন, 'সবদিক থেকে দারুণ ভারসাম্যের দল হয়েছে ভারতের। আমি নিশ্চিত এই দল কুড়ির বিশ্বকাপে ভালো পারফর্ম করবে।' সূর্যের ভারত কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে শেষ পর্যন্ত সফল হবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে কোচিং উপভোগ করছেন সৌরভ। মহারাজের কথায়, 'নতুন দায়িত্ব উপভোগ করছি। শিখছি অনেক কিছু। আসলে ক্রিকেটার হিসেবে মাঠে খেলা, দল বা দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া একরকম। তুলনায় কোচিং সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা। যেখানে আমার এখনও অনেক কিছু শেখার রয়েছে।'

'বাতিল' দিমিত্রিই আলো ছড়াচ্ছেন লোবেরার বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : দুরন্ত-দিমি। রবিবার বিকেলে প্রস্তুতি ম্যাচে নিজেদেরই যুব দলকে ৪-০ গোলে হারাল সের্জিও লোবেরার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। গোটা ম্যাচে মাঠজুড়ে আলো ছড়ালেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার জমানায় একেবারেই চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি পেত্রাতোসকে। দলে তাঁর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল। একটা সময় মোহনবাগান থেকে দিমির বিদায় নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। যদিও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কার হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয় তাঁকে। সবুজ-মেরুনে তাঁর অবদানের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেন সুপার জায়েন্ট কর্ণধার।

তবে নতুন কোচ সের্জিও লোবেরার প্রশিক্ষণে যেন পুরোনো ধার ফিরে পেয়েছেন অজি তারকা। আক্রমণভাগে স্বাধীনতা ও স্পষ্ট ভূমিকা পেয়ে আগের মতোই আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে দিমিত্রিসকে। তারই প্রমাণ মিলল এদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে। জোড়া গোল করে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের যেন আশ্বস্ত করলেন তিনি। গোল পেলেন আরেক অজি ফুটবলার জেসন কামিন্সও।

রক্ষণে আলবার্তো রডরিগেজ, মেহতাব সিংয়ের সঙ্গে শুভাশিস বসু ও টেকচাম অভিষেক সিংকে সাইডব্যাক পজিশনে রেখে দল সাজান লোবেরা। মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপা ও আপুইয়া। দুই প্রান্তে লিস্টন কোলাসো ও মনবীর সিং। সামনে দিমি-কামিন্স জুটি। ম্যাচ শুরুর মিনিট পনেরোর মধ্যেই দুই গোলে এগিয়ে যায় লোবেরার মোহনবাগান। প্রথম গোল দিমির। দুই মিনিটের মধ্যে ব্যবধান বাড়ান কামিন্স। ৩৪ মিনিটে ফের লক্ষ্যভেদ পেত্রাতোসের।

দ্বিতীয়ার্ধে গোলের নীচে বিশাল কেইথকে রেখে বাকি দল পুরোটাই বদলে ফেলেন লোবেরা। মাঠে নামান আশিস রাই, দীপেন্দু বিশ্বাস, দীপক টাংরি, কিয়ান নাসিরি, সুহেল বাটদের। বিদেশিদের মধ্যে মাঠে ছিলেন টম অ্যালড্রেড ও জেমি ম্যাকলারেন। এই পর্বে সবুজ-মেরুন সিনিয়ার দলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সাহাল আব্দুল সামাদ। ম্যাচের শেষ কিছুক্ষণ গোলরক্ষক বিশালকে তুলে জাহিদ বুখারিকে খেলান লোবেরা।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিও। এদিন একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছে তারা। রাজধানীর ফুটবলপ্রেমীদের সঙ্গে ক্লাবের সংযোগ বাড়াতে ফুটবলার-সমর্থকদের 'মিট অ্যান্ড গ্রিট'এর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

১০ গোল ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ১১ জানুয়ারি : এফএ কাপে তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাব এক্সেটার সিটির বিরুদ্ধে ১০-১ গোলে জয় পেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ১২ মিনিটে ম্যান সিটিকে এগিয়ে দেন ম্যাক্স অ্যালেন। জোড়া গোল করেন রিকো লুইস। তাদের বাকি গোলগুলি রড্রি, তিজ্জানি রেইন্ডার্স, নিকো ও' রিলি, অ্যান্টোনি সেমেনিও ও রায়ান ম্যাকআইভর। এছাড়া দুইটি আত্মঘাতী গোল আছে। তবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ক্রিস্টাল প্যালেস তৃতীয় রাউন্ডেই ছিটকে গিয়েছে। ষষ্ঠ ডিভিশনের ক্লাব ম্যাকলসফিল্ডের বিরুদ্ধে তারা ১-২ গোলে হেরে যায়। আর্সেনাল ৪-১ গোলে পোর্টসমাউথের বিরুদ্ধে জয় পায়। গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি হ্যাটট্রিক করেন। অন্য গোলটি আত্মঘাতী।

আত্মজীবনী প্রকাশ অলোকের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : রবিবার কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে প্রকাশিত হল, প্রাক্তন ডিফেন্ডার অলোক মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী 'লাল কার্ডের বাইরে'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাইচুং ভুটিয়া, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, দীপেন্দু বিশ্বাসের মতো প্রাক্তন ফুটবলাররা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার। দীর্ঘ ফুটবল জীবনে তিন প্রধানে দাপিয়ে খেলা অলোক খেলোয়াড়ি জীবনে কোনওদিন লাল কার্ড দেখেননি। পরে সাফল্যর সঙ্গে কলকাতায় ময়দানে কোচিংও করেছেন।

ব্রিজের ফাইনালে সৌমেন-পূর্ণেন্দু

বাগডোগরা, ১১ জানুয়ারি : আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের দ্বিতীয় বর্ষ অকশন ব্রিজে রবিবার ফাইনালে উঠেছেন সৌমেন চক্রবর্তী-পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও সমীর মিত্র-জয়ন্ত দেবনাথ। সোমবার ক্লাবের মুক্ত মঞ্চে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

মহমেডানকে অনুসরণ করে একাধিক ক্লাব বিদেশিহীন দল নামাতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : মহমেডান স্পোর্টিং ডিসেম্বরে ফিফার নির্বাসন ওঠার পরই বেশ কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলারকে সই করিয়ে নেয়। আবার জানুয়ারি থেকে তারা নির্বাসনের কবলে। ফলে বিদেশি খেলানোর কোনও সুযোগই নেই মহমেডানের। তাই এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে পুরোপুরি ভারতীয় স্কোয়াডই খেলাতে চলেছে শতাব্দীপ্রাচীন এই ক্লাব।

তবে যা খবর তাতে শুধু মহমেডানই নয়, আরও কয়েকটি ক্লাবও পুরো স্বদেশি স্কোয়াড নামাতে চলেছে। লিগের টালমাটাল পরিস্থিতির জন্য শেষদিকে এসে বহু ক্লাবই বিদেশি ফুটবলারদের ছেড়ে দিয়েছে। জাভি সিভেরিও, তিয়াগো আলভেস, তিরি, নোয়া সাদাউ, অ্যাড্রিয়ান লুনা, বোরহা হেরেরাদের মতো অনেকেই দল ছেড়েছেন। বিদেশিদের দল ছাড়ার ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সম্ভবত এফসি গোয়া ও কেরালা ব্লাস্টার্স। তাদের হাতে এখন তিনজন করে বিদেশি থাকলেও নিয়মিতরা চলে যাওয়া যথেষ্ট সমস্যায় ফেলতে চলেছে এই দুই ক্লাব। অন্যদিকে চেন্নাইয়ান এফসি এবার সুপার কাপ খেলতে এসেছিল বিদেশি ছাড়াই। আর্থিক কারণেই তারা কোনও বিদেশি হয়তো আর নেবে না। যা খবর তাতে মহমেডান ছাড়াও চেন্নাইয়ানও বিদেশি ছাড়াই খেলবে। অভিজ্ঞমহল বলছে, গোয়া ও কেরালাও যদি একই পথে হাঁটে তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ওডিশা এফসি-র সোমবারই জানানোর কথা, তারা আদৌ খেলবে কিনা। সময়সীমা বাড়িয়ে নেওয়ায় অনেকেই মনে করছেন, হয়তো লিগটা শেষপর্যন্ত খেলবে ওডিশা। তবে তারাও আর্থিক ব্যয়ভার কমাতে বিদেশি ছাড়াই দল গড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও বাকি ক্লাবগুলিও ফুটবলারদের বেতন হ্রাসের বিষয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। সবমিলিয়ে শুধু লিগই আয়তনে ছোট হচ্ছে না, ক্লাবগুলিরও আতিশয্য কমতে চলেছে এবারের লিগে।

> **লগ্নিকারী সংস্থার দিকটাও দেখতে হবে। কীভাবে এই কম সময়ে লিগ হওয়ার ক্ষতি সামাল দেওয়া যায়, সেই সব নিয়ে ভাবতে হবে।**
>
> **-দেবব্রত সরকার** *ইস্টবেঙ্গল কর্তা*

তবে এই পরিস্থিতিতে কলকাতার দুই প্রধান কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য পথে হাঁটছে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বা ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট পরিষ্কার করেছে, ফুটবলারদের বেতন হ্রাসের কোনও পরিকল্পনা তাঁদের নেই। মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে ফুটবলারদের তো কোনও দোষ নেই। তাহলে তাদের বেতন কমবে কেন?' অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারও বলেছেন, 'লগ্নিকারী সংস্থার দিকটাও দেখতে হবে। কীভাবে এই কম সময়ে লিগ হওয়ার ক্ষতি সামাল দেওয়া যায়, সেই সব নিয়ে ভাবতে হবে।' তবে খবর, ইস্টবেঙ্গল চেষ্টা করছে রিজার্ভ ফুটবলারদের বিক্রি করে আর্থিক সমস্যা সামাল দেওয়ার। তবে দুই ক্লাবের এই মনোভাবে খুশি সারা ভারতের ফুটবল ভক্তরা। তাঁরা বলছেন, ফুটবল ঐতিহ্যই এই দুই ক্লাবকে ফুটবলারদের সম্মান করতে শিখিয়েছে।

বিরাট মঞ্চে জয় আনলেন রাহুল

নিউজিল্যান্ড-৩০০/৮
ভারত-৩০৬/৬ (৪৯ ওভারে)

দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংয়ে নতুন বছরেও উজ্জ্বল বিরাট কোহলি।

ভদোদরা, ১১ জানুয়ারি : প্রান্তিক স্টেশনটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কী?

সময়ের নিয়মে থামতে সবাইকেই হয়। সেই দাবি মানতে গিয়ে মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে টি২০, টেস্ট ছেড়েছেন। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে থামার সিদ্ধান্তটা তাঁরাই নেবেন। যখন অন্তর থেকে সেই ডাক আসবে, তখনই থামবেন। ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আগে সেই ডাক আসার কথা নয়। উচিতও নয়। কারণ, রোকো মাঠের প্রতিটা মুহূর্ত দারুণভাবে উপভোগ করছেন। সতীর্থদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়ে সেরাটা বার করে আনছেন। দলকে সাফল্যের দিশা দিচ্ছেন। সতীর্থদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধানও স্পষ্ট হচ্ছে নিয়মিত। সঙ্গে অবশ্যই জনতার আবেগে ভাসছেন।

নতুন বছর। নতুন মাঠ। নয়া প্রতিপক্ষ। আর সবকিছুর পর রোকো অনুপ্রেরণায় চেনা ছন্দে টিম ইন্ডিয়া। বল হাতে বোলাররা সমস্যায় পড়ছেন। চিন্তা নেই রোকো রয়েছেন। ব্যাট হাতে দল সমস্যায় পড়ছে। চিন্তা নেই রোকো রয়েছেন। রোহিত শর্মা (২৬) বড় রান না পেলেও চিন্তা নেই। বিরাট কোহলি (৯১ বলে ৯৩) রয়েছেন বিপত্তারিণী হিসেবে। অধিনায়ক শুভমান গিলকে (৭১ বলে ৫৬) উইকেটে খিতু হওয়ার সময় দিলেন রোকো। রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ, চাপ নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নিলেন। আর সবশেষে প্রমাণ করলেন, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে! রোকো রেশনাইয়ের মায়া ভারতীয় ক্রিকেটে এখন এতটাই উজ্জ্বল যে, আগামীদিনে কোচ গৌতম গম্ভীরের 'চাকরি' বাঁচলে হয়।

টসে জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে ভারত অধিনায়ক শুভমান চমকে দিয়েছিলেন। ডেভন কনওয়ে (৫৬) ও হেনরি নিকোলসের (৬২) ওপেনি জুটিতে ১১৭ রানও উঠেছিল। তারপর হর্ষিত রানাকে (৬৫/২) আক্রমণে এনে কিউয়িদের চাপের সাগরে ভাসিয়ে দিলেন রোকো জুটিই। নিট ফল, দারুণ শুরুর পরও মাঝের ওভারে রানে গতি কমিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩০০/৮ স্কোরে থমকে যায় নিউজিল্যান্ড। ড্যারিল মিচেল ৭১ বলে ৮৪ রানের ইনিংসটা না খেললে ৩০০ হত না কিউয়িদের। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে প্রথমে রোহিত, পরে কোহলি দেখালেন ব্যাটিং কত সহজ। তখন আর কে জানত, পিচচার অভি বাকি হ্যায়। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে বিরাট ফিরতেই চাপের সাগরে টিম ইন্ডিয়া। চোট সারিয়ে ফিরে শ্রেয়স আইয়ার (৪৯) শুরুটা ভালো করলেও জয় আনতে পারেননি। ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পাওয়া ওয়াশিংটন সুন্দর (৭ বলে অপরাজিত ৭) শেষ পর্যন্ত লোকেশ রাহুলের (২১ বলে অপরাজিত ২৯) সঙ্গে ধৈর্য ধরে, স্নায়ুর চাপ সামলে ৪ উইকেটে জয় আনলেন। রাহুলের ছক্কাটা গ্যালারিতে পৌঁছাতেই ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ভারতের। রুদ্ধশ্বাস জয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া।

দিন কয়েক আগে মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা হিটম্যানকে 'ভারত অধিনায়ক' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি দলের বর্তমান অধিনায়কের নাম ভুলে গিয়েছিলেন, এমন নয়। কিন্তু বাস্তবটা আচমকা বলে ফেলেছিলেন। খেলার শুরু থেকে রোহিত প্রমাণ করে গেলেন, আইসিসি প্রধানের সম্বোধনে কোনও ভুল ছিল না। খাতায়-কলমে অধিনায়ক শুভমানই। কিন্তু বোলার বদল থেকে শুরু করে ফিল্ডিং সাজানো, সবেতেই তো হিটম্যান। কখনও কোহলিও। শুধু মাঠে কেন, চাপের মুখে সাজঘর সামলানোর কাজটাও দারুণভাবে করলেন রোকো।

লাল বল থেকে সাদা বল, পরিবর্তনের জন্য সময় চাই। গতকালই সাংবাদিক সম্মেলনে শুভমান এমন মন্তব্য করেছিলেন। হয়তো নিজে ছন্দে নেই বলেই এমন কথা বলেছিলেন তিনি। আজ হিটম্যানের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করতে নেমে শুভমান আবিষ্কার করলেন, চ্যাম্পিয়নদের জন্য এমন পরিবর্তন, ক্যালেন্ডারের সাল-তারিখ, প্রতিপক্ষ দল—কোনও কিছুই বাধা হতে পারে না। লেগ সাইডে সরে বড় শট খেলতে গিয়ে হিটম্যান ফেরার পর কোহলি প্রমাণ করলেন, কেন তাঁকে চেজমাস্টার বলা হয়। ওডিআই ক্রিকেটে বেশি ম্যাচ খেলার নজিরে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে টপকে গেলেন আজ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রান ক্লাবের নয়া সদস্য হলেন। কাইল জেমিসনদের (৪১/৪) বিরুদ্ধে বিসিএ স্টেডিয়ামে যেমন খুশি শট খেললেন। দলের জয়ের ভিত গড়ার পথে অধিনায়ক শুভমানকে যেমন ভরসা দিলেন। তেমনই প্রায় সাড়ে তিন মাস পর চোট সারিয়ে ফেরা শ্রেয়স বড় দাদার মতো আগলে রাখলেন কোহলি।

গতকালের অনুশীলনে কোমরে চোট পেয়ে ঋষভ পন্থ চলতি সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর বদলে ধ্রুব জুরেল ঢুকেছেন স্কোয়াডে। আজ অবশ্য তাঁর দরকার হয়নি। বাকি সিরিজেও জুরেলের দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। বরং টসের পর অর্শদীপ সিংকে প্রথম একাদশে না দেখা খেলার শুরুতে বিতর্ক ও বিস্ময় তৈরি হয়েছিল। রোকো রেশনাইয়ের মায়ায় সব ভেসে গিয়েছে সময়ের সঙ্গে। এমনকি ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচে টিভি আম্পায়ার বাংলাদেশের, তা নিয়েও সারাদিনে কম বিতর্ক হয়নি। যদিও ধারাবাহিকভাবে বিরাট শো দেখার সুযোগ পেলে কে আর এই সব ঘটনা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়। জেমিসন আগেও ভারতকে ভুগিয়েছেন। আজও সমস্যায় ফেলেছিলেন। কিন্তু রোকো দলের সঙ্গে থাকলে কঠিন পরিস্থিতিও যে সহজ হয়ে যায়।

বিরাট নজির

৬২৪ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি। নিলেন ৬২৪ ইনিংস। শচীন তেন্ডুলকারকে (৬৪৪ ইনিংস) টপকে তিনি দ্রুততম হিসেবে এই নজির গড়লেন।

৩০৯ বিরাটের ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে (৩০৮ ম্যাচ) টপকে তিনি ভারতীয়দের মধ্যে সবাধিক একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলায় তিনি পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছেন।

আগেই টেস্ট থেকে অবসর

বিশ্বকাপে কোহলিকে দেখছেন ডোনাল্ড

রবিবার দুই ইনিংসের মাঝে বরোদা ক্রিকেট সংস্থার সংবর্ধনা রোকোকে।

জোহানেসবার্গ, ১১ জানুয়ারি : তিনি রান মেশিন। তাঁর মতো ক্রিকেটীয় খিদে তিনি আর কারও মধ্যে দেখেননি।

কিন্তু তারপরও বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়ে নিল। হয়তো আরও কিছুদিন খেলতে পারত বিরাট। আশা করব, ২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে কোহলিকে দেখতে পাব আমরা। বক্তার নাম অ্যালান ডোনাল্ড। আইপিএলের সুবাদে ডোনাল্ড-কোহলির বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার কথা সবারই জানা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে দুইজনে একসঙ্গে খেলেছেনও। এহেন কোহলিকে নিয়ে আজ তাঁর ভাবনার কথা শুনিয়েছেন ডোনাল্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সেদেশের টি২০ ক্রিকেট লিগ চলছে। চলতি প্রতিযোগিতার মাঝে ডোনাল্ড আজ এক অনুষ্ঠানে কোহলির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন, 'বিরাটের মতো ক্রিকেটকে সম্মান করার পাশে ক্রিকেটীয় খিদে আমি কারও মধ্যে দেখিনি। বিরাটকে বরাবরই শ্রদ্ধা করি আমি। একসঙ্গে ড্রেসিংরুমে অনেকটা সময় কাটিয়েছি আমরা। খুব কাছ থেকে দেখেছি ওকে। কথা বলে বুঝতে পেরেছি, ক্রিকেট কীভাবে ওর মনের মধ্যে ঢুকে রয়েছে।'

এহেন বিরাট ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ২০২৫ সালে ভারতের ইংল্যান্ড সফরের আগে টেস্ট ক্রিকেটকেও বিদায় জানান তিনি। ডোনাল্ডের মনে হচ্ছে, অনেক আগেই টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন কোহলি। ডোনাল্ডের কথায়, 'বিরাট রান মেশিন। টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় আমি, আমরা সবাই ওকে মিস করব। আমি বিশ্বাস করি, আগেই টেস্ট থেকে অবসর নিয়ে নিল কোহলি।' বিরাট টেস্ট থেকে সময়ের আগেই অবসর নিলেও একদিনের ক্রিকেট চালিয়ে যাচ্ছেন। ডোনাল্ড নিশ্চিত, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে কোহলিকে দেখা যাবে। তাঁর কথায়, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, বিরাটের মধ্যে এখনও ক্রিকেট বাকি রয়েছে। সেই ধারণা থেকেই বলছি, আমার মনে হয় ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপে খেলবে ও।'

নজিরের কথা ভেবে খেলেন না বিরাট

ভদোদরা, ১১ জানুয়ারি : রুদ্ধশ্বাস। রোমহর্ষক। রোমান্টিকও।

ক্রিকেট বরাবরই মহান অনিশ্চয়তার খেলা। ভদোদরা ক্রিকেট মাঠে আজ ফের ক্রিকেটীয় আপ্তবাক্যের প্রমাণ মিলল। টিম ইন্ডিয়ার রান তাড়ার সময় বিরাট কোহলির ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল, ভারতের জয় সময়ের অপেক্ষা। কোহলি ফিরতেই ছবিটা বদলে যায়। হর্ষিত রানা, লোকেশ রাহুল, ওয়াশিংটন সুন্দররা রুদ্ধশ্বাস জয় আনেন।

একদিনের ক্রিকেটে ৪৫ বার ম্যাচের সেরা হলেন কোহলি। সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রান ক্লাবের সদস্যও। আর ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে বিরাট জানিয়ে দিলেন, তিনি নজিরের কথা ভেবে ক্রিকেট খেলেন না। যখনই কোনও পুরস্কার পান, সেটা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। কোহলির কথায়, 'আমি পুরস্কার পেলেই সেটা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিই। মা গর্ব অনুভব করে। নজিরের কথা ভেবে কখনোই খেলিনি। ক্রিকেটটা উপভোগ করি। তাই দলের কথা ভেবে সেরাটা দিয়ে সফল হতে চাই।'

নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন আজ বিরাট। কিন্তু তার জন্য খারাপ লাগা নেই তাঁর। শেষ পর্যন্ত দল জিতেছে, এটাই তাঁর কাছে বিশাল প্রাপ্তি। কোহলির কথায়, 'আমার ক্রিকেটীয় যাত্রাপথ অনেকটা স্বপ্নপূরণের মতোই। নিজের ক্রিকেটীয় স্কিল, দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন আমি। ঈশ্বর আমায় অনেক দিয়েছেন। আপাতত শুধু ক্রিকেট উপভোগ করে যেতে চাই আমি।' কোহলি এখন যখন যেখানে যাচ্ছেন, তাঁর পিছনে পাগলের মতো ছুটছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। মাঠে বিরাটের নামে জয়ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। সব দেখে মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা মনে হচ্ছে বিরাটের। বলছেন, 'এমএসের সঙ্গেও এমনটা হতে দেখেছি আমি। ক্রিকেটপ্রেমীরা খেলা দেখে উত্তেজিত হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। এসবের মধ্যে আমাদের ফোকাস ক্রিকেটের দিকে ধরে রাখতে হয়।'

হর্ষিত চাপ কমিয়েছিল : রাহুল

জয়ের ভিত গড়েছিলেন বিরাটই। সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে রাহুলের ব্যাটে এসেছে জয়। খেলার শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে রাহুল প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন হর্ষিতকে। বলেছেন, 'বিরাট আউট হওয়ার পর চাপ তৈরি হয়েছিল। সেই চাপ কাটিয়েছে হর্ষিত। পরে ওয়াশিংটনও দারুণভাবে সাহায্য করল দলকে।'

হাইস্কোরিং থ্রিলারে জয় গুজরাটের

নভি মুম্বই, ১১ জানুয়ারি : সোফি ডিভাইনের (৪২ বলে ৯৫) পালটা জবাব লিজেল লি (৫৪ বলে ৮৬) ও লরা উলভার্ডটের (৩৮ বলে ৭৭) ব্যাটে। নিটফল, চার-ছক্কার ফুলঝুরিতে হাইস্কোরিং ম্যাচ। গুজরাট জায়ান্টসের দেওয়া পাহাড় সমান ২১০ রানের টার্গেটের সামনে শেষ ওভারের হারাকিরিতে দিল্লি ক্যাপিটালস ২০৫/৫ স্কোরে থেমে গেল। আর উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের শুরুতেই জোড়া হারে চাপে পড়ে গেল তিনবারের রানার্স দিল্লি।

সোফির গড়ে দেওয়া মঞ্চে দিল্লি ২০৯ রানে থামে। দলের দুই ওপেনার ডিভাইন ও বেথ মুনির আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান। বেথ আউট হন ১৯ রানে। দলের রান তখন ৯৪। ডিভাইন আউট হওয়ার পর ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক অ্যাশলে গার্ডনার (২৬ বলে ৪৯)। কিন্তু গার্ডনার ফিরতেই থমকে যায় রানের গতি। শেষ ২ ওভারে পরপর উইকেট হারানোয় ২০৯ রানেই শেষ হয় গুজরাট জায়ান্টসের ইনিংস। শেষ ওভারে হ্যাটট্রিক সহ ৩৩ রানে নন্দনী শর্মার ৫ শিকার দিল্লিকে যে আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল সেটাই দেখা যাচ্ছিল লিজেল ও উলভার্ডটের ব্যাটিংয়ে। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁদের ৯০ রানের জুটি চাপে ফেলে দিয়েছিল গুজরাটকেও। কিন্তু লিজেল ফিরে যাওয়ার পর দিল্লির অধিনায়ক জেমিমা রডরিগজ (৯ বলে ১৫) ছাড়া আর কেউ উলভার্ডটকে সহযোগিতা করতে পারেননি। এরপর গুজরাটের হয়ে শেষ ওভার করতে এসে ডিভাইন (২১/২) উত্তেজক জয় এনে দেন দলকে। গুজরাট প্রথম দুই ম্যাচেই জয় পেল।

ডব্লিউপিএলে আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম ইউপি ওয়ারিয়র্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

৪ গোল ব্যারেটোর দলের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছে হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর প্রশিক্ষণাধীন হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। রবিবার তারা ৪-০ গোলে হারিয়েছে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের হয়ে গোল করেন তোরে, রাহুল পাসোয়ান, ডেভিড ও আমন।

Bengal SUPER LEAGUE
BURDWAN BLASTERS vs NORTH 24 PARGANAS FC
12th JAN | 4:00 PM
TICKETS AVAILABLE AT BOLPUR STADIUM
ONLY ON বাংলাসোনার Z5

দিনের অন্য ম্যাচে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি গোলশূন্য ড্র করেছে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র বিরুদ্ধে। আপাতত ১০ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রয়েছে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। সমসংখ্যক ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি।

সেরা প্রজ্ঞান, সানভি

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : শহরতলি নেতাজি সংঘ ক্লাব ও পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় এবং জেলা দাবা সংস্থার পরিচালনায় আয়োজিত নেতাজি সংঘ দাবায় জলপাইগুড়ি শহর সহ জেলার প্রায় ১৫০ প্রতিযোগী অংশ নেয়। অনূর্ধ্ব-৮, অনূর্ধ্ব-১১, অনূর্ধ্ব-১৪ এবং ওপেন বিভাগে খেলা হয়েছে। অনূর্ধ্ব-৮ বিভাগে প্রথম হয়েছে প্রজ্ঞান মিত্র। অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে সেরা রিশান ভৌমিক। অনূর্ধ্ব-১৪-তে প্রথম অভিরূপ সরকার। এছাড়াও ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন প্রয়াংশু কর্মকার। মেয়েদের অনূর্ধ্ব ৮ থেকে ১৪ তিন বয়স বিভাগে সেরা সানভি সেন, আরাধ্যা বেহানি এবং শ্রেয়া বর্মন প্রথম স্থানে থাকে।

জিতল এনবিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে রবিবার প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে জয় পেল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ) দল। তারা ১২ রানে হারিয়েছে গোরখপুরের দীনদয়াল উপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়কে। টসে হেরে এনবিইউ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২১ রান করে। তপোব্রত গুহ ৩৫, অর্ক দাস ২৩ ও স্বদেশ রায় ২০ রান করেন। জবাবে দীনদয়াল ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৯ রানে আটকে যায়। নীতিন মল্লিক ১৫ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। ম্যাচের সেরা স্বদেশ ২০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। মঙ্গলবার দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ খেলবে।

প্রয়াত দেবব্রত

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির প্রাক্তন ক্রিকেটার দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের (টম) অকস্মাৎ মৃত্যুতে রবিবার শোকস্তব্ধ শহরের ক্রীড়ামহল। শহরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় দেবব্রতর। টাউন ক্লাবের পক্ষ থেকে কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য বিশ্বজিৎ মণ্ডল মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

সোনা রিদমের

মালবাজার, ১১ জানুয়ারি : ইন্দো-নেপাল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে ফিরলেন ডুয়ার্সের রিদম ছেত্রী। রিদমের বাড়ি চালসার পিডব্লিউডি পাড়ায়। ৫-৮ জানুয়ারি নেপালের পোখারাতে রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে চলে এই প্রতিযোগিতা। রবিবার মালবাজারে ফিরতেই তাঁকে স্বাগত জানান বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যরা। এরপর সার্ক দেশগুলির বক্সিংয়ে সেরা হওয়ার লক্ষ্য তাঁর। রিদম জানিয়েছেন, সরকারি উৎসাহ, সহযোগিতা এবং সঠিক পরিকাঠামো পেলে মালবাজার থেকে আরও ক্রীড়াবিদরা সফল হবেন। রিদমের সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মালের মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল।

সোনার পদক গলায় রিদম ছেত্রী।

রানার্স প্রত্যুষ

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : কলকাতার গরফা সবুজ সংঘে ১০-১১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ রাজ্য ডেফ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট। জলপাইগুড়ি ডেফ ব্যাডমিন্টন দলের গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্রত্যুষ ভট্টাচার্য ও নবাগত নয়ন কুমার অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রত্যুষ ছেলেদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস দুইটি ইভেন্টেই রানার্স হয়েছে।

ব্যাডমিন্টনে রানার্স ট্রফি নিচ্ছেন প্রত্যুষ ভট্টাচার্য।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে উচ্ছ্বাস কে ইলেভেনের। ছবি : অনীক চৌধুরী

চ্যাম্পিয়ন কে ইলেভেন

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : নেতাজি মডার্ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির জুনিয়ার প্রিমিয়ার লিগ টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল কে ইলেভেন। রবিবার ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে আরএসএ-কে। প্রথমে আরএসএ ৬ উইকেটে ১০৬ রান তোলে। দেবজিৎ ঘোষ সবাধিক ৪৩ রান রেখে এসেছে। রিয়াজ মহম্মদ ১৪ রানে নেয় ১ উইকেট। জবাবে কে ইলেভেন ৪ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ফাইনালের সেরা নীরব মন্ডল ৫৪ রানে অপরাজিত থাকে। শুভজিৎ সিংহ ১৬ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। প্রতিযোগিতার সেরা জুনেদ খান।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেট ১৪ থেকে

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুরু হবে ১৪ জানুয়ারি থেকে। রবিবার বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ করে এই কথা জানিয়েছেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল। জেওয়াইএমএ মাঠে অনুষ্ঠেয় লিগে ১২টি দলকে দুই গ্রুপে ভাগ করা হবে। গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে আরএসএ, বর্ধন প্রাঙ্গণ, চেতনা ক্লাব, মোহিত নগর ক্লাব ও পাঠাগার, দাদাভাই, জেওয়াইএমএ। 'বি' গ্রুপে থাকছে নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগার, আরসিসিসি, টাউন ক্লাব, এফইউসি, বানারহাট তরুণ সংঘ এবং সুভাষ সংঘ। এদিন ভোলা আরও জানিয়েছেন, ৬টি কোচিং ক্যাম্পকে নিয়ে ১৩ জানুয়ারি থেকে এফইউসি মাঠে শুরু হবে অনূর্ধ্ব-১৩ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেট।

অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় উশুতে আলিপুরদুয়ারের পাঁচজন

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় উশু প্রতিযোগিতা মণিপুরে শুরু হতে চলেছে ১৪ জানুয়ারি থেকে। সেখানে নামবে আলিপুরদুয়ার জেলার ৫ খেলোয়াড়। ছেলেদের ৪৮ কেজি বিভাগে নামবে ড্যানিয়ান লুগুন। ডিপেশ হেঞ্জেন ৫২ কেজি, রোহিত সরকার ৮০ কেজি বিভাগে অংশ নেবে। পূজা টোপ্পো মেয়েদের ৫৬ কেজি এবং এষা কার্জি ৬০ কেজি বিভাগে নামবে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা উজ্জল বিরবনশি - কে 09.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66J 30690 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার জীবনে অনেক চড়াই উৎরাই দেখেছি, এবং এই মুহূর্ত আমাকে এক অমূল্য উপহার দিয়েছে। এটি আমাকে স্বান্তনা, আত্মবিশ্বাস ও নতুন বিশ্বাস দিয়েছে আমার চলার পথে। এই পরিবর্তনের জন্য আমি ডিয়ার লটারির প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

SHETH BROTHERS BHAVNAGAR
AYURVEDIC KAYAM CHURNA | TABLET | GRANULES
নতুন নতুন প্রতিকার নিয়ে জুয়া খেলবেন না!
পরীক্ষা-নিরীক্ষা এড়িয়ে চলুন, বেছে নিন 'কায়ম', যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিশ্বাসযোগ্য!
NO কোষ্ঠকাঠিন্য
NO অ্যাসিডিটি
NO গ্যাস
Kiku Sharda
১০০% আয়ুর্বেদিক
কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই
এক রাতেই কাজ শুরু করে
সব ধরনের মেডিক্যাল স্টোর, আয়ুর্বেদিক স্টোর ও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যায়।
অনলাইনে কিনুন: shethbrothersestore.com
টোল-ফ্রি নম্বর: 1800 419 0807
ইমেল: contact@kayamchurna.com